ভাল মৃত্যুর উপায়

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

ভাল মৃত্যুর উপায়

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৮১

৮ম প্রকাশ

জিলহাজ্জ	১৪৩৩
কার্তিক	১৪১৯
নভেম্বর	২০১২

বিনিময় ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BHALO MERTUR UPAY by A. N. M. Shirajul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 50.00 Only.

কেন এই বই ?

সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু সেই মৃত্যুকে কাংখিত ও উত্তম মৃত্যুতে পরিণত করার উপায় সম্পর্কে অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, খারাপ মৃত্যু কেন হয় এবং তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কেও বহু লোকের ধারণা পরিষ্কার নয়। অথচ কিভাবে ভাল ও খারাপ মৃত্যু হয়, সেগুলোর লক্ষণ কি এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। মৃত্যু যদি খারাপ হয়, তাহলে দুনিয়ায় নেক আমলের মূল্য রইল কোথায় ? আপরদিকে, নেক আমলের সাথে নেক মৃত্যুর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে, গুনাহর সাথে খারাপ মৃত্যুর সম্পর্কও নিবিড়। পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। তাই সেই মৃত্যুকে নেক করতে পারলে পরবর্তী স্তরগুলো সহজতর হয়ে যাবে। একজন মু'মিনের গোটা জিন্দেগীর আমল যেন খারাপ মৃত্যুর মাধ্যমে বরবাদ না হয়, সে জন্য সবাইকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ প্রয়াস চালানো হল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাল মৃত্যু দান করেন। বেশ কিছু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করে প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। আমীন।

গ্রাম-ভাঙ্গা পুষ্করিণী
ডাক-চৌমুহনী বাজার
থানা- চৌদ্দগ্রাম
জেলা-কুমিল্লা,
বাংলাদেশ।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদি আরব
১৩ই জমাদিউস সানি ১৪১৮ হি.
১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৭ খৃ.

একটি ভয়াল স্বপ্ন

এক ফাসেক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, এক সিংহ তাকে আক্রমণ করার জন্য তাড়াচ্ছে। সে নিরুপায় হয়ে এক গাছের ডালে আশ্রয় নেয় এবং গাছের ডালে অবস্থিত মৌচাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়া মধু পান করছে। এদিকে একটি সাদা ইঁদুর এবং অন্য একটি কাল ইঁদুর সে ডালটি কাটতে শুরু করে। নীচে একটি সাপ হাঁ করে তার দিকে তাক করে আছে। যে কোনো সময় ডালটি নীচে পড়ে যেতে পারে এবং সাপ তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। সে খুবই হয়রাণ-পেরেশান। হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু স্বপ্নের ভয়াবহতা মনে দাগ কাটে।

সে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য এক নেক লোকের কাছে ছুটে যায়। নেক লোকটি এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সিংহটি হচ্ছে তোমার মৃত্যু। সে তোমাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সাদা ইঁদুরটি হচ্ছে দিন এবং কাল ইঁদুরটি হচ্ছে রাত। দিন ও রাত তোমার জীবনকে এভাবে খেয়ে ফেলছে। গাছের নীচের সাপটি হলো তোমার কবর। সে তোমাকে নিজ পেটে ধারণ করার জন্য হাঁ করে আছে। জীবনের সময়টুকু শেষ হয়ে গেলে তার পেটে যেতেই হবে। যে মধু ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে এবং তুমি পান করেছ, তাহলো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ।

এ ব্যাখ্যা শুনার পর সে অন্যায় ও অসৎপথ ত্যাগ করে দীনদারীর পথ অবলম্বন করে এবং হেদায়াতের পথে চলতে থাকে।

'আল কালেমাত' ৮ম কালেমা।–বদিউজ্জামান নূরসী, তুরস্ক

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মৃত্যু

দিনের পর যেমন রাত আসে এবং অন্ধকারের পর আলো আসে, তেমনি জীবনের পরে মৃত্যু আসবেই। দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলে, কিন্তু মৃত্যু সমস্যার কোনো সমাধান নেই। মৃত্যু শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য। এটাকে প্রতিরোধ করা যায় না। একথাটিই আল্লাহ্ কুরআনে একটি তত্ত্বের আকারে পেশ করেছেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط (ال عمران : ١٨٥)

"সকল প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"-আলে ইমরান ঃ ১৮৫

একজন আরব কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

اَلْمَوْتُ كَاسٌ كُلُّ نَاسٍ شَارِبُهَا
وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَاسٍ دَاخِلُهَا

"মৃত্যু এমন এক শরবতের পেয়ালা যা সবাইকে পান করতে হবে (এবং) কবর এমন এক দরজা যা দিয়ে সবাইকে প্রবেশ করতে হবে।"

এ মৃত্যু সবার জন্যই প্রযোজ্য। মানুষ, জ্বিন, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, উদ্ভিদ, তরু-লতা সবার মৃত্যু আছে। ফেরেশতাদেরও মৃত্যু আছে। মৃত্যুর উর্ধ্বে হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তিনি কুরআনে বলেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ع وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ع

"পৃথিবীতে যাকিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র তোমার রবের পবিত্র চেহারাই (সত্তা) অবশিষ্ট থাকবে।"

–সূরা আর রহমান ঃ ২৬-২৭

মানুষ মাত্রই মরণশীল। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সবাইকে মরতে হবে। তাই কবি বড় লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

اَيُّهَا السَّاكِنُ فِى الْقَصْرِ الْمُعَلّٰى
سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ

"হে উঁচু অট্টালিকার বাসিন্দা। সহসাই তোমাকে মাটির নীচে দাফন করে পুঁতে ফেলা হবে।"

মৃত্যুর সামনে সবাই অসহায়। কোনো শক্তি ও সম্পদের বিনিময়ে তাকে পিছানো যায় না। শক্তিহীন ও শক্তিধর সবাইকে এর সামনে আত্মসমর্পণ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের এক সেকেন্ডও বিলম্ব না করে তা উপস্থিত হবে। কে কোথায় আছে, তার কোনো পরোয়া নেই।

মৃত্যুর লক্ষ্য হল, সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। কেননা, যে মানুষ আজ দুনিয়াতে এসে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি ভুলে গেছে, মৃত্যু তাদেরকে সেই বিস্মৃত স্মৃতির বাস্তব ময়দানে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। অবুঝ শিশুরা যেমন ঘর থেকে খেলতে বেরিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফিরার কথা ভুলে যায়, তেমনি এ মাটির পৃথিবীর অস্থায়ী মানুষও তার পরকালের আসল ঠিকানা ভুলে যায়। মানুষ ও জ্বিনকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে অল্প সময়ের জন্য। এটা হচ্ছে অস্থায়ী বিশ্রাম কেন্দ্র। তারপর তাদেরকে তাদের পরলৌকিক স্থায়ী কেন্দ্রে যেতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মানুষ এত কিছু জানা সত্ত্বেও অস্থায়ী দুনিয়াকে স্থায়ী বসবাসের জায়গা মনে করে বসে আছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে বহু উদাহরণ পেশ করে মানুষের দৃষ্টি আখেরাতের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। মানুষ যদি সেগুলো পাঠ করে, তাহলে, মৃত্যু তথা পরকাল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের বাস্তব জীবনের বহু ঘটনার মাধ্যমে মু'মিনদের দৃষ্টি মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

কবি কণ্ঠে অসহায় মৃত্যুর করুণ বর্ণনা ঃ

তারপর এ শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি,
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অংক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিন-রাত জাগি।
মসজিদ হতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর ?
(কবি জসিম উদ্দীনের 'কবর' কবিতা থেকে)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَّجُوْزُ ذٰلِكَ -

'আমার উম্মতের জীবন ৬০ থেকে ৭০ বছর। কম সংখ্যক লোকই তা অতিক্রম করে থাকে।'–তিরমিযী

অধিকাংশ লোকের বয়স এর কমই হয়। তারপর মৃত্যুবরণ করে। অল্প লোকই আরো বেশি হায়াত পেয়ে থাকে।

❒

মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন

কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, মৃত্যু চিরন্তন। তা আসবেই।

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ ـ(النساء : ٧٨)

"তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই।"

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (الجمعة : ٨)

"তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সে মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাত হবে। তারপর তোমাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানো হবে, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"–সূরা জুমআ ঃ ৮

কুরআন বলছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط (الانبياء : ٣٤)

"আপনার আগে কোনো মানুষকে আমি চিরস্থায়ী করিনি।"

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ٠

"সকল উম্মতের রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবন বা হায়াত। যখন তাদের সেই সুনির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে তখন তারা সেই সময়কে মুহূর্তের জন্যও আগেপিছে করতে পারবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৪৯

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।"-সূরা আল মুলক ঃ ২

মৃত্যুর সাথে হায়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য সংযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ○ (ال عمران : ١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।" -সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২

হায়াতের চরম লক্ষ্য হল, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা ও তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা। কাজেই কেউ যেন সে সকল আদেশ নিষেধের আনুগত্য না করে মৃত্যুবরণ না করে। যদি কেউ এর বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ বলতে ফরয, ওয়াজিব এবং হারামকে বুঝায়। তাই কি কি ফরয-ওয়াজিব ও হারাম আছে, তা আগে জানতে হবে।

আল্লাহ কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলেছেন ঃ

وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط (ال عمران : ١٨٥)

"হাশরের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পারিশ্রমিক পূর্ণ করে দেয়া হবে। যাকে দোযখের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে অবশ্যই সফল হবে।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন লোকের সংখ্যাই বেশি। এ উদাসীন লোকেরা ভুলেও মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে চায় না। তাই তারা আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করে, নিয়মিত ফরয ওয়াজিব লংঘন করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় না। তাদের কাছে সগীরাহ, কবীরাহ, শিরক, বেদআত কোনোটারই বালাই নেই। তারা একাধারে পাপ ও গুনাহ অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ-

"নিশ্চয় আপনার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।"

-সূরা আয যুমার ঃ ৩০

এ মৃত্যু থেকে কারো বাঁচার উপায় নেই। মানুষ নিদ্রার মাধ্যমে দৈনিক মৃত্যুর মত অবস্থার সম্মুখীন হয়। ঘুমের সময় বাহ্যিকভাবে শরীর থেকে

প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আর মৃত্যুর সময় শরীরকে প্রাণ থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'ভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ـ

"আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার প্রাণ হরণ করেন নিদ্রাকালে।"–সূরা আয যুমার ঃ ৪২

আলী (রা) বলেন ঃ নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে।

তিনি আরো বলেন ঃ নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমিষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

–মাআরেফুল কুরআন।

যাই হোক, ঘুম হলো ছোট মৃত্যু। তা থেকে বড় মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

❑

হাদীসে মৃত্যুর বিভীষিকাময় চিত্র

মৃত্যু সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ـ

(بخارى : باب سكرات الموت)

"মৃতের সাথে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। এর মধ্যে দুটি ফিরে আসে এবং একটি থেকে যায়। যে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়, সেগুলো হচ্ছে (১) মৃতের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন (২) মাল-সম্পদ ও (৩) আমল। কিন্তু তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং আমল কবরে থেকে যায়।"

এ হাদীস আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, কবর ও পরকালে নেক আমল ছাড়া আর কোনো কিছু সাথে যাবে না। আমরা সন্তান ও পরিবার এবং অর্থ-সম্পদকে ভালোবাসি—এর পেছনে সকল সময় ব্যয় করি, মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে চিন্তার সময় পাই না এবং নেক আমল ও কাজ করার সুযোগ পাই না। অথচ সেই অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সবাই কবর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবে আর যে জিনিস কবরে সাথে যাবে, সেই জিনিসের প্রতিই আমরা উদাসীন।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে, তার মালিক কে ? সাহাবায়ে কেরাম জওয়াব দেন, আমরা।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ওয়ারিস যে সম্পদের মালিক হয় সেটার আসল মালিক তো তোমরা নও। তোমরা ঐ সম্পদের মালিক যা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছো।"–বুখারী

এখন আমরা এ বিষয়ে একটি মহান হাদীস বর্ণনা করবো। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعْدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّمَا

عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَبِيَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الاَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأسَهُ
فَقَالَ : تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ
الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِيْ اِنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ ،
نَزَلَ اِلَيهِ مَلٰئِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوهِ ـ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ ،
مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوْطٌ مِّنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتّٰى
يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، وَيَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتّٰى
يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ : اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اُخْرُجِي اِلَى مَغْفِرَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ ، قَالَ : فَتَخْرُجُ فَتَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ
فِي السِّقَاءِ ، فَيَأْخُذُهَا ، فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوْهَا فِيْ يَدِهِ طَرْفَةَ
عَيْنٍ حَتّٰى يَأْخُذُوْهَا ، فَيَجْعَلُوْهَا فِيْ ذٰلِكَ الْكَفَنِ ، وَفِيْ ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ،
وَيَخْرُجُ مِنْهُ كَاَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ ، قَالَ :
فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا ، فَلاَ يَمُرُّوْنَ عَلَى مَلاَءٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلاَّ قَالُوْا : مَا
هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ ، بِاَحْسَنِ اَسْمَائِهِ
الَّتِيْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهُوا بِهَا اِلَى سَمَاءِ
الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ ، فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ
مُقَرَّبُوْهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ تَلِيْهَا حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهَا اِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِيْ فِي عِلِّيِّيْنَ
وَاَعِيْدُوْهُ اِلَى الْاَرْضِ فِيْ جَسَدِهِ ، فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ :
فَيَقُوْلاَنِ : مَنْ رَّبُّكَ ؟

فَيَقُوْلُ : رَبِّى اَللّٰهَ ،

فَيَقُوْلاَنِ : مَادِيْنُكُ ؟

فَيَقُوْلُ : دِيْنِى اَلْاِسْلاَمُ ،

فَيَقُوْلاَنِ : مَاهَذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟

فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ،

فَيَقُوْلاَنِ : مَا يُدْرِيكَ ؟

فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ ، وَاٰمَنْتُ بِهِ ، وَصَدَّقْتُهُ ،

فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِىْ ، فَأفرِ شُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَاَفْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا ، وَطِيْبِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، قَالَ : وَيَأْتِيْهِ رَجُلُ حَسَنُ الْوَجِهِ ، حَسَنُ الثِّيَابِ ، طَيِّبُ الرِّيْحِ ، فَيَقُوْلُ : اَبشِر بِالَّذِىْ يَسُرُّكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنتَ تُوْعَدُ ، فَيَقُوْلُ لَهُ : مَنْ اَنْتَ ، فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ ؟ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، فَيَقُوْلُ : رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةِ ، رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ ، حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَى اَهْلِىْ وَمَالِىْ،

وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اِذَا كَانَ فِىْ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِّنَ اْلاٰخِرَةِ ، نَزَلَ اِلَيْهِ مَلٰئِكَةٌ سُوْدُ الْوُجُوْهِ ، مَعَهُمُ الْمَسُوْحُ ، فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِىْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ يَاَيَّتُهَا النَّفسُ الْخَبِيْثَةُ ، اُخْرُجِىْ اِلَى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَغَضَبٍ ، فَتَفَرَّقَ فِىْ جَسَدِهِ ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنتَزَعُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ، فَيَأْخُذُهَا ، فَاِذَا اَخذَهَا لَمْ يَدْعُوْهَا فِىْ يَدِهِ طَرفَةَ عَيْنٍ

حَتَّى يَجْعَلُوْهَا فِيْ تِلْكَ الْمَسُوْحِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ جِيْفَ
وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا ، فَلاَ يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلَى
مَلاٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلاَّ قَالُوْا : مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الْخَبِيْثَةُ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلاَ
ابْنُ فُلاَنٍ ، بِاَقْبَحِ اَسْمَائِهِ الَّتِى كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى
يُنْتَهَى بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْتَفْتِحُ ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ "لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى
يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ" ـ(الاعراف : ٤٠)

فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ سِجِّيْنٍ ، فِى الْاَرْض
السُّفْلى، ثُمَّ تُطْرَحُ رُوْحَهُ طَرْحًا ، ثُمَّ قَرَاَ "وَمَنْ يُّشْرِكَ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَ
مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْ
ـ(الحج : ٣١)

فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ ، وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ،
فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَنْ رَّبُّكَ ؟
فَيَقُوْلُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَاَدْرِيْ ،
فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَادِيْنُكَ ؟
فَيَقُوْلُ : هَاه هَاه ، لاَاَدْرِى ،
فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟
فَيَقُوْلُ : هَاه هَاه ، لاَاَدْرِيْ ،

فَيُنَادِيْ مُنَادِيْ مِّنَ السَّمَاءِ : اَنْ كَذَبَ ، فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ
وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ ، فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا ، وَسَمُوْمِهَا ، وَيُضَيِّ
عَلَيْهِ قَبْرُهُ ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ، وَيَاْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ

قَبِيْحُ الثِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ ، فَيَقُوْلُ : اَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ ، فَيَقُوْلُ مَنْ اَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الْقَبِيْحُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ ؟ فَيَقُوْلُ : اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ ، فَيَقُوْلُ : رَبِّ لَاتُقِمِ السَّاعَةَ ۔

হযরত বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একজন আনসারী সাহাবীর জানাযার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা তাঁর কবর পর্যন্ত পৌছলাম। তখন পর্যন্ত তাঁকে কবরে শোয়ানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স) বসলেন। আমরাও তাঁর পাশে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। (অর্থাৎ আমরা একেবারেই চুপচাপ। এটি দাফনের সময় চুপ থাকা, শব্দ করে দোয়া ও যিক্‌র না করার প্রতি ইঙ্গিত) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে একটি লাঠি। তিনি লাঠির মাথা দিয়ে যমীনে আঘাত করেন। পরে তিনি উপরের দিকে মাথা তোলেন এবং বলেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবর আযাব থেকে পানাহ চাও। একথা তিনি দুই বা তিনবার বলেন। তারপর এরশাদ করেন, কোনো মু'মিন বান্দাহর যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে সাদা চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা নীচে নেমে আসেন। তাদের চেহারা সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল। তাঁদের সাথে থাকে বেহেশতের কাফন ও আতর। তাঁরা তার চোখের সীমানায় এবং মৃত্যুর ফেরেশতা মাথার কাছে বসেন।[১] তিনি বলেন, হে পবিত্র ও নেক আত্মা! তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আস। রূহ বেরিয়ে আসবে। কলসীর মুখ থেকে যেভাবে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে, রূহ সেভাবেই বেরিয়ে পড়বে। তখন ফেরেশতা রূহকে ধরবেন। রূহ হাতে নেয়ার পরে অন্যান্য ফেরেশতাগণ অনতিবিলম্বে তাকে উক্ত কাফন ও আতরের মধ্যে নিয়ে রাখবেন। সেই কাফন থেকে যমীনের সর্বোত্তম মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে। তারপর তারা তা নিয়ে ওপরে চলে যাবেন। তারা যখনই কোনো ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখনই ফেরেশতারা বলবে, এটা কোন্ উত্তম রূহ? বহনকারী ফেরেশতারা বলবেন, এটা অমুকের রূহ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় তার উত্তম নামের পরিচয় দেবেন। তারা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌছে গেইট খুলে দেয়ার আহ্বান জানাবেন। তখন গেইট খুলে দেয়া হবে। তারপর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা

১. সাধারণভাবে মৃত্যুর ফেরেশতাকে আজরাঈল বলা হয়। কিন্তু এ নামের কোনো ভিত্তি নেই। আসল নাম হচ্ছে, মৃত্যুর ফেরেশতা।

পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাবেন। ৭ম আসমান পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে। এরপর আল্লাহ্ আদেশ দেবেন, আমার বান্দাহর দফতর ইল্লিয়্যিনে লিখে রাখ[১] এবং তার আত্মাকে পুনরায় যমীনে তার দেহে ফেরত দিয়ে আস। তারপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন ঃ

'তোমার রব কে ?' আত্মা বলবে, 'আমার রব আল্লাহ্'। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দীন কি ? আত্মা বলবে, 'আমার দীন ইসলাম'। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের কাছে প্রেরিত এ লোকটি কে ?' আত্মা বলবে, 'তিনি আল্লাহর রাসূল।' তারপর জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কিভাবে তা জান ? 'আত্মা বলবে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং তা বিশ্বাস করেছি।'

এরপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বলবেন, 'আমার বান্দাহ ঠিক বলেছে, তার জন্য বেহেশতী বিছানা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের একটি দরজা খুলে দাও। সে বেহেশতের সুঘ্রাণ ও প্রশান্তি লাভ করবে। তার কবর নিজ চোখের দৃষ্টি সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।' রাবী বলেন, তার কাছে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন লোক আসবে। যার পরনে সুন্দর কাপড় ও শরীরে সুঘ্রাণ থাকবে। সে বলবে, 'তুমি সুখের সুসংবাদ গ্রহণ কর, এটা সেই দিন, যে দিন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। আত্মা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে, সুন্দর চেহারা নিয়ে যে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ ?' লোকটি উত্তর দেবে। 'আমি তোমার নেক আমল বা কাজ।' তারপর আত্মা ফরিয়াদ করতে থাকবে, 'হে আমার রব! কেয়ামত কায়েম কর ; কেয়ামত ঘটাও যেন আমি আমার পরিবার পরিজন ও মাল-সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি।'

পক্ষান্তরে বান্দাহ যদি কাফের হয় এবং দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয় তখন তার কাছে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা নাযিল হয়। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হয় এবং তার মাথার কাছে বসে আদেশ করে, হে হীন অপবিত্র আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের দিকে বেরিয়ে আস। তখন তার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশতারা আত্মাকে শরীর থেকে এমনভাবে টেনে বের করবে যেমনটি ভিজা পশম থেকে বাঁকা কাঁটা বিশিষ্ট লোহা টেনে বের করা হয়। বের করার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে পশমের তৈরি কাপড়ে রাখে। তা থেকে যমীনের সবচাইতে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতারা তাকে

কারোর মতে ইল্লিয়্যিন অর্থ ৭ম আসমান, যেখানে মোমেনের রূহ সংরক্ষণ করা হয়।

নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। যখনই কোনো ফেরেশতার দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখনই তারা প্রশ্ন করে, এ হীন ও অপবিত্র আত্মা কার? তখন ফেরেশতারা জবাবে বলে, সে অমুক ব্যক্তি, তাকে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম নামে পরিচয় করানো হবে। তারা দুনিয়ার আসমানের কাছে পৌছে গেইট খোলার আহ্বান জানাবে। কিন্তু গেইট খোলা হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন। "তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং না তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুঁই-এর ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তাদের বেহেশতে প্রবেশও সেরূপ অসম্ভব।" তারপর আল্লাহ বলবেন, তার দফতর সর্বনিম্ন যমীনের 'সিজ্জিনে' লিখে রাখ। তারপর তার আত্মাকে জোরে নিক্ষেপ করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন, "যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়। এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কিংবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে।"

পরে তার আত্মাকে দেহে ফেরত দেয়া হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় ও জিজ্ঞেস করে ঃ 'তোমার রব কে?' সে বলে, 'হায়, হায়! আমি জানি না।' 'তোমার দীন কি?' সে বলে, 'হায়, হায়! আমি জানি না।' তোমার কাছে প্রেরিত এ লোকটি কে? সে বলে, হায়, হায়! আমি জানি না।'

তারপর আকাশ থেকে একজন আওয়াজদানকারী আওয়াজ দিয়ে বলে, সে মিথ্যাবাদী। তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও, দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও, যাতে দোযখের তাপ ও বিষাক্ত হাওয়া আসতে পারে, কবর যেন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন একটা আরেকটার ভেতরে ঢুকে যায়। এরপর তার কাছে বিশ্রী চেহারা ও পোশাক পরিহিত দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক এসে বলবে, তুমি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের এ দুঃখের দিন তোমার জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুত। আত্মা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে, তোমার বিশ্রী চেহারা মন্দ জিনিস নিয়ে আসছে? লোকটি বলবে, আমি তোমার মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ (আমল)। তারপর আত্মা বলবে, হে রব! কিয়ামত সংঘটিত করো না। (সহীহ আল জামে' ১৬৭২ নং হাদীস, আল্লামা মোহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আল বানী। বর্ণনার সামান্য পার্থক্য সহকারে আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান ও আবু আ'ওয়ানা হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।')

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) মানুষের মৃত্যুকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। মানুষ নেক বা ঈমানদার হলে, তার মৃত্যু কত সহজ ও সুন্দরভাবে হয় এবং সেই

পুণ্যাত্মা কি পরম শান্তি ও মর্যাদা লাভ করে সে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে খারাপ ও পাপী বান্দাহর মৃত্যুর করুণ চিত্রটিও তিনি তুলনামূলকভাবে তুলে ধরেছেন। এ দুটি চিত্র সামনে রাখলে একজন বিবেকবান মুসলমান কিছুতেই মৃত্যুর ব্যাপারে বে-খেয়াল বা উদাসীন হতে পারে না।

যে ব্যক্তির মনে সর্বদা মৃত্যু ও পরকালের চিন্তা জাগরূক থাকে সে কখনো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা থেকে দূরে থাকতে পারে না। পারে না গুনাহ, অন্যায়, মন্দ ও অশ্লীল কাজে জড়িত থাকতে। তার জীবনে প্রতিদিন নেক কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং পাপের পরিমাণ কমতে থাকে। সে প্রতিটি কাজকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মাপকাঠিতে বিচার করে চলতে শিখে। তা না হলে তার ঈমানী যিন্দেগী মযবুত হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ ـ

"আদম সন্তান দুই জিনিসকে অপসন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে। অথচ মৃত্যু উত্তম মু'মিনের জন্য ফেতনা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। সে অল্প সম্পদকে অপসন্দ করে, অথচ অল্প সম্পদ পরকালের হিসেবের জন্য সুবিধেজনক।"[১]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক লোককে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ـ

"তুমি পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গুরুত্ব দাও। (১) বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবন, (২) অসুস্থতার আগে তোমার স্বাস্থ্য, (৩) অভাবের আগে তোমার সম্পদ, (৪) ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর সময় এবং (৫) মৃত্যুর আগে তোমার জীবন।[২]

১. আল এসতে'দাদ লিল মাওত– যাইনুদ্দিন আলী আল মোআব্বারী–মাকতাবা আত তোরাস আল ইসলামী–কায়রো, মিসর। সিলসিলাতিল আহাদীস আস সহীহা-নাসেরুদ্দিন আলবানী।

২. হাকেম।

এ হাদীসে মৃত্যু আসার আগে জীবনের সময়ের সদ্ব্যবহার সহ মোট ৫টি জিনিসের সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও অভাবী লোক ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় নেক কাজ করতে পারে না। অবসর সময়কে ভাল কাজে এবং মৃত্যুর আগের সময়কে কাজে লাগানো সৌভাগ্যের লক্ষণ।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ نَاطِقًا وَصَامِتًا -

"আমি তোমাদের মধ্যে সরব ও নীরব এ দুটো জিনিস রেখে গেলাম।"[১]

এখানে 'সরব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন পাঠ করার সময় শব্দ করে কুরআন পড়তে হয়। আর 'নীরব' বলতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। এটা এক নীরব সত্য। এ মৃত্যু নীরবে সবার কাছেই আসবে।

মহানবী (স) মানুষকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ -

"তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন যাপন করো যেন তুমি প্রবাসে আছ কিংবা পথিক মুসাফির অবস্থায় আছ।"–বুখারী

আহমদ এবং ইবনু মাজাহর হাদীসে আরো একটু বেশি আছে। আর তাহলো ঃ

وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ -

"এবং নিজেকে কবরের বাসিন্দা গণ্য কর।"

এ হাদীস দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এক পরিপূর্ণ দর্শন পেশ করে। কেউ প্রবাসে থাকলে নিজের মূল ঠিকানায় ফিরে আসার চিন্তায় থাকে। অনুরূপ মুসাফিরেরও চিন্তা। সফর এবং প্রবাস জীবন অস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনও তাই।

---

১. আল এসতে'দাদ লিল মাওত—যাইনুদ্দীন আলী আল মোআব্বারী–মাকতাবা আত তোরাস আল ইসলামী–কায়রো, মিসর।

মৃত্যুর ফেরেশতার তৎপরতা

মৃত্যুর ফেরেশতা নিজ দায়িত্ব পালনে সর্বদা তৎপর। তিনি নিজের দায়িত্ব পালনে খুবই সক্ষম। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আমি মে'রাজের রাতে অন্য একজন ফেরেশতার কাছ দিয়ে অতিক্রম করি এবং দেখি যে, তিনি এক চেয়ারের উপর বসা। তার দু' পায়ের মাঝখানে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল প্রাণী মওজুদ। তার হাতে একটি লিখিত ফলক। তিনি এর প্রতি তাকিয়ে আছেন। তিনি ডান-বাম কোনো দিকে তাকান না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! উনি কে ? জিবরীল বলেন, তিনি হচ্ছেন, 'মালাকুল মওত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আপনি কিভাবে যমীন ও সমুদ্রের সকল প্রাণীর রূহ হরণ করেন ? তিনি উত্তর দেন, আপনি কি দেখেন না, গোটা দুনিয়া আমার দু' হাঁটুর মাঝখানে, সকল সৃষ্টি আমার দু' চোখের অধীন এবং আমার দু' হাত পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো বান্দাহর হায়াত শেষ হয়ে গেলে আমি তার দিকে তাকাই। আমি যখন তার দিকে তাকাই তখন আমার সহযোগী ফেরেশতারা মনে করে যে, এখন তার রূহ হরণ করা হবে। তারপর তারা তার রূহ হরণ করতে যায়। তারা যখন গলা পর্যন্ত রূহটিকে নিয়ে আসে তখন তা আমি দেখি ও কোনো জিনিস আমার কাছে গোপন থাকে না। তখন আমি হাত বাড়াই ও তার দেহ থেকে রূহটিকে বের করে নিয়ে আসি।"–আত্ তায্কেরাহ ঃ ৭২ পৃঃ

ফেরেশতারা কিভাবে রূহ হরণ করেন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) সুন্দর একটি চিত্র বর্ণনা করেছেন ঃ "হারস বিন খাযরাজ আনসারী নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার নবী করীম (স) একজন আনসারী সাহাবীর মাথার কাছে মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখেন। তিনি বলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমার এ সাথীর প্রতি রহম করুন, তিনি মোমেন। মৃত্যুর ফেরেশতা জবাব দেন, আপনি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নিজ চোখকে শীতল রাখুন। জেনে রাখুন, আমি প্রত্যেক মোমেনের সাথে ভাল ব্যবহার করি। হে মুহাম্মাদ! আমি যখন আদম সন্তানের রূহ হরণ করি তখন তার পরিবারের কেউ চীৎকার করলে আমি ঐ রূহ সহ তাদের ঘরে অপেক্ষা করি এবং বলি, এ চীৎকারকারীর কি হল ? আল্লাহর কসম, আমরা কোনো যুলুম-অত্যাচার করিনি, নির্দিষ্ট সময়ের আগে তার রূহ হরণ করিনি এবং তাকদীরের লেখার চেয়ে তাড়াহুড়া করিনি। তার রূহ হরণের ব্যাপারে আমাদের অপরাধ কি ? আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকলে সওয়াব পাবে। আর যদি পেরেশান হও কিংবা অসন্তুষ্ট হও, তাহলে গুনাহ হবে। আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে

না। কিন্তু আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কাছে বারবার আসতে হবে। তাই সতর্ক হও, সাবধান হও। হে মুহাম্মাদ! আপনার পরিবারসহ জল-স্থল এবং সমভূমি ও পাহাড়ের এমন কোনো প্রাণী নেই যাদের সাথে আমি দিনে ও রাতে মিলিত হই না। আমি তাদের তুলনায় তাদের ছোট-বড় সকলকে বেশি জানি। আল্লাহর কসম হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি মাছির প্রাণও হরণ করতে পারি না।[১]

মৃত্যুর ফেরেশতা দিনে দু'বার বান্দার প্রতি নজর করে এবং তার হায়াত শেষ হয়েছে কিনা তা দেখে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ "যদি তোমরা মৃত্যু ও মৃত্যু সম্পর্কিত অবস্থাগুলো জানতে, তাহলে তোমরা উচ্চাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে না। এমন কোনো ঘর নেই যে ঘরের প্রতি মৃত্যুর ফেরেশতা দৈনিক দু'বার নজর না করে। ফেরেশতা যদি দেখে করোর জীবন শেষ হয়ে এসেছে তখন তার রূহ হরণ করে নিয়ে আসে। যদি তার পরিবারের সদস্যরা কাঁদে ও পেরেশান হয় তখন ফেরেশতা বলে, তোমরা কেন কাঁদ ও পেরেশান হও? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জীবন কমাইনি এবং না তোমাদের রিযক আটকিয়ে দিয়েছি। আমার কি ত্রুটি? আমাকে তোমাদের কাছে অবশ্যই আসতে হবে, তারপর আসতে হবে এবং আবারও আসতে হবে, যে পর্যন্ত তোমাদের একজনও অবশিষ্ট থাকে।"[২]

আল্লাহ বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَايُفَرِّطُوْنَ -

"এমন কি, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা নিয়ে নেয় এবং তারা বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি করে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১

মৃত্যুকে সবাই অপসন্দ করে। কারণ সবাই বাঁচতে চায়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ "আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন মূসা (আ)-এর কাছে আসেন তখন তিনি ফেরেশতাকে থাপ্পড় মারেন ও তাঁর চোখ কানা করে দেন। ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং বলেন, আপনি আমাকে এমন লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যিনি মৃত্যু চান না। আল্লাহ তাকে পুনরায় চোখ ফিরিয়ে দেন এবং বলেন ঃ তুমি তাঁকে গিয়ে বল, আপনি একটা বলদ গরুর পিঠে হাত রাখুন। তাঁর হাত যতগুলো পশম স্পর্শ করবে তিনি ততদিন

১. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমদ–৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ।
২. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমদ

হায়াত পাবেন এবং প্রত্যেক চুলের মুকাবিলায় এক বছর করে জীবন পাবেন। মূসা (আ) জিজ্ঞেস করেন, হে আমার রব! তারপর কি ? তিনি বলেন, তারপরও মৃত্যু। তখন মূসা (আ) বলেন, তাহলে এখনই। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেন যেন তাঁকে বায়তুল মাকদাসের কাছাকাছি মৃত্যু দেয়া হয় এবং পবিত্র জেরুসালেম শহর থেকে যেন তাঁর কবরের দূরত্ব পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান হয়। রাসূল (স) বলেন, আমি সেখানে থাকলে তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল বালুর স্তূপের কাছে তাঁর কবর দেখাতে পারতাম।–বুখারী

তিরমিযী শরীফে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত।' মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা (আ) পর্যন্ত প্রকাশ্যে মানুষের কাছে আসতো। মূসা (আ) থাপ্পড় দিয়ে তাকে কানা করে দেন। ... এরপর থেকে গোপনে আসেন।'

আল্লাহর নবী-রাসূল এবং ফেরেশতারাও মৃত্যু থেকে রক্ষা পান না। আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ দাউদ (আ) ছিলেন নিজ ইয্‌যত-সম্মানের ব্যাপারে সজাগ ও অভিমানী। তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে যেতেন। একদিন তিনি দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী সকালে হঠাৎ করে দেখেন যে, ঘরে একজন লোক। স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটিকে কে ঘরে প্রবেশ করিয়েছে ? দাউদ (আ) আসলে সে বিপদের সম্মুখীন হবে। দাউদ (আ) আসেন এবং লোকটিকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? লোকটি উত্তর দেন, আমি এমন এক ব্যক্তি, বাদশাহদেরকে ভয় করি না এবং পর্দাও আমার জন্য কোনো বাধা নয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তাহলে তুমি মৃত্যুর ফেরেশতা। ঘটনাস্থলেই ফেরেশতা দাউদ (আ)-কে জড়িয়ে ধরেন।–এহইয়া উলুমুদ্দিন ইমাম গাযালী।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) মানুষের সৃষ্টি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বনী আদমকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা সে উদ্দেশ্য থেকে গাফেল বা উদাসীন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি যখন মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতাকে বলেন, তার রিয্‌ক, হায়াত, মৃত্যু এবং ভালো ও মন্দ লিখ। তারপর ঐ ফেরেশতা উপরে চলে যান এবং অন্য একজন ফেরেশতাকে পাঠান। ব্যক্তি বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ ফেরেশতা তাকে হেফাজত করেন। তারপর আল্লাহ তার কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠান। তারা তার সওয়াব ও গুনাহ লেখেন। তারপর যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তার

রূহ হরণ করেন। কবরে প্রবেশ করানোর পর রূহকে তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। কবরের জন্য নির্ধারিত দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে পরীক্ষা করেন। তারপর তারা উপরে চলে যান। হাশরের দিন নেক কাজ ও পাপ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা তার আমলনামা তার গলায় ঝুলিয়ে দেন। তাদের সাথে একজন চালক এবং একজন স্বাক্ষীও উপস্থিত থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ - ق : ٢٢

"তুমি এর আগে গাফলতির মধ্যে ডুবে ছিলে। আমরা চোখের পর্দা খুলে দিলাম। আজ তোমার চোখ খুবই তেজ।"–সূরা কাফ ঃ ২২

তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন বলে কুরআনে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - انشقاق : ١٩

"তোমরা অবশ্যই এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায় অতিক্রম করবে।"
–সূরা ইনশিকাক ঃ ১৯

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, তোমরা কবরের প্রস্তুতি নাও। তোমাদের কবর প্রতিদিন তোমাদেরকে সাতবার ডেকে ডেকে বলে, হে দুর্বল বনী আদম! আমার সাথে সাক্ষাতের আগে তুমি তোমার নিজের উপর দয়া কর। তুমি কি তোমার উপর দয়া করছো এবং আমার কাছ থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছো ?[১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যমীন প্রতিদিন ৭০ বার ডেকে ডেকে বলে ঃ হে আদম সন্তান! তোমরা যা ইচ্ছা খাও। আল্লাহর শপথ, আমিও তোমাদের চামড়া এবং গোশত খাবো।[২]

সবাই কবরবাসী। তাই মূল বাসস্থানের ঠিকানা সংগ্রহ করতে হবে এবং সেজন্য ঈমান-আমলের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে হবে।

❒

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩, সৌদী আরব।
২. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩, সৌদী আরব।

মৃত্যু যন্ত্রণা

মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন। আত্মা যেরূপ শরীরের ভেতর থাকার কারণে এতদিন আমরা বহু আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস করেছি সেরূপ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক বিপরীত কষ্ট। সে কষ্ট সামান্য নয়, অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পার, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে। তাদের একদল লোক একটি কবরস্থানের কাছে আসে। তারা বলে, যদি আমরা দু' রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোআ করি তাহলে তিনি আমাদের জন্য একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেবেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দেবেন। তারা অনুরূপ করে দোআ করায় এক লোক কবর থেকে বের হয়। তার দু চোখের মাঝে সিজদার চিহ্ন। সে বললো, হে লোকেরা ! তোমরা কি চাও ? আল্লাহর কসম, আমি ১শ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছি, এখন পর্যন্ত আমার মৃত্যু যন্ত্রণার ধকল দূর হয়নি, তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ কর তিনি যেন আমাকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।[১]

মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-ও মুক্তি পাননি। এ যন্ত্রণা খুবই কঠিন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মৃত্যুকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল এবং তাতে পানি ছিল। তিনি তাতে হাত দিয়ে পরে নিজ চেহারা মোবারকে মুছতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আছে। তারপর দু' হাত তুলে বলেন, 'মহান বড় সাথীর সাথে।' তারপর রূহ চলে যায় ও হাত মোবারক নিচে নেমে পড়ে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর আর কারোর মৃত্যু যন্ত্রণাকে ছোট মনে করি না।[২]

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বান্দাহ অবশ্যই মৃত্যু যন্ত্রণার সম্মুখীন হবে। তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরকে সালাম জানাবে এবং বলবে ঃ তোমার উপর সালাম, কেয়ামত পর্যন্ত আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।[৩]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনি মৃত্যুকে

---

১. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমদ।

২. ঐ

৩. আত্ তাযকিরাহ,

কেমন পেয়েছেন ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু যেন গরম শিকের মধ্যে লাগানো ভিজা পশমের মত। তারপর তাকে টেনে বের করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, হে ইবরাহীম! আমি আপনার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করে দিয়েছি।[১]

মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে মূসা! আপনার কাছে মৃত্যু কেমন লেগেছে ? তিনি বলেন, আমার কাছে মৃত্যুকে এমন মনে হয়েছে যেন জীবিত পাখিকে গরম পানিতে সিদ্ধ করা হচ্ছে। পাখিটি মরে না, মরলে আরাম পেত এবং মুক্তি পায় না, তাহলে উড়ে চলে যেত।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমার কাছে মৃত্যুকে কসাই কর্তৃক জীবন্ত ভেড়ার চামড়া খোলার মত কষ্টদায়ক মনে হয়েছে।[২] এ দু' নবী মৃত্যু যন্ত্রণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা এরূপ হতে পারে। যদিও হাদীসে, নেক লোকের সহজ মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সেটা পাপীর তুলনায় সহজ। রাসূলুল্লাহ (স)-ও মৃত্যুর সময় নিজ মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখলেই মৃত্যু যন্ত্রণা বেড়ে যায়। তিনি বলেন ঃ আমার প্রাণ যার হাতে সেই সত্তার শপথ, মৃত্যুর ফেরেশতাকে একবার দেখা এক হাজার বার তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, 'সবচেয়ে সহজ মৃত্যু হলো, পশমে কাঁটা আটকে যায় এমন বন্য ফলের মত। কাঁটাযুক্ত ফলটিকে কি পশমবিহীন অবস্থায় টেনে বের করা যায় ?[৩]

হযরত ওমর (রা) শহীদ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও মৃত্যু যন্ত্রণার সময় বলেন ঃ ওমরের মা যদি ওমরকে প্রসব না করতো!—দৈনিক আল মদীনা-জেদ্দা-২১শে আগস্ট-২০০০

আরেক বর্ণনায় আছে, সৃষ্টি জগতের সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহ যখন মৃত্যুর ফেরেশতার রূহ হরণ করবেন তখন মৃত্যুর ফেরেশতা বলবে ঃ 'আপনার ইয্যতের কসম, আমি যদি মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে এখনকার মতো আগে জানতাম তাহলে আমি কখনও কোনো মোমেনের রূহ হরণ করতাম না।'[৪]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ রোগ-শোক ও ব্যথা-বেদনা—এসব হচ্ছে মৃত্যুর চিঠি ও দূত। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হন এবং বলেন ঃ হে বান্দাহ! আর কত

---

১. আত্ তায্কিরাহ,
২. ঐ
৩. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩ সংখ্যা, সৌদী আরব
৪. ঐ

খবর, আর কত দূত, আর কত চিঠি ? আমিই (এখন) সর্বশেষ খবর, আমার পরে আর কোনো খবর নেই। আমিই দূত, আমার পরে আর কোনো দূত নেই। তুমি হয় তোমার রবের ডাকে অনুগত হয়ে কিংবা অনিচ্ছা সহকারে সাড়া দাও। যখন বান্দাহর রূহ হরণ করা হয় এবং লোকেরা চীৎকার করতে থাকে তখন মৃত্যুর ফেরেশতা বলে ঃ তোমরা কার জন্য চীৎকার ও কান্নাকাটি করছো ? আল্লাহর কসম, আমি তার হায়াতের ব্যাপারে কোনো যুলুম ও অন্যায় করিনি এবং না তার জন্য নির্ধারিত রিযিকে ভাগ বসিয়েছি। বরং তার প্রতিপালকই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ক্রন্দনকারীর উচিত, নিজের জন্য কাঁদা। আমাকে তোমাদের কাছে বারবার আসতেই হবে যে পর্যন্ত না তোমাদের একজনও বাঁকী থাকে।[১]

---

১. আল এন্তে'দাদ লিল মাওত, যাইনুদ্দিন আলী আল মোআব্বারী, মাকতাবা আত তোরাস আল ইসলামী, কায়রো, মিসর। আল্লামা ওয়াহেদীর আল ওয়াসীত থেকে উদ্ধৃত।

মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি কি দেখে ?

মৃত্যু নিকটবর্তী হলে মানুষের পেরেশানীর কোনো শেষ থাকে না। কেননা, একদিকে দুনিয়ার মায়া এবং অন্যদিকে আপনজনদেরকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা দু' দিক থেকে শতগুণ কষ্ট ও যাতনার কারণ হয়। কিন্তু তারপরও তাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে ঈমান রক্ষার বিরাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। তার ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তানের বিরাট চক্রান্ত চলতে থাকে। সে চক্রান্তের মুকাবিলা করা বড় কঠিন। সঠিক ঈমান না থাকলে এবং আল্লাহর রহমত না হলে বেঈমান হয়ে মরার আশংকা আছে। নাউযুবিল্লাহ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে শয়তান এসে তার কাছে বসে। একজন ডান পাশে এবং একজন বাম পাশে বসে। ডান দিকের শয়তান ব্যক্তির বাপের চেহারায় আবির্ভূত হয় এবং বলে, হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি তোমাকে অনেক স্নেহ ও ভালোবাসতাম। তুমি খৃস্টান ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর, এটা হচ্ছে সর্বোত্তম ধর্ম। বাঁ দিকের শয়তান ব্যক্তির মায়ের চেহারায় আবির্ভূত হয় এবং বলে, হে আমার প্রিয় সন্তান! আমার পেট তোমার থাকার পাত্র, আমার দুধ তোমার পানীয় এবং আমার দু' উরু তোমার বিছানা ছিল। তুমি ইহুদী ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর, সেটা হচ্ছে সর্বোত্তম ধর্ম।

আল্লামা কুরতুবী[১] আবুল হাসান আল কাবেসীসহ অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। ইবলিস ঐ ব্যক্তির কাছে নিজ সাথীদেরকে লাগিয়ে রাখে। তারা ঐ সময় তাঁর কাছে আসে এবং দুনিয়ায় তার হিতাকাংখী মৃত লোক যেমন মা, বাপ, ভাই-বোন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আকৃতিতে হাযির হয়ে বলে, আমরা আগে মৃত্যুবরণ করেছি আর তুমি এখন মরতে যাচ্ছ, তুমি 'ইহুদী ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর। সেটা আল্লাহর মনোনীত দীন। যদি সে তা অস্বীকার করে তখন তার কাছে অন্য একদল আসে এবং বলে, তুমি খৃস্টান হয়ে মর। কেননা, ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে মূসা (আ)-এর দীনকে রহিত করা হয়েছে। তারা তার কাছে সকল মিল্লাতের আকীদা-বিশ্বাস পেশ করবে। তখন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। একথাই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج

---

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩ সংখ্যা, সৌদী আরব।

"হে আমাদের রব! আমাদের অন্তরকে হেদায়াত দানের পর পুনরায় গোমরাহ্ করো না এবং তোমার কাছ থেকে রহমত নাযিল কর।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮

অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদের অন্তরকে গোমরাহ্ করো না, অথচ এর আগে আমাদের অন্তরকে হেদায়াত দিয়েছ। আল্লাহ্ কোনো বান্দাহকে হেদায়াতের উপর টিকিয়ে রাখতে চাইলে তার জন্য রহমত পাঠান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি জিবরীল (আ)-কে পাঠান এবং তিনি শয়তানকে তাড়িয়ে দেন। তিনি ব্যক্তির মুখের কালিমা মুছে দেন এবং মুর্দার মুখে তখন মুচকী হাসি ফুটে ওঠে। এমতাবস্থায় আমরা বহু লোককে মুচকী হাসতে দেখি। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিন ? আমি জিবরীল। তারা হচ্ছে তোমার দুশমন, শয়তান, তুমি ইসলামী শরীয়ার উপর মৃত্যুবরণ কর। তখন মানুষের কাছে জিবরীলের মতো এত আনন্দদায়ক আর কেউ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য ঃ

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً -

"তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য রহমত নাযিল কর।"

তারপর তার রূহ হরণ করা হয়।[১]

জিবরীল রহমতের ফেরেশতা। আল্লাহর রহমত নাযিলের দোআর মধ্যে জিবরীলের নাযিল হওয়াও অন্যতম রহমত।

❐

১। মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩ সংখ্যা, সৌদী আরব।

মৃত্যুর আপোষহীন অজানা পথসমূহ

সব মানুষ ও প্রাণী নিজের অজান্তে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলছে। মানুষ মৃত্যুমিছিলের নীরব যাত্রী। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সবাইকে ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। কেউ জানে না কার কোথায় এবং কিভাবে মৃত্যু হবে।

দুনিয়া হচ্ছে মুসাফিরখানা। আমরা সবাই মুসাফির ও সরাইখানার যাত্রী। এক মঞ্জিল-দু' মঞ্জিল করে ধাপে ধাপে আমরা মঞ্জিলে মকসুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। শেষ মঞ্জিলে পৌঁছার বেশি বাকী নেই। দুনিয়ার নির্দিষ্ট কয়টি দিন এখানে কাটিয়ে দিয়ে সবাইকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে।

জীবনকে দিনের সাথে তুলনা করা যায়। শিশুকালকে ভোর বেলা, বাল্য ও কিশোরকালকে সকাল বেলা, যৌবনকালকে দুপুর বেলা, প্রৌঢ়কালকে বিকেল বেলা এবং বৃদ্ধকালকে সন্ধ্যাবেলা বলা যায়। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই জীবন সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটে। এখন যে যে বেলায় অবস্থান করছে, স্বাভাবিকভাবেই তাকে পরবর্তী বেলায় পা রাখতে হচ্ছে। জীবন সন্ধ্যায় পৌঁছার ক্ষেত্রে মাঝপথে এক্সিডেন্ট হলে আগেই চলে যেতে হয়। তখন স্বাভাবিকতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ রকম কত লক্ষ-কোটি মানুষ স্বাভাবিক ধারা ভঙ্গ করে শেষ মঞ্জিলে অগ্রিম পৌঁছে যাচ্ছে।

মানুষের মৃত্যুর স্থান ও সময় জানেন শুধু আল্লাহ রব্বুল আলামীন। মানুষ তা জানে না বলেই অসতর্ক আছে। জানলে সর্বাধিক সতর্ক থাকতো। তখন এমন হতো যে, মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদাতেই মশগুল থাকতো এবং কিছুতেই সময় নষ্ট করতো না। এমন কি এক সেকেন্ডও না। যেহেতু সময় যে সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টার মধ্যে সীমিত। বরং বিষয়টা আরো উল্টো হতো। তখন যদি দুনিয়াবী কাজের ফযীলত এবং সওয়াবের কথা বলা হতো, তথাপি মানুষ বর্তমানের আখেরাত বিমুখতার মতো দুনিয়াবিমুখ থাকতো।

মৃত্যুকে ঠেকাতে পারলে মানুষের সবচেয়ে বড় বিজয় হতো। কিন্তু তাকে ঠেকানো যায় না বলেই মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়। আসুন, এখন আমরা মৃত্যুর বিভিন্ন বাস্তব অবস্থা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করি।

আমরা সবাই বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে আরোহণ করি। বাসে মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণিত একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন। একদিনের ঘটনা। বাসে আরো অনেক যাত্রী আছে। চালক বাসের সামনে সাদা কাপড় পরা একটি লোককে ছুটাছুটি করতে দেখে অস্বস্তিবোধ করে এবং বাস থামায়। কিন্তু বাস থামানোর

পর সামনে কাউকে দেখা যায়নি। চালক তার আসনেই বসা। এবার বাস ছাড়ার কথা, কিন্তু চালক বাস ছাড়ছে না, নিজ আসনেই বসে আছে। একজন যাত্রী চালককে হাত দিয়ে নাড়া দেয়ায় তিনি আসন থেকে পড়ে যান। কি হল ? তিনি মারা গেছেন। কেন এমন হল, একটু ভেবে দেখা দরকার। এখন শুধু চালকের মৃত্যুই নির্ধারিত ছিল, অন্যদের নয়। তাই বাস থামানো দরকার ছিল, যাতে অন্যরা মারা না যায়।

অবশ্য এ জাতীয় ঘটনা খুবই দুর্লভ। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে মৃত্যু বিস্মৃত লোকদেরকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

এবার আরেকটি বাস্তব ঘটনা শুনুন সম্ভবতঃ ১৯৯০ সনে তায়েফের এক হাসপাতালে এক ডাক্তার এক রোগীর অপারেশন করছেন। অপারেশন অর্ধেক হয়েছে আর অর্ধেক বাকী। এমন সময় ডাক্তারের মাথা ব্যথা শুরু হয়। সাথে সাথে তিনি মারা যান। অন্য ডাক্তার এসে রোগীর অবশিষ্ট অপারেশন শেষ করেন। স্বাভাবিকভাবে যার বাঁচার কথা তিনি মরে গেলেন এবং যার মরে যাওয়ার কথা তিনি বেঁচে গেলেন।

রোগের চিকিৎসা ও বাঁচার জন্য মানুষ হাসপাতালে যায়। অথচ হাসপাতালের চেয়ে বেশি লোক অন্য কোথাও মারা যায় না। বরং যে ডাক্তাররা রোগীদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেন, তারাতো কেউ বেঁচে থাকতে পারেন না। তারাও সবাই মৃত্যুমিছিলের নীরব যাত্রী। কিন্তু মৃত্যুর শিক্ষা ক'জন গ্রহণ করে ?

আপনি হয়তো রাজনীতিবিদ বা ছাত্র রাজনীতি করেন। আপনার ওপর আক্রমণ কিংবা সশস্ত্র আক্রমণ করতে পারে। এতে কি অহরহ লোক মারা যাচ্ছে না ? আপনি কি এ জাতীয় মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবেন ? কই তারা কি রাজনীতিতে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করছেন ?

আপনি হয়তো খানা খাচ্ছেন। হঠাৎ করে বুকে ঠেকে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। কত লোক অতীতে এভাবে মারা গেছে, সেই হিসেব তো কারোর কাছে নেই। আপনি যে এভাবে মারা যাবেন না, তার কি নিশ্চয়তা আছে ? সব বন্ধ করতে পারলেও খাওয়া কি বন্ধ করা যাবে ? খানা খেয়ে কি আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করি ?

ধরুন, আপনি বন্ধুর সাথে ঠাট্টা করছেন, বন্ধু আপনার গলায় গামছা লাগিয়ে টান দিল, তাতে আপনি মারা যেতে পারেন। ১৯৮০-এর দশকে এ রকম একটি ঘটনা মক্কা শরীফের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে সংঘটিত হয়।

পুলিশেরও মৃত্যু হতে পারে। পুলিশ সর্বদা সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে তাদের পাল্টা গুলীতে মারা যেতে পারে। নিজের বন্দুকের গুলীতেও ভুলে নিজে মারা যেতে পারে। অপরদিকে, মিলিটারীও তো হাতের মধ্যে যে কোনো সময় কামান-গোলার আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যেতে পারে। সৌদী আরবে তন্দ্রাচ্ছন্ন একজন পুলিশের নিজস্ব বেয়নেটের আঘাতে নিজেই আহত হওয়ার ঘটনাও বাস্তব সত্য। মৃত্যুর মালিককে আমরা কি যথার্থ স্মরণ করি ?

আপনি আনন্দ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটছেন। হঠাৎ করে স্রোতের বেগে ভেসে গিয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারেন। ১৯৮০ সনে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানে। আমরা কি আল্লাহর শক্তিকে ভয় করি ?

মহিলারা মৃত্যু শোভাযাত্রার অংশীদার। প্রসবকালীন সময়ে কত শত শত প্রসূতি মারা গেছে। আজও তো নারীর সেই পথে মৃত্যুযাত্রা বন্ধ হয়নি। তাহলে, নারীরা কি নিজেদের জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে ?

আপনি বিদেশ সফরের উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করেছেন। হঠাৎ করে বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যেতে পারেন। প্রতি বছর কত শত শত মানুষ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে। আপনি কি তা থেকে নিরাপদ ? তাহলে, আপনি কখন স্রষ্টাকে ভয় করে তার আইন মেনে চলবেন ?

আপনি ফল পাড়ার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে গাছে কিংবা উঁচু খুঁটিতে আরোহণ করেছেন। হঠাৎ করে পড়ে মারা যেতে পারেন। এ পথে কি মানুষ মারা যাচ্ছে না ? আপনি যদি সেভাবে খালি হাতে মারা যান, তখন কি নিয়ে আল্লাহর কাছে মুখ দেখাবেন ?

অথবা বিদ্যুতের স্পর্শ লেগে সাথে সাথে অগণিত লোক মরে যাওয়ার খবরতো নিশ্চয়ই অবাস্তব নয়। আমরা এখন বিদ্যুতের জগতেই বাস করি। নিরাপত্তা কোথায় ? যেখানে নিশ্বাসের বিশ্বাস নেই, সেখানে আমরা কিভাবে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারি ?

রেল ও গাড়ী দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা যাচ্ছে। আমাদের সবাইকে ট্রেন ও গাড়ীতে করে সফর করতে হয়, অথবা সাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে গাড়ী এসে চাপা মেরে চলে যেতে পারে। এমনকি ফুটপাথে হাটলেও নিরাপত্তা কোথায় ? পেছন দিক থেকে একটা গাড়ী এসে আপনাকে চাপা দিতে পারে। এ রকম ঘটনারও বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। তারপরও যদি

আমাদের চোখ না খোলে, তাহলে আর কবে খুলবে এবং কবে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবো ?

বৃদ্ধ হলে, মৃত্যুর ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে না। যে কোনো সময় শেষ ডাক আসতে পারে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধলোক মারা যাচ্ছে। আপনি বৃদ্ধ হলে, মৃত্যু থেকে বাঁচবেন কিভাবে ? তারপরও অনেক বৃদ্ধ এখনও আল্লাহর নির্দেশ পালনে অলসতা করে।

ধরুন, আপনি ঘুমিয়ে আছেন। বেঁচে থাকার জন্য ঘুমের প্রয়োজন। কিন্তু ঘুম তো আবার চিরনিদ্রার কারণও হয়। অনেকে ঘুম থেকে আর জাগতে পারে না। কবরে গিয়েই জাগে। দুনিয়াতেই যদি আমাদের বিবেক জাগে, তাহলে কতই না ভাল হয়।

অথবা আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত। স্নেহ-চর্বি এবং কলেস্টরেল মেপে মেপে খাচ্ছেন। তারপরও একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল, হৃদয়তন্ত্রীতে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আপনার শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেছে। এভাবে কি হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে না ? আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিন।

তাছাড়া ক্যান্সার, এইড্স ও কলেরা—বসন্তসহ আরো বহু রোগে হঠাৎ করে বহু মানুষ চিরবিদায় নিচ্ছে। আমরা তো যে কোনো সময় এ জাতীয় কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যেতে পারি। তাহলে, আমরা কি ভাবছি ? আমরা অন্যের কল্যাণ চিন্তা করলেও নিজের ভাল নিয়ে চিন্তা করি না। আল্লাহ আমাদেরকে চেতনা দিন।

রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ আরো কত রোগে অহরহ মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কেন মৃত্যুর ব্যাপারে বেপরোয়া ? কেন আমরা আল্লাহর হুকুম থেকে গাফেল ?

ঘূর্ণিঝড়ের উদাহরণই নেয়া যাক। আনন্দঘন মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ে যদি ঘর ভেঙে যায় তখন ঘরের নীচে পড়ে মারা যাওয়া শুধু মুহূর্তের ব্যাপার। কিংবা ভূমিকম্প শুরু হলো। ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা ভেঙে সাবাড় করে ফেললো। তখন বাঁচার প্রশ্ন কোথায় ? অথবা বন্যা আসলো। বান ভাসিতে মানুষ ও ঘর-বাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তখন কিভাবে বাঁচা যাবে ? মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু পরবর্তী সুখের জন্য কখন চেষ্টা করবো ?

আপনি ভাল মানুষ। ঘরের বাইরে কাজ করছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে বজ্রপাতে আপনার ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।

আপনি নির্বিঘ্নে নিজের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। হঠাৎ করে কোনো বিষাক্ত সাপ এসে আপনাকে কামড় দিল। আপনার মতো বহু লোক সাপের দংশনে জীবন দিচ্ছে।

মনে করুন, আপনি ধনী লোক। ঘরে টাকা-পয়সা প্রচুর আছে। হঠাৎ করে ঘরে চোর-ডাকাত ঢুকলো। তাদের বুলেট কিংবা ছুরির আঘাতে আপনি মারা যেতে পারেন। কত ধনী এভাবে প্রাণ দিচ্ছে। এভাবে চোর-ডাকাতও পাল্টা আক্রমণে কত মারা যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা কি আপনাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করছেন ?

যদি আপনি গরীবও হন। তথাপি মৃত্যু থেকে বাঁচার পথ কই ? অভাব-অনটন এবং চিকিৎসার অভাবে আপনি এমনিতেই আধামৃত। যে কোনো সময় মৃত্যু সাথে লেগে আছে। তবুও মৃত্যুর চিন্তা অনুপস্থিত কেন ?

আপনি সুন্দরী যুবতী। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু আপনার মতো লক্ষ কোটি যুবতীর রূপ-লাবণ্য মাটিতে মিশে গেছে। আপনি কি মুসলিম রমণীর ঈমানী দায়িত্ব পালন করছেন ?

যৌতুকের অভাবে কত স্ত্রী স্বামীর মার ও লাঠির আঘাতে সাথে সাথেই প্রাণ হারাচ্ছে। সাংসারিক সমস্যার কারণেও অনেককে নিষ্ঠুরভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু নারী কি মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখে ? এছাড়াও ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা মিটানোর জন্য এসিড নিক্ষেপ করে হত্যা করা হচ্ছে অনেক মেয়েকে। নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে কি কম মেয়ে মারা যাচ্ছে ? মৃত্যুকে স্মরণ করে মহিলারা কি পর্দা পালনসহ আল্লাহর হুকুম পালন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ?

ধরুন, আপনি যুবক। আরো অনেকদিন বাঁচবেন বলে আশা করছেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখেছেন কি, আপনার মতো কত লক্ষ যুবক কবরে শুয়ে আছে ? যুবকরা কি নিজেদের যৌবনে ইসলামের দাবী পূরণ করছেন ? অথবা আপনার ফুলের মত সুন্দর শিশু বড় হয়ে আপনার সংসারে সুখের জোয়ার আনবে। কিন্তু কত লক্ষ লক্ষ শিশু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, তা কি ভেবে দেখার দরকার নেই ? আপনি কি শিশুকে ঈমান-ইসলামের উপযুক্ত শিক্ষা দান করছেন ? না করলে, মৃত্যুর পর কি জবাব দেবেন ?

আরো ধরুন, যে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচার সব উপায় দিয়েছেন, বিচিত্র নয় যে, তিনি একদিন সেগুলো প্রত্যাহার করতে পারেন। বাতাসে অক্সিজেন আছে বলে আমরা শ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন নেই। কিন্তু তিনি

যদি কোনোদিন তা তুলে নেন কিংবা তিনি যদি খরা ও অনাবৃষ্টি বাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করেন, তখন আমরা কিভাবে বাঁচবো? অথবা তাপমাত্রা কিংবা ঠাণ্ডার মাত্রা যদি পরিমাণের চেয়ে আরো একটু বাড়িয়ে দেন, তাহলে মৃত্যু বিস্মৃত মানুষগুলো কিভাবে বাঁচবে? এজন্য কি তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা জরুরী নয়?

মৃত্যুর জগত বিচিত্র। মানুষ বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরণ করছে। কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার সাথে সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম প্রথম দুই-চারদিন পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন শোকে-দুঃখে মর্মাহত থাকে। ৩০/৪০ দিন পর্যন্ত মৃতের স্মৃতিচারণ করে। অনেকে এসে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু তারপর মৃতের দুঃখ মুছে যায়। শুরু হয় মৃতকে ভোলার পালা। তারপর সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন মৃতের জন্য থাকে কি? যা থাকে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে। সবাই ভুললেও যে জিনিসটি কাজে আসবে কিংবা এর ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে সে জিনিসের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। কারণ, তখন সকল আপনজন পর হয়ে যাবে এবং একমাত্র কাজে আসবে তার রেখে যাওয়া কিছু আমল। সেই আমলগুলোর ব্যাপারে আমাদের সবাইকে জীবিত অবস্থায় ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে। এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

❐

যে সকল অবস্থায় নেক মৃত্যু হয়

মানুষ মাত্রই মরণশীল। সকল মৃত্যু কাম্য নয়। যে মৃত্যু কাম্য সে মৃত্যুর জন্য চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) নেক মৃত্যুর কিছু অবস্থা বা আলামত বর্ণনা করেছেন। সেই সকল আলামতের কোনো একটা বা একাধিক আলামত থাকলে বুঝতে হবে যে, বান্দাহর নেক মৃত্যু হবে। নেক মৃত্যু বলতে বুঝায়, মৃত্যুর আগে আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে দূরে থাকার তওফীক লাভ করা, অন্যায় ও গুনাহ থেকে তওবা করা এবং নেক কাজ করার সুযোগ লাভ করা। এ মর্মে আনাস বিন মালেক নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهٖ خَيْرًا اِسْتَعْمَلَهٗ قَالُوْا كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهٗ ؟ قَالَ يُوَفِّقُهٗ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهٖ ـ

"আল্লাহ কারো কল্যাণ চাইলে তাকে দিয়ে কিছু কাজ করান। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে কাজ করান ? তিনি জবাবে বলেন, তাকে মৃত্যুর আগে নেক আমলের তওফীক দেন।"—আহমদ, তিরমিযী, হাকেম।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর আগে নেক আমল করা গোটা পারলৌকিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ যাদেরকে তওফীক দেন তারাই এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। ভাল মৃত্যুর লক্ষণ বলতে বুঝায়, মৃত্যুর সময় আল্লাহর সন্তোষ লাভের সুসংবাদ এবং আল্লাহর অনুগ্রহে নিজ মর্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জনের চিহ্ন ও ইঙ্গিত লাভ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।"—সূরা হা-মীম-সাজদা-৩০।

এ সুসংবাদ মৃত্যু শয্যায় শায়িত মোমেন ব্যক্তিকে দেয়া হয়, তাকে কবরে এবং হাশরের ময়দানে ওঠার সময়ও একই সুসংবাদ দেয়া হবে। মৃত্যু শয্যায় সুসংবাদ দানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ○

"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার পালনকর্তার দিকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আস, আমার বান্দাহদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার জান্নাতের মধ্যেও।"
–সূরা আল ফজর ঃ ২৭-৩০

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সকল লক্ষণ এক বা একাধিক দেখা গেলে এটা জরুরী নয় যে, তিনি অবশ্যই বেহেশতী হবেন। বরং এটা একটা সুখবর। অনুরূপভাবে, কোনো মৃতের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনোটা দেখা না গেলে, তিনি যে নেক লোক নয়, এমন ধারণা করাও ঠিক নয়। চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ্। লক্ষণগুলো কিন্তু ফায়সালা নয়, সেগুলো হলো ভালো ও কল্যাণের লক্ষণ। এখন আমরা সে সকল আলামত-গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

১. কালেমা উচ্চারণ করা

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"মৃত্যুর সময় যার মুখে 'কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শেষ বাক্য হিসেবে উচ্চারিত হবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"–আবু দাউদ এবং হাকেম।

কালেমা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করাই কাম্য। তবে মনে মনে উচ্চারণ করলেও হয়তো এ হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভ করা যাবে।

২. শাহাদাত লাভ করা

(ক) আল্লাহর বাণী বুলন্দ করা এবং ইসলামের হেফাযত ও তা কায়েম করার জন্য কেউ জান দিলে, অর্থাৎ নিহত হলে, তাকে শহীদ বলা হয়। শাহাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মৃত্যু নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ

بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ اَجْرَالْمُؤْمِنِيْنَ ○

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা তাদের রবের কাছে চিরজীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে যে দয়া ও করুণা দান করেছেন, তা পেয়ে তারা আনন্দিত। তারা তাদের পরবর্তী ঐ সকল লোকদের ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট হবে না জেনেও খুশী যারা এখনও এসে তাদের সাথে মিলেনি। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও করুণা লাভ করে খুশী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের পুরস্কার নষ্ট করবেন না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ ـ

"কেউ আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করলে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"–মুসলিম

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাদের শাহাদাত নির্ভেজাল ও এখলাসপূর্ণ হলে এবং মানুষের লেন-দেন অবশিষ্ট না থাকলে, শহীদরা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবেন, এর মধ্যে তেমন কোনো অন্তরায় আছে বলে মনে হয় না। কেননা, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুশমনের হাতে নিজের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু—জীবন দিয়ে দিয়েছেন।

খ. "জিহাদের জন্য মুসলিম ঘাঁটি ও সীমান্তে পাহারাদানরত অবস্থায় মারা যাওয়া নেক মৃত্যুর লক্ষণ।" সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَّقِيَامِهٖ ، وَاِنْ مَّاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ ـ

"এক রাত ঘাঁটি ও সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাসের নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার নেক

আমল ও রিযক চালু থাকবে এবং পরীক্ষাকারীর (মুনকির-নাকীর) ফেতনা ও পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকবে।"–মুসলিম

ফোদালা বিন ওবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেন ঃ 'সকল ব্যক্তিকে তার আমলের উপর মৃত্যু দেয়া হবে। কিন্তু ইসলামী জেহাদের ঘাটি ও সীমানা পাহারাদানকারীর অবস্থা তা থেকে ভিন্ন হবে। তার আমল কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকবে।"–আবু দাউদ, তিরমিযী

এছাড়াও শহীদী রূহ হরণের সময় মশার কামড়ের মতো কষ্ট, প্রথম ফোঁটা রক্ত প্রবাহের সাথে সাথে গুনাহ্ মাফ, তাজের টুপি পরানো, ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য সুপারিশ, আল্লাহর আরশের নীচে উজ্জ্বল বাতি হিসেবে ঝুলতে থাকা ও সবুজ পাখীর অবয়বে বেহেশতের গাছের ফল-ফলাদি খেতে থাকবে।

৩. আল্লাহর পথে কিংবা হজ্জের এহরাম পরা অবস্থায় মৃত্যু

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীস আছে। তিনি বলেন ঃ

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

"যে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে আল্লাহর রাস্তায় মারা যায়, সেও শহীদ।"–মুসলিম, আহমদ

এ হাদীসে দীনের কারণে দুশমনের হাতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ এবং আল্লাহর রাস্তায় মৃত ব্যক্তিকেও শহীদ বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাস্তায় বলতে, জেহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর কাজে স্বাভাবিক মৃত্যুকেও বুঝাবে।

হজ্জের ইহরাম পরিধান অবস্থায় উটের পিঠ থেকে পড়ে মরে যাওয়া হাজী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِغْتَسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ـ

"তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ের (এহরামের দু' কাপড়) মধ্যে কাফন দাও। তার মাথা ঢেকো না। (এহরামের

সময় মাথা খোলা থাকে) সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়া অবস্থায় উপস্থিত হবে।"–মুসলিম হাদীস নং ঃ ১২০৬

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, এটিও আল্লাহর পথে মৃত্যু। তাই এ মৃত্যুগুলোর মর্যাদা শহীদের মতই মহান। হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হওয়ার পর হজ্জ আদায় করার আগে পথে মারা গেলে সে মৃত্যু অবশ্যই নেক মৃত্যু।

৪. মৃত্যুর আগের সর্বশেষ কাজ হবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাত

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ -(احمد)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে এবং মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখে ও মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান সদকা করে এবং মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এ হাদীসে নেক কাজ তথা ইবাদাত ও আনুগত্যের কাজ করার পরপর কেউ যদি মারা যায় তাকে জান্নাতী বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নেক কাজের পরপরই মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সর্বদা নেক কাজ করা দরকার এবং বেশি বেশি নেক কাজ করা দরকার যেন নেক কাজ করা অবস্থায় কিংবা নেক কাজটি শেষ হওয়ার পরপরই মৃত্যু আসে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করলে তাকে মধুময় করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, মধুময় করার অর্থ কি ? তিনি বলেন। তার মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের দরজা খুলে দেন এবং এর উপর মৃত্যু দান করেন।'–আহমদ

৫. চারটি জিনিসের প্রতিরক্ষার কারণে মৃত্যু

ইসলামী শরীআত চারটি জিনিসের হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছে। এ চারটি জিনিসের হেফাযতের বা প্রতিরক্ষার কারণে যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু অবশ্যই ভাল। সেই চারটি জিনিস হচ্ছে ঃ ১. দীন, ২. জীবন, ৩. মাল-সম্পদ এবং ৪. পরিবারের ইয্যত-সম্মান।

এ প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

(ابو داود : ٤٧٧٢)

"যে ব্যক্তি নিজ মাল-সম্পদের হেফাযতের কারণে নিহত হয় সে শহীদ ; যে নিজ পরিবারের ইয্যত-সম্মান রক্ষার জন্য মারা যায় সে শহীদ ; যে নিজ দীন রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে নিজ জীবন রক্ষার জন্য নিহত হয় সেও শহীদ।"–আবু দাউদ ঃ ৪৭৭২ নং হাদীস এবং তিরমিযী ১৪১৮ এবং ১৪২১ নং হাদীস

৬. নিম্নলিখিত সংক্রামক রোগগুলোর শিকার হয়ে ধৈর্য ও সওয়াবের নিয়ত সহকারে মারা যাওয়া

ক. প্লেগ রোগ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"প্লেগ রোগ সকল মুসলমানের জন্য শাহাদাত।"–বুখারী ও আহমদ

খ. বসন্ত ঃ রাশেদ বিন হোবাইস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْاَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءُ شَهَادَةٌ وَالسَّلُّ شَهَادَةٌ ـ(احمد)

"মুসলমান নিহত হওয়া শাহাদাত, প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া শাহাদাত, সন্তান প্রসবকালীন সময়ে মায়ের মৃত্যু এবং বসন্তের কারণে মৃত্যু শাহাদাত।"–আহমদ

গ. পেটের অসুখ ঃ ডাইরিয়া, কলেরা বা আমাশয় জাতীয় পেটের অসুখের কারণে মৃত্যুবরণ ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَنْ مَّاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ(مسلم)

"যে ব্যক্তি পেটের অসুখে মারা যায়, সে শহীদ।"–মুসলিম

এ যুগে সৃষ্ট অন্যান্য নতুন মহামারী রোগ-শোকও উপরোক্ত মহামারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এগুলো সব শহীদের অন্তর্ভুক্ত।

৭. সন্তান প্রসবকালীন সময়ে স্ত্রীর মৃত্যু

হযরত ওবাদাহ বিন সামেত থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَالْمَرْاَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءُ شَهَادَةٌ - يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ اِلَى الْجَنَّةِ - (احمد)

“সন্তান প্রসবকালীন সময়ে মায়ের মৃত্যু শাহাদাত। নাভী সংযুক্ত সন্তান মাকে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।”

৮. পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও কোনো কিছু ভেঙে পড়ে মৃত্যুবরণ করা

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ ، اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ -

“পাঁচ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগে মৃত্যু, পেটের অসুখে মৃত্যু, পানিতে ডুবে ও কোনো কিছু ভেঙে বা ধ্বসে পড়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ।
–তিরমিযী ঃ ১০৬৩ এবং মুসলিম ঃ ১৯১৫নং হাদীস

এ হাদীসে ৪ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ৫ম ব্যক্তির মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ব্যক্তিও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা।

হযরত জাবের বিন ওতাইক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর পথের শহীদ ছাড়াও আরো ৭ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগ রোগে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু, ফুসফুসের চারদিকে ঘেরা পর্দার উপর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্য, পেটের অসুখে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, কোনো কিছু ধ্বসে বা ভেঙে পড়ে মৃত্যু এবং সন্তান প্রসবকালীন সময়ে মৃত্যুবরণকারী মহিলা শহীদ।”–আহমদ, আবু দাউদ ৩১১নং ; নাসায়ী ও হাকেম। হাদীসটি হচ্ছে এরূপ ঃ

اَلشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيْدٌ وَالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدَةٌ -

এ হাদীস অনুযায়ী ফুসফুস ক্যান্সারসহ অন্য সকল ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস ও লিভার অকেজো হওয়া এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীরাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

৯. জুম'আবার রাত বা দিনে মৃত্যুবরণ করা

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ـ(احمد، ترمذى : ١٠٨٠)

"কোনো মুসলমান জুম'আবার দিন বা রাতে মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করবেন।"–আহমদ, তিরমিযী–১০৮০নং হাদীস

১০. মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বের হওয়া

হযরত বুরাইদা হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ ـ(رمذى : ٩٨٢، نسائى)

"কপালের ঘাম সহকারে মু'মিনের মৃত্যু হয়।"–তিরমিযী ঃ ৯৮২নং হাদীস এবং নাসাঈ

উপরোক্ত আলোচনায় নেক মৃত্যুর অবস্থাগুলো তুলে ধরা হলো। আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, নেক মৃত্যুর ২০টি অবস্থা রয়েছে। ১০টি শিরোনামের ভেতর আরও ১০টি অবস্থার উল্লেখ আছে। এ সকল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে মৃত্যু অবশ্যই নেক ও ভাল মৃত্যু হবে যা প্রতিটি মু'মিনের জন্য আকাংখিত। সাধারণত আল্লাহর পথে জিহাদে যারা প্রাণ দেয় তাদেরকেই মৌলিক শহীদ বলা হয়। কিন্তু অন্যান্য অবস্থাগুলোকেও শহীদী মৃত্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারাও আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ করবে। তাদেরকে, মৌলিক শহীদের বিপরীত গোসল ও কাফন দিতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক ভাল জানেন।

এছাড়াও গাড়ী ও জাহাজ দুর্ঘটনায় যে সকল লোক মারা যায় তাদের অবস্থা কোনো কিছু ধ্বসে পড়ে কিংবা আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া লোকদের পর্যায়ে পড়বে। অবশ্য যে গাড়ীর চালক অন্যায়ভাবে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যায়, সে এ হুকুমের আওতায় পড়ে না।

অনুরূপভাবে বোমা ও গোলার আঘাতে নিহত নিরপরাধ মানুষেরও একই অবস্থা হওয়ার কথা। কেননা, তাদের অবস্থা উপরোক্ত লোকদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ কোন্ মৃতের ব্যাপারে কি ধরনের ফায়সালা করবেন, এটা একমাত্র তাঁর ওপরই নির্ভর করে।

মূল কথা হলো, ভাল ও নেক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাকে পরকালে সে অবস্থায় উঠানো হবে। পক্ষান্তরে খারাপ ও গুনাহর অবস্থায় মৃত্যু হলে, পরকালে তাকে মন্দ অবস্থায় উঠানো হবে। এ মর্মে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ-

'প্রত্যেক বান্দাহকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।'–মুসলিম

এজন্য মৃত্যুর আগে আমাদের নেক পরিবেশে থাকা ও বেশী বেশী নেক কাজ করা জরুরী। তাহলে, পরকালে আমাদেরকে নেককার অবস্থায় উঠানো হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

'তোমরা পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২

❒

নেক মৃত্যুর বাস্তব উদাহরণ

১. কুরআন মজীদে মূসা (আ)-এর সাথে ফেরাউনের যাদুকরদের ঘটনা উল্লেখ আছে। যাদুকররা মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখে ঈমান আনে এবং সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাদেরকে বেহেশতে তাদের স্থান দেখান। মৃত্যুর পূর্বে এ অবস্থা নিশ্চয়ই নেক মৃত্যুর প্রমাণ।

২. মৃত্যুর আগে তওবা কবুলের এক কাহিনী বর্ণনা করেছেন ইবান বিন আবু আয়াস। তিনি বলেন, আমরা যোহরের পর বসরা শহরে আনাস বিন মালেক (রা)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে চারজন ভাড়াটিয়া ব্যক্তিকে একটি লাশ কাঁধে বহন করতে দেখি। আমি মৃত ব্যক্তির ঘটনা জানতে চাই। তারা বললো, এ মহিলাটি আমাদেরকে এ লাশ বহনের জন্য ভাড়ায় এনেছে। তখন মহিলাটি বললো—এটি আমার ছেলের লাশ। সে গুনাহর কাজ করতো। সে আমাকে তার মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ানোর এবং তার গালে আমার পা রাখার অনুরোধ করে বলে ঃ এটা হলো আল্লাহর নাফরমান বান্দাহ্র শাস্তি। ছেলেটি তার মৃত্যু সম্পর্কে কাউকে জানাতে নিষেধ করে। কেননা, তারা তার পাপ সম্পর্কে জানে এবং কেউ তার জানাযায় হাযির হবে না। সে বলে ঃ আমার মৃত্যুর পর দু' হাত তুলে এ দোআ করবে ঃ হে রব! আমি আমার ছেলের উপর সন্তুষ্ট। আপনিও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। দাফনের পর মা ইবান বিন আয়াসকে জানান, আমি তার অসিয়ত অনুযায়ী দু' হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোআ করেছি। আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে মা, আমি দয়ালু, ক্ষমাশীল ও মর্যাদাবান আল্লাহর কাছে হাযির, তিনি আমার উপর নারায ও অসন্তুষ্ট নন।

৩. সৌদী আরবের নাগরিক শেখ কাহতানী বর্ণনা করেন যে, এক লোক গ্রামে-গঞ্জে মুহাম্মাদ বিন অবদুল ওহাবের কিতাবুত তাওহীদ থেকে ওয়ায-নসীহত করতো। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় সে মারা যায়। রিয়াদের জামে আল কবীর মসজিদে তার নামাযে জানাযায় সৌদী আরবের সাবেক মুফতী জেনারেল শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ (র) সহ অন্যরা অংশ নেন। তারপর আমরা লাশ নিয়ে কবরস্থানে যাই। রাতে সেখানে আলো না থাকায় আমরা বাতি আনার জন্য পাঠাই। বাতি আনতে দেরী হওয়ায় আমি নিজে কবরে নামি এবং তা পরিষ্কার করে দাফনের জন্য প্রস্তুত করি। হঠাৎ দেখি, কবর থেকে অনেকগুলো বাতি জ্বলে উঠেছে এবং সুঘ্রাণ বের হচ্ছে। কাহতানী বলেন, আমার সাথে এ ঘটনা আরো যারা প্রত্যক্ষ করেন তারা হলেন ঃ সৌদী

ন্যাশনাল গার্ডের তিনজন ইমাম—শোবাইব কাহ্তানী, হামেদ হারবী এবং আবদুল্লাহ বিন হেলাল হারবী। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তাওহীদের দাওয়াতের এটা হলো শুভফল।

৪. এক ফাতেমী শাসক নিজেকে আল্লাহ দাবী করে এবং তাকে আল্লাহ মানার জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানায়। এক নেক লোক এর বিরোধিতা করে। ফলে ফাতেমী শাসক তাকে নৌকায় ডুবিয়ে মারে। পরে এক নেক লোক তাকে স্বপ্নে দেখে। নিহত লোকটি বলে, নৌকার মাঝি আমাকে জান্নাতের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

অসৎ কাজের প্রতিরোধের ফল হল জান্নাত।

৫. এক ব্যক্তি মক্কার এক মসজিদে জুমআর খোতবার সময় ইন্তেকাল করেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিনি সেদিন ফজরের নামায জামাআতে পড়েন, তারপর সন্তানদেরকে এ মর্যাদাবান দিনে তাড়াতাড়ি জুমা'আ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার তাকিদ দেন এবং নিজেও তাড়াতাড়ি যান।

নেক কাজের মধ্যে মৃত্যু অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত।

৬. আলজেরিয়ার এক যুবক এক দুর্ঘটনায় ৪ দিন সংজ্ঞাহীন থাকা অবস্থায় বার বার তার মুখ থেকে সূরা ফাতেহা উচ্চারিত হয়। অবশেষে সে মারা যায়। এটা কি নেক মৃত্যু নয়?

৭. সৌদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলে খামীস মুশাইয়েতের এক নেককার যুবক সোমবারে নফল রোযা রাখার জন্য ভোর রাতে সাহরী খেয়েছে। তারপর রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়েছে। ফজরের নামায জামাতে পড়েছে। নামায শেষে ঘরে ফিরে গিয়ে নিজ ভাইকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে বলেছে, ফজরের নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সকালে অফিসে যাওয়ার সময় গাড়ী দুর্ঘটনার শিকার হয়ে হাসপাতালে সে মারা যায়।

দেখুন, যেদিন সে মারা যায় সেদিন রোযা রেখেছে, রাতে কেয়ামুল্লাইল করেছে, সকাল বেলায় ফজরের নামায জামাআতে পড়েছে এবং নিজ ভাইকে উপদেশ দিয়েছে, তারপর আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে। কতগুলো নেক কাজ করার পর সে ইন্তেকাল করলো!

৮. রিয়াদে এক কাঠমিস্ত্রী চাশতের নামায পড়ার জন্য দোকান বন্ধ করে পার্শ্ববর্তী মসজিদে ১ম রাকাত পড়ার পর ২য় রাকাতে মৃত্যুবরণ করে। যোহরের সময় তার মৃত্যু সম্পর্কে জানাজানি হয়। তাকে গোসল ও কাফন

দেয়া হয়। কিন্তু তার হাত দুটো নামাযের জন্য বুকে বাঁধা ছিল। কি সৌভাগ্যের মৃত্যু !

৯. এক লোক মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিত। তারপর বেশি বৃদ্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ২০ বছর যাবত স্মরণ শক্তি লোপ পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুরআন পড়ার সময় একটি অক্ষরও ভুল হতো না। একদিন ভোর রাতে তিনি তার ছেলের নাম ধরে ডাকেন। ছেলে খুশী যে, দীর্ঘ দিন পর বাপ তাকে নাম ধরে ডেকেছে। ছেলে বললো, কি চান ? বৃদ্ধ বললো, দেখতো এ দু'জন সুন্দর লোক সাদা পাগড়িধারী—তাদেরকে চিন কিনা ? ছেলে বললো ঃ কই এরূপ কিছু তো দেখি না। তখন বৃদ্ধ বলেন,

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - ق : ٢٣

"আমি তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।"–সূরা ক্বাফ ঃ ২৩

এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এগুলো দ্বারা আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে নেক লোকদেরর রূহ হরণের জন্য শুভ্র ধবধবে চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতাদের বেহেশতের সাদা কাপড়সহ নাযিলের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

১০. রিয়াদে ৫/৫/১৪১২ হিঃ তারিখে সোমবার এস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায পড়ার সময় সাজদায় এক লোকের মৃত্যু হয়। তিনি তখন মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছিলেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى যে আল্লাহর কাছে যাবেন তাঁর সর্বশেষ গুণগান গেয়েই তাঁর কাছে গেলেন।

১১. এক ব্যক্তি মাদকাসক্ত ছিল। সে কারণে কারাবরণ করে। সৌদী কারাগারে একজন দীনের দাঈ'র দাওয়াতে তিনি হেদায়াত লাভ করেন এবং তাওবা করে মক্কায় ওমরাহ করে ঘরে ফিরে আসেন। ঘরে ঢুকে কুরআন পড়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। হাদীস শরীফে এসেছে, ওমরাহ গুনাহর কাফ্ফারা।

১২. এক দীনদার বৃদ্ধা মহিলা রাত জেগে নামায পড়তেন। এক রাতে নামায থেকে সোজা হয়ে উঠতে না পেরে ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বৃদ্ধা তাকে ঘরে ফেরত নিতে বলেন। ঘরে আসলে তাকে তার অনুরোধে জায়নামাযে বসিয়ে দেয়া হয়। তিনি সাজদায় যান। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ জাতীয় মৃত্যু কতই না কাঙ্ক্ষিত।

১৩. সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসাত্তুরি নামক জনৈক সৌদী নাগরিককে মৃত্যুর সময় কালেমার তালকীন দেয়া হলে তিনি বলেন, তোমরা আমার

কাছে কালেমা পড়ছো, আর আমি এখন কুরআনের ১৬শ পারায় আছি। মৃত্যুশয্যায় সূরা নাস পর্যন্ত কুরআন খতম করেন। তিনি বলেন, এখন আমি কুরআন খতম করেছি। তাঁকে বলা হলো, আপনি মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও কুরআন খতম করেছেন ? তিনি উত্তরে বলেন, আমার আর কি প্রয়োজন ?

২০০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর, চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে হাজেরা আলী ক্যাডেট মাদ্রাসায়, মৃত আলেমে দ্বীন মাওলানা সিফাতুল্লাহ সাহেবের দোআর মাহফিলে, ঢাকার তামীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু ইউসুফ বলেন, মাওলানা সিফাতুল্লাহ সাহেব যেদিন মারা গেলেন, ঐ রাতে আমি তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পর সামান্য তন্দ্রা গিয়েছিলাম। তখন আমি দেখি, হুজুর কফিনের মুখ খোলা অবস্থায় আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! আপনি না মারা গিয়েছেন ? হুজুর বললেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। এরপর আমি বলি, আপনি ফিরে আসুন। তিনি বললেন, আমি খুব ভাল আছি। এ কথোপকথনের মধ্যেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এরপর মাওলানা আবু ইউসুফ বললেন, হুজুরের মৃত্যু হয়েছে শহীদী মৃত্যু। আমরা আশা করছি হুজুর ভাল আছেন।

তিনি ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর, ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মেলনে, সরকারের কাছে ফাজেল ও কামেলের মান আদায়ের লক্ষ্যে ভাষণ দেয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

আরো বিভিন্ন নেক কাজ করা অবস্থায় বহু লোক মৃত্যুবরণ করেন। সেগুলোকে নেক মৃত্যু বিবেচনা করতে হবে।

আল্লাহ এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাসহ সকল মুসলিমকে নেক মৃত্যু দান করুন।

❑

যে সকল অবস্থায় খারাপ মৃত্যু হয়

ইমাম আবদুল হক স্বেলী বলেন ঃ যিনি ভেতর ও বাইরে নেক ব্যক্তি তার খারাপ মৃত্যু হতে পারে না। তবে যার বিবেক নষ্ট এবং যে কবীরা গুনাহ করে, তার খারাপ মৃত্যুর আশংকা আছে। ইমাম কাযবীনী বলেন, খারাপ মৃত্যুর ২টি প্রধান কারণ আছে ঃ ১. বেদআত করা। ২. দুনিয়া প্রীতির কারণে ঈমানের দুর্বলতা।[১]

নেক ও সৎ মৃত্যুর অধ্যায়ে বর্ণিত অবস্থাসমূহের বাইরের মৃত্যুগুলো থেকেই খারাপ মৃত্যু সংঘটিত হবে। তবে, অন্যান্য সকল মৃত্যু যে খারাপ তা সনাক্ত করার উপায় নেই। সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। সেগুলোর ভেতরও কিছু মৃত্যু ভাল হতে পারে।

খারাপ মৃত্যু আকাংখিত মৃত্যু নয়। কেননা, পাপী ও গুনাহগার লোকের মৃত্যুই হচ্ছে খারাপ মৃত্যু। যে ব্যক্তি গুনাহগার, তার মৃত্যুও সে রকম খারাপ হতে বাধ্য। আমাদের পূর্বসূরী নেক লোকেরা খারাপ মৃত্যুর আশংকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। তারা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে অস্থির এবং খারাপ মৃত্যুর আশংকায় পেরেশান থাকতেন। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন ঃ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ 'তাদের মন ভীতসন্ত্রস্ত।'

এখন আমরা খারাপ মৃত্যুর বিভিন্ন অবস্থা ও কারণগুলো বর্ণনা করবো।

১. গুনাহর কাজ ভাল লাগা

যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ ভালোবাসে, সে অবশ্যই নেক কাজকে ভালোবাসতে পারে না। সে সর্বদা বিভিন্ন গুনাহ ও নাফরমানীর কাজে ডুবে থাকে। গুনাহর কাজ অনেক। নামায না পড়া, রোযা না রাখা, যাকাত না দেয়া, হজ্জ না করা, পর্দা না করা, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ না করা, অধীনস্থ লোকদের অধিকার আদায় না করা ও জিহাদ না করা গুনাহর কাজ। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, ওযনে কম দেয়া, সুদ-ঘুষ নেয়া-দেয়া, যেনা করা, নিন্দা ও গীবত করা, মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়া, অন্যায়-অত্যাচার ও যুলুম করা, যাদু ও চুরি করা, ধূমপান ও মদপান করা ইত্যাদি বহু গুনাহের কাজ রয়েছে। গুনাহর কাজের শেষ নেই। সেসকল পাপ কাজে ডুবে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সেই মৃত্যু অবশ্যই খারাপ মৃত্যু হতে বাধ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

---

১. মুফীদুন উলুম– ১৭৩ পৃঃ, সৌজন্যে– সাপ্তাহিক আদদাওয়া ; রিয়াদ-৪ নভেম্বর, ১৯৯১

مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْئٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ -(حاكم)

"যে কাজের ওপর ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাকে সেই কাজসহ হাশর করাবেন।"–হাকেম

অন্য আরেক হাদীসে আছে ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ -(بخارى)

"শেষ পরিণতির ওপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।"–বুখারী

তাই ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুনাহর কাজ পরিহার করে নেক কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়তে হবে।

২. লম্বা আকাংখা

মানুষকে যদি মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিন তারিখ জানিয়ে দেয়া হতো, তাহলে সে পরকালকে সুন্দর করার জন্য এক মুহূর্তও নষ্ট করতো না। তার কারণ, প্রতি মুহূর্তকে সে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে করতো। যেমনটি পরীক্ষার হলে একজন পরীক্ষার্থী ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল ফল করার জন্য প্রতি মিনিট সময়কে কাজে লাগায়। সময় যে তখন খুবই মূল্যবান। এর মাধ্যমেই কেবল দুনিয়ার সকল আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা থেমে যেত। অবশ্য মৃত্যুর তারিখ নির্ধারিত, যদিও আমরা জানি না।

লম্বা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনের বড় সমস্যা। শয়তান তার সামনে দুনিয়ার জীবনের বহু স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে ও বিভিন্ন চাওয়া-পাওয়ার পরিকল্পনা পেশ করে। ফলে, সে মৃত্যুর কথা ভুলে যায় ও নিজ আশা চরিতার্থ করার জন্য ভাল-মন্দ কোনো কিছু বিবেচনা করে না। যে কোনো মূল্যে সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার পেছনে উঠে পড়ে লেগে যায়।

অথচ মানুষ সুনির্দিষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস ও সীমিত দিন ও রাত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। যে সময় চলে যাচ্ছে, তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে ঠিকমত কাজে লাগাতে না পারলে এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার মরিচীকার পেছনে দৌড়ে বেড়ালে নেক মৃত্যু সম্ভব হওয়ার কথা নয়। মৃত্যুর জন্য অবশ্যই তৈরি হতে হবে।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشُبُّ فِيْهِ اثْنَتَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ -

"আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু তার মধ্যে ২টি জিনিস চির যৌবনের অধিকারী থাকবে। (১) সম্পদের লোভ এবং (২) বয়সের প্রতি আগ্রহ।"

এ হাদীসে বলা হয়েছে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার সম্পদ ও বয়সের আকাঙ্ক্ষা কখনও কমবে না। মনে হয় যেন এগুলো স্থায়ী যৌবন।

৩. তাওবা না করা

শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো, বান্দাহকে তাওবা থেকে বিরত রাখা। তাওবা না করে গুনাহর ওপর টিকে থাকলে নেক মৃত্যুর সুযোগ সৃষ্টি হবে না। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ ـ(ابن ماجه)

"তাওবাকারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো, যার কোনো গুনাহ নেই।"
–ইবনে মাজাহ

এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে এরূপ, কোনো দল সফরের সময় পথে কোনো এক শহরে ঢুকে শেষ মঞ্জিলে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে শহর ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। যে কোনো মুহূর্তে দলনেতার আদেশ পেলে তারা রওনা করবে। যেহেতু তাদের প্রস্তুতি শেষ ও চূড়ান্ত।

অপরদিকে, যে ব্যক্তি তাওবা করে না তার উদাহরণ হলো, শহরে প্রবেশ করার পর শেষ মঞ্জিলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিলম্ব করে। আজ নয় কাল এভাবে প্রস্তুতি নেবে বলে অলসতা করে। হঠাৎ করে দলপতি কাফেলার রওনা হওয়ার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সাথে পথের সম্বল নেই। অথচ আর দেরী করারও সময় নেই। তাকে তখন খালি হাতেই রওনা করতে হবে, উপায় নেই।

ফলে, ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তাওবা করার সময় পায় না। তাকে খালি হাতে কবরের পথে যাত্রা করতে হয়। এ মৃত্যু অবশ্যই খারাপ ও মন্দ এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

এ গুনাহগার বান্দাহ পরকালে আল্লাহকে বলবে, প্রভু! তুমি আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাও। আমি সেখানে গিয়ে তোমার ইবাদাত করবো ও তোমাকে সন্তুষ্ট করবো। কিন্তু আল্লাহ সেই প্রার্থনা তার মুখে ছুঁড়ে মারবেন। কেননা, কবি বলেছেন ঃ

ফুল যদি ঝরে যায়, ফুটিবে না আর,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর।

৪. আত্মহত্যা

আত্মহত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط۔ النساء : ٢٩-٣٠

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান। কেউ সীমালংঘন বা অন্যায়ভাবে এরূপ করলে তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০

অথচ বহু বোকা ও নির্বোধ লোক শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে বসে। অথচ মুসলমানের চরিত্র হচ্ছে, বিপদ আসলে ধৈর্যধারণ এবং সেই ধৈর্যের জন্য সওয়াব পাওয়ার আশা পোষণ করবে। বিভিন্ন রোগ-শোক, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-মুসিবতের সংকীর্ণ পরিসর থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া মারাত্মক ভুল।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلَّذِىْ يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ-(بخارى)

"যে ব্যক্তি গলা টিপে আত্মহত্যা করে সে দোযখের মধ্যে গলা টিপে নিজেকে হত্যা করতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে, সে দোযখে নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।"–বুখারী

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا - وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِىْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا - وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهِ يُجَاءُ بِهَا بَطْنُهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا -

"যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনেও ঝাঁপ দেবে এবং অনাদি-অনন্তকাল সেখানে থাকবে। কেউ বিষপানে আত্মহত্যা করলে হাতে বিষ নিয়ে দোযখেও তা পান করতে থাকবে এবং সেখানে অনাদি অনন্তকাল থাকবে। কেউ লোহার সাহায্যে

আত্মহত্যা করলে জাহান্নামে হাতে একটি লোহা নিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।"–বুখারী

এ হাদীস দ্বারা আত্মহত্যার সকল উপায়কে হারাম করা হয়েছে।

অন্য পাপী মুসলমানরা জাহান্নামে নিজ নিজ পাপের শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে আসতে পারবে। কিন্তু আত্মহত্যাকারী মুসলমান এবং এ সাথে কাফের ও মুশরিকরা কোনোদিন জান্নাত পাবে না। একথার সমর্থনে কুরআনেরও একটি আয়াত আছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○ ـ النساء : ٩٣

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৯৩

অন্যকে হত্যা করলে যদি চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হয়, তাহলে আত্মহত্যার শাস্তি এর চাইতে মোটেও কম হতে পারে না। দুটোই হত্যা এবং দুটোর শাস্তি একই।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমান দাবীদার এ ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সে জাহান্নামী। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ ব্যক্তিটি মরণপণ যুদ্ধ করে আহত হয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানানো হলো যে, সেই লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) এবারও বলেন, সে জাহান্নামী। কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঐ মন্তব্যে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। তারপর একজন অনুসন্ধানীর অনুসন্ধানে জানা গেল, সেই ব্যক্তিটি নিহত হয়নি। তবে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। রাত হয়ে আসলে সে আঘাতের ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি মরে যেতে চাইল। তখন সে নিজ তলোয়ারের গোড়া মাটিতে ও বাকী অংশ বুকের মধ্যে চেপে ধরে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিটি বলে উঠলো, আল্লাহু আকবার, আমি বিশ্বাস করি, আপনি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বেলালকে আদেশ দেন, তিনি যেন ঘোষণা করে দেন যে, মুসলমান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে আল্লাহ ফাসেক লোকের মাধ্যমেও দীনের খেদমত নিয়ে থাকেন।'

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। কেউ বিষপানে আত্মহত্যা করলে সে জাহান্নামে চিরদিনের জন্য বিষের ক্রিয়ার শাস্তি পাবে।'–ইবনে মাজাহ

বিষপানে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা অধিক।

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে এসেছে ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلَ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ-

"লোকেরা কোনো ব্যক্তিকে বেহেশতবাসীর মতো কাজ করতে দেখে সত্য, প্রকৃতপক্ষে সে দোযখবাসী। পক্ষান্তরে, লোকেরা কোনো ব্যক্তিকে দোযখবাসীর মতো কাজ করতে দেখে সত্য, প্রকৃতপক্ষে সে বেহেশত-বাসী। শেষ পরিণামের ওপরই আমলের বিনিময় নির্ভরশীল।"

–বুখারী ও মুসলিম

বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, শেষ অবস্থা যার ভাল, তার মৃত্যু ভাল। আর শেষ অবস্থা যার খারাপ তার মৃত্যু খারাপ। হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি আগে যতই নেক আমল করে থাকুক না কেন, ধৈর্যহীনতার কারণে আত্মহত্যা করায় তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে।

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, নবী (স) এক আত্মহত্যাকারীর নামাযে জানাযা পড়েননি।

৫. লোক দেখানোর মনোভাব

ইবাদাতের উদ্দেশ্য যদি লোক দেখানো কিংবা দুনিয়াবী কোনো লক্ষ্য অর্জন হয়, তাহলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে, মৃত্যুর সময়ও একই মনোভাব থাকার কারণে ভাল মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা কম। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ ۝ (الماعون : ٤-٦)

"সেই সকল মুসল্লীর জন্য ধ্বংস যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করে।"

–সূরা আল মাউন ঃ ৪-৬

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেকৃত সকল ইবাদাত ধ্বংস ও বাতিল।

খারাপ মৃত্যুর বাস্তব উদাহরণ

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা খারাপ মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে। যেমন, কালেমা পাঠ না করা বা কেউ পড়তে বললে তা অস্বীকার করা, মৃত্যুর সময় কোনো গুনাহ-এ নিজের জড়িত থাকার কথা বলা ইত্যাদি।

নিম্নে এ জাতীয় কিছু ঘটনার উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১. আল্লামা ইবনুল কাইয়েম তাঁর 'আল-জাওয়াব আল-কাফী'তে লিখেছেন ঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়তে বলায় সে বলে, এতে আমার কি লাভ হবে ? আমি কখনও আল্লাহর জন্য নামায পড়েছি বলে মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত সে কালেমা উচ্চারণ করেনি।

২. হাফেয ইবনে রজব তাঁর 'জামে' আল উলুম ও হেকাম' গ্রন্থে আবদুল আযীয বিন আবী রাওয়াদ নামক একজন আলেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমি এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার কাছে হাযির হই এবং কালেমা পড়তে বলি কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত আমি যা পড়তে বললাম, সে তা অস্বীকার করলো। তারপর মারা গেল। আমি তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখি, সে ছিল মদখোর। তখন অবদুল আযীয বলেন, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। গুনাহর কারণেই সে কালেমা পড়তে পারেনি।

৩. আল্লামা হাফেয আয-যাহাবী বলেছেন, এক ব্যক্তি মদের আসরে যেত। মৃত্যুর সময় এক ব্যক্তি তাকে কালেমা শিক্ষা দেয়। সে উত্তরে বলে, মদ পান কর এবং আমাকেও পান করাও। তারপর সে মারা গেল।

৪. আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, এক ব্যক্তি বেশি গানপ্রিয় ছিল। মৃত্যুর সময় তাকে কালেমা পড়তে বলায় সে গান শুরু করলো এবং কালেমা উচ্চারণ করলো না।

৫. ইবনুল কাইয়েম আরো বলেন, এক ব্যবসায়ী জানান যে, তার এক ব্যবসায়ী আত্মীয়ের মৃত্যু উপস্থিত হলে, তারা তাকে কালেমা শিক্ষা দেন। সে উত্তরে বলে, এটা সস্তা, ঐটা ভাল সওদা এবং ঐটা এরূপ। শেষ পর্যন্ত কালেমা উচ্চারণ না করেই মৃত্যুবরণ করলো।

৬. ইমাম স্বেলী মিসরের এক ঘটনা বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে আযান দিত ও নামায পড়তো। তাঁর মধ্যে আনুগত্য ও ইবাদাতের

নূর ভাস্বর। মিনারার নিচে এক ঘরে একটি খৃস্টান পরিবারের বাস। একদিন মুয়ায্যিন সে ঘরের দিকে তাকাল এবং মালিকের রূপসী মেয়ের প্রতি নজর পড়লো। ফলে তার ঈমানী পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। সে ঐ ঘরে গেল। মেয়েটি বললো, কাকে চান ? মুয়ায্যিন বললো ঃ তোমাকে চাই। মেয়েটি বললো, কেন ? মুয়ায্যিন বললো, তোমাকে দেখে আমার মন পাগল হয়ে গেছে। তুমি আমার মন কেড়ে নিয়েছো। মেয়েটি বললো ঃ আমি আপনার অসদুদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবো না। মুয়ায্যিন বললো ঃ ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো। মেয়েটি উত্তর দিল ঃ আপনি মুসলমান, আর আমি খৃস্টান। আমার পিতা আমাকে কোনো মুসলমানের কাছে বিয়ে দেবে না। মুয়ায্যিন বললো ঃ আমি খৃস্টান হয়ে যাব। মেয়েটি বললো ঃ তাহলে, তাই করুন। মুয়ায্যিন খৃস্টান হয়ে গেল এবং তাদের ঘরে অবস্থান করলো। ঐদিনই সে তাদের ঘরের ছাদে উঠল সেখান থেকে নীচে পড়ে মরে গেল। সে না মেয়েটির সাথে মিলতে পারলো, আর না নিজ দীনের উপর টিকে থাকতে পারলো। পাপের কারণেই তার খারাপ মৃত্যু হলো।[১]

জেদ্দা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল মদীনা পত্রিকা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সনের সংখ্যায় খারাপ মৃত্যুর বেশ কিছু বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমরা এখন সেগুলো তুলে ধরবো।

৭. কবরস্থানে মুর্দার গোসল ও দাফনের পেশায় নিয়োজিত শেখ কাহ্তানী একজন বুযুর্গ লোক। তিনি বলেন ঃ এক লাশ কবরে নামিয়ে কেবলামুখী করে শুইয়ে দেই। তারপর মাথায় কাফনের গিরা খুলে দেখি, মুখ কেবলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পুনরায় তার মুখ কেবলামুখী করে দেই। যখন পাকা কবরের উপর ১ম স্লাব দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করি, তখন দেখি সে চোখ খুলেছে এবং তার নাক ও মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। এরপর ২য় স্লাব দিয়ে বন্ধ করার সময় দেখি, তার মুখ পুনরায় কেবলা থেকে ভিন্ন দিকে সরে গেছে। আমি ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে ভেগে আসি। অন্যরা স্লাবের পরিবর্তে যেন-তেন প্রকারে বালু ও মাটি দিয়ে কবর ভরাট করে চলে আসে।

প্রশ্ন হলো, এটা কিসের লক্ষণ ?

৮. শেখ কাহ্তানী আরো বলেন ঃ একদিন এক লাশ দাফনের সময় দেখি, তার মুখ কেবলা থেকে সরে গেছে এবং ধূমপানের মত দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ!

---

১. মুফীদুল উলুম ঃ পৃ. ১৭৩, সৌজন্যে– সাপ্তাহিক আদদাওয়াহ, রিয়াদ, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৯ঈ।

৯. তিনি বলেন ঃ আরেক লাশকে গোসল দেয়ার সময় দেখি, সুন্দর ও ফর্সা দেহ হঠাৎ করে বিবর্ণ হয়ে কাল হয়ে গেছে। আমি মৃতের বাপকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, সে বেনামাযী ছিল। তখন আমি ভয়ে চলে যাই এবং মৃতের বাপকে বলি, আপনারাই তাকে গোসল দেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ কবরের বিভিন্ন ঘটনা সত্য। লোকেরা তা দেখেছে এবং অনেকে কবরের শাস্তির শব্দও শুনেছে।[১]

১০. মিসরের সাবেক আইনমন্ত্রী ফারুক মাহমুদ এক সাক্ষাতকারে বলেন ঃ এক ব্যক্তি এক মুসলমান ও এক খৃষ্টান থেকে একটি উট এবং অন্য আরেকটি জিনিস খরিদ করে। তারা তার কাছে মূল্য দাবী করলে সে উভয়কে কুড়ালের আঘাতে হত্যা করে। তারপর উভয়ের লাশ বস্তায় বেঁধে উটের পিঠে করে দূরে নিক্ষেপের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় এক পুলিশ দেখে যে, উটের শরীর রক্তাক্ত। পুলিশ লোকটিকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করলে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। মৃত্যুদণ্ডের আগে তাকে কালেমা পড়তে বললে সে উত্তর দেয় ঃ 'আমি মযলুম।' যতবারই তাকে কালেমা পড়তে বলে, ততবারই সে বলে, 'আমি মযলুম'। তারপর কালেমা পড়া ছাড়াই তার ফাঁসী কার্যকর হয়।

১১. ইমাম আবু হামেদ আল গাযালী (র) উল্লেখ করেছেন, এক দর্জিকে মৃত্যুর সময় কালেমা পড়তে বলায় সে নিজ পেশার অংক উল্লেখ করে বলে ঃ ৫, ৬, ৭।

১২. রাসূলুল্লাহ (স) নিজ চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে তা পড়েনি। পড়লে নবী করিম (স)-কে আজীবন সাহায্যের বিনিময় হিসেবে উত্তম বিনিময় জান্নাত লাভ করতে পারত। অথচ, সে শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করলো।

১৩. এক মুসলমান পাপ কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরে গিয়ে এক কাফের মহিলাকে নিয়ে হোটেলে ঘুমায়। হঠাৎ করে হোটেলে আগুন লেগে গেলে সে মারা যায়। পরে লাশের বাক্সে করে দেশে তার লাশ ফেরত পাঠানো হয়।

১৪. হাকেম উল্লেখ করেছেন, আগের যুগের এক আবেদ ও বুযুর্গ ব্যক্তি এক মহিলার সাথে কথা এবং পরে তার দিকে নজর করার পর ফেতনায় পড়ে যায়। তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে গায়রুল্লাহকে সাজদা করে বহু বছরের ইবাদাত ও সাধনাকে ধ্বংস করে দিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

১. মাজমুউল ফাতাওয়া-৪র্থ খণ্ড।

১৫. আফ্রিকার এক খৃস্টান পাদ্রী মুসলমান হয়। তারপর আবার মুরতাদ হয়ে যায়। এক জায়গায় বক্তৃতায় ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বহু কথা বলে। এরপর বলে ঃ হে আল্লাহ, ইসলাম যদি সঠিক হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দিন। বক্তৃতার মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এক গভীর গর্তে পড়ে সে মারা যায়।

১৬. শেখুল ইসলাম ইউসুফ বিন আইউব একজন বড় আলেম ও ফেকাহবিদ ছিলেন। তাঁর কাছে ইবনুস সাকা নামক এক ব্যক্তি এসে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে। শেখ লোকটির মধ্যে গর্ব-অহংকার ও আত্মপ্রকাশের ভাব লক্ষ্য করেন। শেখ বলেন ঃ আমি তোমার কথাবার্তায় কুফরীর ঘ্রাণ পাচ্ছি। হতে পারে তুমি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করবে। এরপর ইবনুস সাকা রোমের শাসকের দূতের সাথে কনস্টান্টিনোপলে (তুরস্কের ইস্তাম্বুলে) মিলিত হয় ও খৃস্টান ধর্মগ্রহণ করে। সে ভাল কারী ছিল এবং হাফেযে কুরআন ছিল। সেখানে মৃত্যুশয্যায় এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, এখন কুরআন কি তোমার মুখস্থ আছে? সে উত্তর দিল, শুধুমাত্র নিম্নোক্ত আয়াতটি মুখস্থ আছে ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○ - الحجر : ٢

"কোনো সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হতো।"–সূরা আল হিজর ঃ ২

আল্লাহর বাণী কি চরম সত্য!

১৭. এক ব্যক্তি এক অমুসলিম দেশে তার এক অমুসলিম বান্ধবীর কাছে সফরে গিয়েছে। বান্ধবী তাকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু আসতে দেরী হওয়ায় সে আধ-পাগলের মতো অবস্থা। হঠাৎ করে সে বান্ধবীকে দেখে খুশীতে তার পায়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো। একই সময় মৃত্যুও উপস্থিত হলো। কিভাবে খারাপ মৃত্যু হয় এটা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮. এক ব্যক্তি গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্মুখীন। ট্রাফিক পুলিশ তাকে কালেমা পড়তে বলায় সে জবাব দেয় ঃ "আমি সাকারে বা দোযখে।"

সম্ভবতঃ এটা আল্লাহর এ বাণীর সার্থক রূপায়ন। আল্লাহ বলেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ؟ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○

"তোমাদেরকে কোন্ জিনিস আগুনে ঠেলে দিয়েছে? তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না।"

১৯. এক ধূমপায়ীর মৃত্যু উপস্থিত হলে লোকেরা তাকে কালেমা পড়তে বলায় সে উত্তর দেয়, আমাকে সিগারেট দাও। লোকেরা পেরেশান হয়ে সিগারেটের মতো কাগজ ভাঁজ করে তার হাতে দেয়। সে তা দু' আঙুল দিয়ে ধরে মুখে পুরে মৃত্যুবরণ করে।

২০. আরেক যুবককে মৃত্যুর সময় কালেমা পড়তে বলায় সে বলে ঃ "তুমি আমাকে ভুললেও আমি কিন্তু তোমাকে ভুলবো না।"

সম্ভবতঃ এটা প্রেমিকার প্রতি তার সম্বোধন।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (র) লিখেছেন ঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির অবস্থা কত ভয়াবহ তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। বান্দাহ মৃত্যুর পূর্বে সুস্থ-সবল অবস্থায় শক্তি ও অনুভূতির অধিকারী থাকা সত্ত্বেও শয়তান তাকে নেক কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পাপ কাজে জড়িত করে।

মৃত্যুযন্ত্রণার সময় শক্তিহীন অবস্থায় সে কিভাবে শয়তানের কঠোর আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবে ? তার সর্বশেষ নেক আমলকে ধ্বংস করার জন্য শয়তান উঠে পড়ে লেগে যায়। তা থেকে মুক্তির উপায় হলো, আল্লাহর সাহায্যের যোগ্যতা অর্জন করা। তাহলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। তিনি কুরআনে বলেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ـ

"আল্লাহ মু'মিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়া এবং আখেরাতে। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

হাফেয ইবনে কাসীর বলেছেন, মৃত্যুর সময় গুনাহ ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে। শয়তানও লাঞ্ছিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً ـ

"শয়তান মানুষের জন্য লাঞ্ছিত হয়।"–সূরা ফুরকান ঃ ২৯

অত্যন্ত দ্বীনদার সাহাবী আলকামা, মৃত্যুর সময় কালেমা উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত আম্মার, সোহাইব ও বেলাল সাহাবীত্রয় চেষ্টা করেও কালেমা পড়াতে ব্যর্থ হন। তখন তার মা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, সে প্রচুর পরিমাণে নামায ও রোযা আদায় করতো

এবং সদকা দিত। কিন্তু সে আমার উপর তার স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিত এবং আমার আদেশ অমান্য করতো। সেজন্য আমি তার উপর অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তার কালেমা উচ্চারণ না করতে পারার কারণ এটাই। তিনি আলকামাকে তার মায়ের সামনেই পুড়িয়ে ফেলার লক্ষ্যে বেলালকে পর্যাপ্ত কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। মা বলেন, আমার সামনেই আমার ছেলেকে জীবন্ত পোড়াবেন, আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। নবী (স) বলেন, আল্লাহর শাস্তি তো আরো কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। তাহলে, আপনি তাকে মাফ করে দিয়ে তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। মা তৎক্ষণাৎ মাফ করে দেন। পরে আলকামা মুখে কালেমা উচ্চারণ করতে সক্ষম হন।

নবী (স) বলেন, 'যে ব্যক্তি মায়ের উপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের লা'নত।–আহমদ, তাবরানী থেকে সংক্ষেপিত।

.হে আল্লাহ! আমাদেরকে খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সঠিক তাওবার তওফিক দিন।

❐

ভাল মৃত্যুর উপায় ও খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার পদ্ধতি

মৃত্যু দু'ভাবেই আসতে পারে–

১. আকস্মিক মৃত্যু

এ মৃত্যুই সমস্যা। তখন বান্দাহ ভাল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে না। এমনকি গুনাহর কাজে মশগুল থাকলে তা থেকে দূরে সরে আসার সময়টুকুও পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহু নেক কাজের অসিয়ত পর্যন্ত করা যায় না। তাই আকস্মিক মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত। তারপরও তা এসে যায়। খারাপ মৃত্যুর জন্য আকস্মিক মৃত্যু দায়ী। এমনকি কখনও শেষ বাক্য কালেমা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

২. ধীর মৃত্যু

এ মৃত্যু আস্তে ধীরে আসে। ব্যক্তি নিজে এবং অন্যরাও বুঝতে পারে যে মৃত্যু সন্নিকটে। তখন নিজের প্রস্তুতি নিতে সুবিধে হয়। খারাপ ও গুনাহর কাজ থেকে দূরে সরে আসা যায় এবং নেক কাজ শুরু করা যায়। শেষ মুহূর্তে কালেমা উচ্চারণের জন্য নিজে ও নিকটাত্মীয়রাও প্রস্তুতি নেয় এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটা আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। তাই বলে এটা সবার জন্য আসবে, এটা জরুরী নয়।

এখন আমরা ভাল মৃত্যুর উপায় ও খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো ঃ

১. মৃত্যু নিকটবর্তী হলে

মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝতে পারলে বান্দার উচিত আশাবাদী হওয়া। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যের কোনো চিন্তা-ভাবনা যেন না আসে। কেননা, কেউ আল্লাহর সাক্ষাত ভালোবাসলে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসবেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَايَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

"তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে।"–মুসলিম ঃ ২৮৭৭নং হাদীস

২. মৃত্যু ভয়

মু'মিনের যেকোনো কাজের পেছনে মৃত্যু ভয় থাকতে হবে। কেননা তাকে মৃত্যুর পর সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

ভাল মৃত্যু লাভ ও খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যে ঈমান, আমল ও মানোভাব দরকার, নিজেকে সেভাবে গড়ে তোলাই একজন ঈমানদারের মৌলিক কাজ। সর্বদা নেক কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ -

"মু'মিন নিজ গুনাহর ব্যাপারে এ অনুভূতি পোষণ করে যে, সে একটি পাহাড়ের নিচে বসা এবং যেকোনো সময় পাহাড়টি তার ওপর ধ্বসে পড়তে পারে।"-বুখারী ও মুসলিম

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। "তিনি বলেন, তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের চোখে চুলের মতো সরু কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এটাকেও ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।"-বুখারী

মৃত্যুর ভয়কে সামনে রেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আফসোস করে বলতেন, হায়! আমি যদি নেককার মু'মিনের একটি পশম হতাম। তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বলতেন, এটাই আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে।[১]

হযরত আলী (রা) লম্বা ও উচ্চাশা এবং নফসের কামনার ব্যাপারে নিজের আশংকা প্রকাশ করে বলেন, 'লম্বা ও উচ্চাশা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং নফসের কামনা-বাসনা হক বা সত্য থেকে দূরে রাখে। তিনি আরো বলতেন, 'হায়! দুনিয়া পেছনের দিকে সরে গেছে এবং আখেরাত দ্রুত সামনে এগিয়ে এসেছে। এ উভয়েরই সন্তান রয়েছে। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। আজ শুধু আমল, হিসেব নেই এবং কাল শুধু হিসেব, আমল নেই।[২]

মৃত্যু ভয় না থাকলে, মানুষ বেপরোয়া হয়ে যায় এবং গুনাহর কাজ বেশি করে। তাই প্রতি মুহূর্তে মরে যাওয়ার কথা স্মরণ রেখে কাজ করতে হবে।

অনেকে আরো উদাসীনতার পরিচয় দেয়। তারা মনে করে, এখন গুনাহ মাফ চেয়ে লাভ নেই, শেষ দিকে একবার তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

---

১. হুসনুল খাতেমা-ডঃ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল মোতলাক, জেদ্দা, প্রকাশ, ১৯৯১ খৃ।
২. হুসনুল খাতেমা-ডঃ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মাদ আল মোতলাক, জেদ্দা প্রকাশ, ১৯৯১ খৃ।

তাই তারা তাদের পাপ কাজ অব্যাহত রাখে। এটা মারাত্মক ভুল। যদি তার আকস্মিক মৃত্যু হয় এবং তাওবা করার সময় না থাকে, তখন উপায় কি হবে ? এছাড়াও আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে জেনে শুনে বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করে পাপ করতে থাকলে ক্ষমা কোথায় পাওয়া যাবে ? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ○ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

"আমার বান্দাহদেরকে বলে দাও, আমি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হলো কষ্টদায়ক শাস্তি।"–সূরা আল হিজর ঃ ৪৯-৫০

তিনি আরো বলেন ঃ

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ○ -(المؤمن : ٣)

"আল্লাহ গুনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী এবং কঠোর আযাব দানকারী।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৩

আল্লামা মারুফ আল কারখী বলেন, 'তুমি যার আনুগত্য ও হুকুম পালন কর না, তার কাছে রহমতের আশা করা লজ্জা ও বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।' বেপরোয়া পাপীদের জন্য কঠিন শাস্তির সুসংবাদ।

৩. ঋণ ও অধিকার আদায় করতে হবে

মানুষের প্রাপ্য ঋণ ও অধিকার আদায় করে দিতে হবে। কারণ, এটা হক্কুল ইবাদ বা বান্দাহর হক। এটা বান্দাহই মাফ করতে পারে। আল্লাহ নিজের হক বা হক্কুল্লাহ মাফ করেন, বান্দাহর হক মাফ করেন না। বান্দাহর হক পাওনা আদায় না করলে হাশরের ময়দানে তারা উক্ত পাওনা দাবী করে বসবে। তবে সেখানে যেহেতু পার্থিব সম্পদ দিয়ে পাওনা আদায় করা সম্ভব হবে না, সেহেতু পাওনাদারেরা ঋণী ব্যক্তির নেক আমল নিয়ে নিজেদের অভাব ও বিপদ দূর করবে। তখন ঋণী ব্যক্তি নিজে বিপদে পড়ে যাবে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঋণ বা পাওনা আদায় না করা পর্যন্ত মু'মিন বান্দাহর আত্মা ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে।

এছাড়াও কেউ কারোর ওপর যুলুম-নির্যাতন করলে তারও একই অবস্থা। এমনকি গীবত ও নিন্দাকারী ব্যক্তির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হবে। অন্যথায় ময়দানে হাশরে তার প্রতিকার হবে এবং মযলুম ও অধিকার হারা মানুষ উপরোক্ত কায়দায় নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে।

৪. গুনাহ্ থেকে তাওবা করতে হবে

গুনাহ্ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা ফরয। আল্লাহ্ তাওবা করার আদেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

وَتُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○-(النور : ٣١)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র কাছে সবাই তাওবা করো, সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করবে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া সত্ত্বেও তিনি দিনে ১শ বার তাওবা করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আল আগার আল মোযানী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর। আমি দিনে ১শ বার তাওবা করি।' হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّي اَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ اِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

(مسلم : ٢٧٠٢)-

বান্দাহকে সত্যিকার অর্থে 'তাওবা নাসুহা' বা খাঁটি তাওবা করতে হবে। তাওবা করার পর পুনরায় গুনাহ্‌র কাজে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে যে পুনরায় গুনাহ করে সে মূলত তাওবা করেনি। আল্লাহ বলেন ঃ

تُوبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

"তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে খাঁটি তাওবা কর।"

৫. উচ্চ ও লম্বা আশা কমাতে হবে

দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা কমানো খুবই জরুরী। মানুষের চাহিদা অসীম ও আশা সীমাহীন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা কমাতে হবে। প্রয়োজনের সীমা সংকুচিত করতে হবে। সাধারণভাবে জীবনযাপন করার জন্য যা প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত চাহিদা বা প্রয়োজনই সকল সমস্যার মূল। রাসূলুল্লাহ (স) যথার্থই বলেছেন, বনী আদমের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভর্তি করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন اَلْاَكْثَرُوْنَ اَلْاَقَلُّوْنَ 'যাদের বেশি আছে তারাই নিজেদের কম আছে বলে মনে করে। তাই তাদের আরো বেশি দরকার।"–বুখারী

কবি বলেছেন ঃ

"এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়
আছে যার ভুরি ভুরি।"

রাসূলুল্লাহ (স) উচ্চাশা ও নফসের কামনার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اَشَدَّ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ ، اِتِّبَاعُ الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ ، فَاَمَّا اِتِّبَاعُ الْهَوٰى فَاِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ، فَاِنَّهُ الْحُبُّ لِلدُّنْيَا

"আমি তোমাদের দুটি বিষয়ে সর্বাধিক ভয় করি। নফসের কামনা এবং লম্বা আশা। নফসের কামনা বা অনুসরণ মানুষকে সত্য এবং হক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। লম্বা ও উচ্চাশা হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।"[১]

দুনিয়ার পূজারী ব্যক্তি পরকালের ওপর দুনিয়ার চাকচিক্যকে অগ্রাধিকার দেয় এবং এ চাকচিক্যের পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আখেরাতের কথা ভুলে যায়। ফলে, নেক কাজের প্রতি তার গতি ধীর হয়ে আসে কিংবা তাকে বোঝা মনে করে। শুধু তাই নয়, নেক কাজ থেকে বহু দূরে থাকার জন্য সে কৌশল অবলম্বন করে। দীনের দাওয়াতদানকারী থেকেও অনেক দূরে থাকার চেষ্টা করে। দীনি কাজ বিরক্তিকর মনে হয়। ঈমানী দুর্বলতা যতবেশী, বিরক্তিও ততবেশী।

অল্পে তুষ্ট থাকা প্রয়োজন। ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন মুহসিন থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِى سِرْبِهٖ مُعَافًى فِى جَسَدِهٖ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيْرِهَا ـ

"যে ব্যক্তি নিজ জান মালের নিরাপত্তা, দৈহিক সুস্থতা এবং এক দিনের খাদ্য সহ সকাল বেলায় উপনীত হয়, সে যেন দুনিয়ার সকল সম্পদের অধিকারী।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبَىَّ فَقَالَ : كُنْ فِى الدُّنْيَا

১। ইবনে আবিদ দুনিয়া। এছাড়াও এরাকী তাঁর আল এহইয়া কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَو عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَقُوْلُ ، اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ

"রাসূলুল্লাহ (স) আমার দুই ঘাড়ে হাত দিয়ে বলেন, তুমি দুনিয়ায় এমন হও যেন তুমি অপরিচিত লোক কিংবা মুসাফির। হযরত ইবনে ওমর বলতেন, তুমি সন্ধা বেলায় পৌঁছলে সকাল বেলা পর্যন্ত বাঁচার অপেক্ষা কর না এবং যখন সকাল বেলায় পৌঁছবে, তখন সন্ধা বেলা পর্যন্ত বাঁচার অপেক্ষা কর না। রোগ আসার আগেই স্বাস্থ্যের যত্ন নাও এবং মৃত্যু আসার আগে হায়াতের সদ্ব্যবহার কর।"–বুখারী ও তিরমিযী

লম্বা আশা সকল সমস্যার কারণ

লম্বা আশাকে খাট করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেছেন, তিনজন আলেম একত্রিত হন। তাঁরা তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার আশা কি ? তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মাসেই মনে করি যে মৃত্যুবরণ করবো। তাঁর অন্য দুই সাথী বলেন, এটা অবশ্যই আশা। তাঁরা ২য় সাথীকে তাঁর আশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবার দেন, আমি প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবার আসলে মনে করি যে মরে যাবো। তাঁর অন্য দুই সাথী বলেন, এটাও তো আশা। ৩য় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি কি করে আশা করবো, অথচ আমার প্রাণ অন্যের হাতে ? অর্থাৎ আশার সুযোগই তো নেই।

দাউদ তাঈ বলেছেন, আমি ও উতওয়ান বিন ওমার তামীমিকে জিজ্ঞেস করলাম, সংক্ষিপ্ত আশা কিভাবে করা যায় ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝে।' ফোযাইল বিন আয়ায এটা আলোচনা করে কেঁদে দেন এবং বলেন ঃ তিনি শ্বাস নেয়ার পর পুনরায় শ্বাস গ্রহণের আগে মরে যাওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন।

কোন এক পূর্বসূরী বলেছেন ঃ এমন একদিনও ঘুমাইনি যে দিন মনে মনে ভাবিনি যে আমি পুনরায় ঘুম থেকে জাগতে পারবো কি না।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' ঘুমাতে গেলে স্ত্রীকে বলতেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সম্ভবত এটা আমার মৃত্যু, আমি হয়তো আর জাগতে পারবো না। যখনই তিনি ঘুমাতেন, তখনই এ রকম বিদায় নেয়া তাঁর অভ্যাস ছিল।

বকর মুজানী বলেন ঃ কেউ যদি নিজ মাথার কাছে আয়ু লিপিবদ্ধ অবস্থায় রাত কাটাতে চায়, কাটাক। সে জানে না যে, যদিও সে দুনিয়াবাসীর কাছে রাত কাটায় হয়তো ভোরে সে আখেরাতবাসীর কাছে অবস্থান করবে।

লম্বা আশা আল্লাহর যিকির ও স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং মনের কঠোরতা বৃদ্ধি করে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ - الحديد : ١٦

"যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তারপর তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬

ব্যক্তিগত লম্বা আশা, বিরাট পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের বিশাল স্বপ্ন পোষণ করতে থাকলে আল্লাহকে স্মরণ করার সময় পাওয়া যাবে না। আর এর মধ্যে মৃত্যু এসে গেলে সর্বনাশ। জাতীয় ও সামষ্টিক পর্যায়ে এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য বিশাল ও অভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাধা নেই। সেরূপ কিছু করতে পারলে গোটা জাতির সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। সে জাতীয় কিছু করা আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। কাজেই ব্যক্তিগত লম্বা আশা ও জাতীয় অভিলাষের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

লম্বা ও উচ্চাশা এবং নফসের খারাপ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকার জন্য যে সকল বিষয় সহায়ক, সেগুলো করতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সহ অন্যান্য বিষয়গুলো এ কাজের সহায়ক।

৬. মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে দুনিয়ার লোভ, ভালোবাসা এবং মায়া মমতা থেকে দূরে রাখে, তখন ব্যক্তি নেক আমলের প্রতি উৎসাহী হয় এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِهَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ -

"তোমরা স্বাদ ও মজা বিধ্বংসী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর।"
–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫৮

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুনিয়ায় সর্বোত্তম পরহেযগারী হচ্ছে, মৃত্যুর স্মরণ এবং সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে, চিন্তা-ভাবনা করা। যার মৃত্যু চিন্তা বেশি ভারী, সে তার কবরকে বেহেশতের একটি বাগান হিসেবে দেখতে পাবে।[১]

অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ কর। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে আল্লাহ তার অন্তরকে জীবিত করে দেন এবং মৃত্যুকে সহজ করে দেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (স) উপদেশ দিয়েছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা শান্তির ঘরে আছ এবং সফরে নিয়োজিত রয়েছো। সফর খুব দ্রুত। পথের সামগ্রী সংগ্রহ কর।[৩]

তিনি আরও বলেছেন, মৃত্যু মু'মিনের জন্য সুবাসযুক্ত ফুল ও উপহার স্বরূপ। আর অর্থ-সম্পদ হচ্ছে, মুনাফিকের বসন্ত। আর ঐ দুটো তার জন্য দোযখের সম্বল।[৪]

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ লোহার মধ্যে পানি লাগলে যেমন মরিচা পড়ে, তেমনি অন্তরসমূহেও মরিচা পড়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মরিচা দূর করার উপায় কি ? তিনি উত্তর দেন, মৃত্যুর স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত।[৫]

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত।

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ : مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَكْرَمُ النَّاسِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَشَدُّهُمْ اِسْتِعْدَادًا لَّهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ

"এক আনসার ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি কে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণ করে এবং সে জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা দুনিয়ার সম্মান এবং আখেরাতের মর্যাদা অর্জন করেছে।"–ইবনে মাযাহ, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, ইরাকী

---

১. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মোসনাদিল ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ।
২. ঐ ৩. ঐ ৪. ঐ ৫. ঐ

জীবিত ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, সে কি তার তো শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল না? তার কি ধন-সম্পদ ছিল া? কিন্তু আজ সেই সোনার শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর পোকা-মাকড় সওয়ার হয়ে সই শক্তি ও সৌন্দর্য আজ সত্যিকার অর্থে ধুলায় লুণ্ঠিত। মৃত্যু ও মৃতকে রণ করে নিজেকেও সে জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

২. কবর যেয়ারত

কবর যেয়ারত করলে মন নরম হয় এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এছাড়াও, াশা ছোট হয়, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে, চোখে কান্না আসে, উদাসীনতা দূর য় এবং ইবাদাতের জন্য চেষ্টার আগ্রহ জাগে। এ অন্ধকার পুরীতে আমাদের তই গৃহস্বামী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, নতা, কর্মী, ছাত্র, শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ তথা সকল স্তরের ানুষ শুয়ে আছে। আত্মীয়রা মৃতকে অন্ধকার পুরীতে মাটি ও কাঠ বা বাঁশ দিয়ে াফন করে ঘরে এসে সকল সহায় সম্পত্তি ভাগ ভাটোয়ারা করে নিল। এমন ক স্ত্রীকে পর্যন্ত বিয়ে করে নিল। সেখানে কি একটুও মন নরম হবে না? আগে য ঘরে নিজের কথা ও আদেশ চলতো, আজ সেখানে তার আদেশ অনুপস্থিত। ন্তান ও পরিবার ইসলাম বিরোধী হলে, নেক মুর্দার ঘরেই তার ইচ্ছা বিরোধী ৎপরতা চলতে থাকবে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا ـ

"আমি তোমাদেরকে (শিরকের ভয়ে) কবর যেয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন যেয়ারত কর।"–মুসলিম

তিনি আরো বলেন ঃ

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ـ

"তোমরা কবর যেয়ারত কর। কবর যেয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"–মুসলিম হাদীস নং ৯৭৬

নবী (স) বলেন ঃ

فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِى زِيَارَتِهَا عِبْرَةً وَّ عِظَةً ـ

"এখন যেয়ারত করো, কবর যেয়ারত কর, কবর যেয়ারতে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ।"–আহমদ

নিজ সন্তান ও পরিবার গড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজের মৃত্যুর ার ফেলে আসা পরিবারে যদি ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম চলতে থাকে, তাহলে

জীবন ও জ্ঞান বৃথা। রাসূলুল্লাহ (স) জীবিত অবস্থায় একবার জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে কবরে শুয়ে কবরের অবস্থা বাস্তবভাবে বুঝার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভব হলে আমাদের অনুরূপ করা উচিত।

৮. মৃত ব্যক্তির গোসল ও জানাযায় অংশগ্রহণ

মৃত ব্যক্তির গোসল এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে। আজ মৃত ব্যক্তি যে খাটিয়ার ওপর শায়িত, জীবিত অবস্থায় যদি তাতে একদিন শুয়ে আজকের অবস্থা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতো, তাহলে আজকের খাটিয়ায় শোয়া সফল হতো। এ শোয়া আর বিছানায় শোয়ার মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য।

হযরত ওসমান (রা) জানাযায় অংশগ্রহণের পর কবরে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ صَاحِبُهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ ـ(احمد، ترمذى، ابن ماجه)

"কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম পর্যায়। যদি কবরবাসী এ পর্যায়ে মুক্তি পায় তাহলে পরবর্তী পর্যায় সহজতর। আর যদি মুক্তি না পায় তাহলে পরবর্তী পর্যায় কঠোরতর।"–আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

৯. রোগী দেখা

অন্ধকার দেখে যেমন আলো বুঝা যায় তেমনি রোগী দেখে সুস্থ মানুষের সুস্থতা ও করণীয় উপলব্ধি করা যায়। তখন নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং একজন সুস্থ মানুষের যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা প্রয়োজন সেভাবে আনুগত্য করার শিক্ষা নিতে হবে। কেননা, অসুস্থ মানুষ ইচ্ছা থাকলেও ভালোভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে না। কোনো হাসপাতালে রোগী দেখতে গেলে অবশ্যই রোগীর মিছিল দেখা যায়। রোগ হচ্ছে মৃত্যুর প্রথম সোপান। অনেকেই রোগ থেকে আর আরোগ্য লাভ করতে পারে না। এমন জায়গা দেখে আসলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হবেই।

১০. নেক লোকদের সাথে সাক্ষাত করা

নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত করলে অন্তর জাগ্রত হয়। নেককার লোকেরা ইবাদাতে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে সওয়াব অর্জন করে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি ছাড়া তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ○ (الكهف : ٢٨)

"আপনি ঐ সকল লোকদের সাথে জড়িত থাকুন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে ও ইবাদাত করে। দুনিয়ার যিন্দেগীর সৌন্দর্যের কারণে তাদের ওপর থেকে আপনার চোখ যেন সরে না যায়। আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না, আমরা যাদের অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে উদাস করে দিয়েছি এবং যারা নিজের নফসের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তারা হচ্ছে সীমালংঘনকারী।"

—সূরা আল কাহ্ফ ঃ ২৮

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নেক লোকের সাহচর্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যারা পাপী ও নফসের পূজারী এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের অনুসারী, আমরা যেন তাদের সাথে না চলি এবং তাদেরকে অনুসরণ না করি।

১১. সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা

সুখ-দুঃখে এবং দিন-রাত সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ তাহলীল এবং মুখে ও অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে উপস্থিত হতে পারে। মৃত্যু উপস্থিত হলে এবং মুখে আল্লাহর স্মরণ জারি থাকলে সেই মৃত্যু অবশ্যই ভাল হবে। সাঈদ বিন মানসূর হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَمُوتَ يَوْمَ تَمُوتُ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

"রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ আমল উত্তম ? তিনি উত্তরে বলেন, যেদিন তোমার মৃত্যু হবে, সেদিন যদি তোমার জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে তরতাজা থাকে, তাই হবে উত্তম আমল।"—আল মুগনী ইবনে কুদামাহ

১২. তাকওয়ার অনুসরণ

ভাল মৃত্যুর উপায় এবং খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করা। তাকওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর আদেশ মানা ও

নিষেধ বা হারাম থেকে দূরে থাকা। অপর কথায় তাকওয়া হলো, ফরয ওয়াজিবগুলো পালন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর সাধ্য ও সুযোগ মতো অন্যান্য ইবাদাত করা হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়। কিন্তু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন না করে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٥ -(ال عمران : ١٠٢)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২

এ আয়াতে তাকওয়ার আদেশ দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ সত্যিকার মুসলমান হওয়া ছাড়া মরতে নিষেধ করেছেন। যারা তাকওয়া অর্জন করেনি তারা সত্যিকার মুসলমান হয়নি এবং সত্যিকার মুসলমান না হয়ে মারা গেলে পুরস্কার ও ফুলের বিছানা পাওয়া যাবে না। বরং আগুন ও শাস্তির মেহমানদারী ছাড়া ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি জীবন থেকে সামষ্টিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন এবং আদেশ ও নিষেধ মেনে চললেই তাকওয়া অর্জিত হতে পারে। যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বা আইন-কানুন মেনে চলে না, তারা তাকওয়া থেকে দূরে অবস্থান করছে। আর তাকওয়া থেকে দূরে অবস্থান করে ভাল মৃত্যুর আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজে দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে এর পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই দীন কায়েমের চেষ্টা চালাতে হবে।

বুজুর্গ ও নেক লোকেরা এ দোআটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ، وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِمَهٗ، وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ-

'হে আল্লাহ! আমার শেষ বয়সকে উত্তম জীবন, শেষ আমলকে উত্তম আমল এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনকে উত্তম দিবসে পরিণত করুন।'

শেষ মুহূর্তের গুনাহ খারাপ মৃত্যুর কারণ হয়। সহল বিন সা'দ আস-সায়েদী থেকে বর্ণিত। এক মুসলিম নবীর সাথে এক যুদ্ধে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্যান্য সাহাবীরা মনে করেন, আজ তাঁর চেয়ে অধিক পুরস্কার আর কেউ পাবে না। কিন্তু নবী (স) বলেন, সে জাহান্নামী। সাহাবারা ভাবেন, সে জাহান্নামে গেলে জান্নাতে যাবে কে ? পরে দেখা গেল, ক্ষতবিক্ষত সাহাবীটি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বুকের উপর তলোয়ার চেপে ধরে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা হলো বিরাট পাপ।

❐

মৃত্যু শয্যায় মহৎ ব্যক্তিবর্গ

মহৎ ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের মৃত্যুর মুহূর্তগুলো আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। এগুলো জানা থাকলে আমরাও তাদের অনুসরণের চেষ্টা করতে পারবো।

১. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ঃ তিনি সে কঠিন মুহূর্তে কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِلَى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

"আমার মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে।' অর্থাৎ তিনি আল্লাহর মতো মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে যেতে চাচ্ছেন।"

২. আবু বকর সিদ্দিক (রা) ঃ আল্লামা তাবারী বলেন, মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যা বলেন তাহলো ঃ

رَبِّ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ ـ

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত করান।"

৩. ওমর বিন খাত্তাব (রা) ঃ মৃত্যুর সময় মাটিতে গাল রেখে বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّىْ وَوَيْلٌ لِّىْ اُمِّىْ اِنْ لَّمْ يَرْحَمْنِىْ رَبِّىْ ـ

"হে মা! আমার ধ্বংস, আমার ধ্বংস, যদি আল্লাহ আমাকে দয়া ও রহম না করেন।"

৪. খলীফা ওসমান (রা) ঃ তাঁকে যখন বিদ্রোহীরা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো এবং দাঁড়ি বেয়ে রক্ত পড়ছিল তখন তিনি বলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَسْتَعِيْذُكَ وَاسْتَعِيْنُكَ عَلٰى جَمِيْعِ اُمُوْرِىْ وَاَسْأَلُكَ الصَّبْرَ عَلٰى بَلِيَّتِىْ ـ

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই (অকল্যাণ থেকে) আর আপনার সাহায্য চাই আমার প্রতিটি কাজে এবং বিপদে ধৈর্যধারণে শক্তি চাই।"

৫. মুআয ইবনে জাবাল (রা) ঃ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। মৃত্যুর সময় বলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتُ اَخَافُكَ وَاَنَا الْيَوْمَ اَرْجُوْكَ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اُحِبُّ الدُّنْيَا وَطُوْلَ الْبَقَاءِ فِيْهَا لِكُبْرَى الْاَنْهَارِ وَلَا لِغَرْسِ الْاَشْجَارِ وَلٰكِنْ لِطُوْلِ الْهَوَاجِرِ وَقِيَامِ لَيْلِ الشِّتَاءِ وَمُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ وَمُزَاحَمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَبِ عِنْدَ حِلَقِ الذِّكْرِ فَوَعِزَّتِكَ اَنَا اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ـ

"হে আল্লাহ ! আমি এতদিন আপনাকে ভয় করে এসেছি। কিন্তু আজ আমি আপনার প্রত্যাশী। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি বড় নদী কিংবা বৃক্ষরোপণের জন্য দুনিয়াকে ভালোবাসিনি এবং তাতে অবস্থান করতে চাইনি বরং আমি সেটা চেয়েছি উত্তপ্ত দুপুরের দীর্ঘ তাপ, শীতকালীন রাতের নামায, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট স্বীকার এবং ওলামায়ে কেরামের যিকরের কাফেলায় ভীড় জমানোর জন্য। আমি আপনার ইয্যতের শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।"

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাতের লক্ষে কষ্ট স্বীকার করাই ছিল বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য।

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ঃ মৃত্যুর সময় বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّ لِقَاءَكَ فَاَحِبَّ لِقَائِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমি অবশ্যই আপনার সাক্ষাতকে ভালোবাসি ; আপনিও আমার সাক্ষাতকে ভালোবাসুন।"

৭. সাহাবী আবুদ দারদা (রা) মৃত্যুর সময় বলেন ঃ আজকের এ দিনে আমার জন্য কে আমল করবে ? আজকের এ মুহূর্তে আমার জন্য কে আমল করবে ? আজকে আমার এ বিছানার জন্য কে আমল করবে ?

৮. সাহাবী আমর বিন আস (রা) মৃত্যুর সময় বলেন ঃ হে আল্লাহ! আজ এমন কেউ নেই যার কাছে ওযর পেশ করবো এবং এমন কোনো শক্তিধর নেই যে বিজয় লাভ করবে, আজ যদি আমি আপনার রহমত না পাই, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

৯. সাহাবী বেলাল (রা) ঃ মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী বলেন, হায় দুঃখ! বেলাল (রা) বলেন ঃ ওহ আনন্দ! আগামীকাল আমি মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো।[১]

---

১. اِتِّحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِيْنَ ـ

১০. ইমাম মালে[illegible] আনাস (র) মৃত্যুর সময় বলেন ঃ

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ -

"আগে পরে সকল বিষয়ের হুকুম ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর।"

১১. ইমাম শাফেঈ (র) ঃ ইমাম মোযানী (র) বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (র)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আজ সকালে কেমন কেটেছে ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘাঁটে উপস্থিত। বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছি, মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে হাযিরা দিতে যাচ্ছি ; আমি জানি না আমার আত্মা কি জান্নাতবাসী?—তাহলে তো অভিনন্দনযোগ্য—আর যদি জাহান্নামী হয় তাহলে শোকাতুর। এরপর তিনি নিম্নোক্ত চরণগুলো বলেন ঃ

'আমার মন যখন কঠোর হয় এবং চলার পথ সংকীর্ণ হয়' তখন আমি আপনার ক্ষমার আশা পোষণ করেছি। আমার গুনাহ বিরাট, কিন্তু যখন একে আপনার ক্ষমার সাথে তুলনা করেছি, তখন আপনার ক্ষমাকে আরো বিরাট দেখেছি।

আপনি সর্বদাই গুনাহ মাফ করেন—আপনি দয়া ও মর্যাদাবশতঃ ক্ষমা করে থাকেন।'

১২. মাকহুল শামী ঃ তিনি একজন বড় তাবেঈ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় যখন সবাই পেরেশান তখন তিনি হাসেন। তাঁকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করায় বলেন ঃ আমি কেন হাসবো না ? আমি যাদেরকে ভয় করতাম তাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং যাকে আশা করতাম তার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

১৩. আদম বিন আবু ইয়াস ঃ তিনি সিরিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, ইমাম ও হাফেয ছিলেন। তিনি ২২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় কুরআন খতম করেন এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে আজ মৃত্যুর সময় তুমি আমার সাথী হয়েছো। আজ আমি তোমার প্রত্যাশী। তারপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চিরবিদায় নেন।

১৪. আবদুল্লাহ বিন মোবারক (র) ১৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি হাসেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ -

"এরূপ অবস্থার জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।"

—সূরা আস সাফফাত ঃ ৬১

এরপর নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো উচ্চারণ করেন ঃ

"আমি গুনাহ সহকারে রওয়ানা হয়ে আপনার দরজায় উপস্থিত, আমি ভীত আপনি তা ভাল করেই জানেন।"

আমি গুনাহকে ভয় করি, আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন নেই, আমি আপনার প্রত্যাশী, আশাবাদী ও ভীত, আপনাকে ছাড়া আর কার প্রত্যাশা ও ভয় করবো ? আপনার ফায়সালার বিরোধী কে আছে ?

হে আমার রব! আমার আমলনামা দিয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না হাশরের দিন, যে দিন আপনি সবার আমলনামা প্রকাশ 'করবেন।'

১৫. রোবাই বিন খোছাইম (রা) ঃ তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কান্নারত মেয়েকে লক্ষ্য করে বলেন, কেন কাঁদছো ? বরং বল

'সুসংবাদ, কল্যাণ এসেছে।'

১৬. ইমাম আ'মাশের মৃত্যু উপস্থিত হলে তাঁর ছেলেরা কান্না শুরু করে। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

হে সন্তানেরা, তোমরা কেঁদো না, সে আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া আর সত্য কোনো মাবুদ নেই, দীর্ঘ ৬০ বছর ইমামের সাথে নামাযের জামাআতে আমার তাকবীরে তাহরীমা ছুঁটেনি।

১৭. ইবনে ইদরিস ঃ তিনি ছিলেন একজন বড় আবেদ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত। তাঁর মৃত্যুর সময় ছেলে তাঁর শিয়রের কাছে বসে কাঁদছিল। তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল, এ ঘরে তাঁর নাফমানী কর না। আল্লাহর কসম, এ ঘরে আমি চার হাজার বার কুরআন খতম করেছি।

১৮. ইমাম আবু যারআহ (র) ঃ তাঁর মৃত্যু শয্যায় যখন তাকে কালেমা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এবং মুআয (রা) কর্তৃক নবী করিম (স)-এর এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয় যে,

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

"যে ব্যক্তির দুনিয়ায় সর্বশেষ বাণী হয় কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (আবু দাউদ), তখন তিনি হাদীসটি সনদ সহকারে উল্লেখ করে তা পাঠ করেন।

ঐ সময় তার রূহ বেরিয়ে যায়। কতই না উত্তম মৃত্যু!

১৯. হাসান বিন আলী (রা) ঃ তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমাকে ঘর থেকে উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বের কর, যেন আমি আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যের দিকে নজর করে তাঁর নিদর্শন দেখতে পারি। খোলা মাঠে বের করে আনার পর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি আমার আত্মাকে আপনার কাছে সওয়াবের আশাবাদী দেখতে পাচ্ছি। আমার আত্মাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান।

২০. আবু বকর বিন হাবীব ঃ তিনি ইমাম ইবনুল জাওযীর শিক্ষক ছিলেন। মৃতুর সময় তিনি নিজ বন্ধুদেরকে তিনটি উপদেশ দেন ;

১. তাকওয়া অনুসরণ করা ২. একাকী আল্লাহ্‌র পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ রাখা, ৩. নিজ মৃত্যুকে ভয় করা। তিনি বলেন ঃ আমি ৬১ বছর জীবিত ছিলাম। আমি দুনিয়া দেখেছি। তারপর লোকদেরকে বলেন, আমার কপালে ঘাম বেরিয়েছে কিনা দেখ। তারা বললো, হ্যাঁ ঘাম বেরিয়েছে। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌, এটা মু'মিনের আলামত। তিনি এর দ্বারা এ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে,

يَمُوْتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ۔

"মৃত্যুর সময় মু'মিনের কপাল ঘর্মাক্ত হয়।" তারপর দু' হাত দোআর উদ্দেশ্যে বিছিয়ে দিয়ে নিম্নোক্ত চরণ দুটো পাঠ করেন ঃ

'হায়! আমার হাত আপনার কাছে বাড়িয়ে দিয়েছি, তা অনুগ্রহ ও দয়া দিয়ে ফিরিয়ে দিন, শত্রু যেন না হাসে।'

❑

মৃত্যু কামনা করা

মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে আসবেই। সে সময় আসার আগে ইবাদাত করে সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। তাই বলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে মৃত্যু কামনা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোনো দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে কিছু বলতেই হয় তাহলে সে যেন বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ-

"হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখ এবং মৃত্যু যখন কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর।"[১]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন দ্রুত মৃত্যুর জন্য দোআ না করে। কেননা, কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে মু'মিনের হায়াত তার কল্যাণ বৃদ্ধি করে।[২]–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে যদি নেককার হয় তাহলে সে আরো বেশি নেক কাজ করবে। আর যদি গুনাহগার হয় তাহলে গুনাহ থেকে ফিরে এসে তাওবাহ করবে।–বুখারী

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা কর না। কেননা, কবরের অবস্থা খুবই ভয়ানক। হায়াত বৃদ্ধি মু'মিনের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। যার ফলে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ পায়।[৩]

অবশ্য কেউ যদি নিজের নফসের উপর ফেতনার আশংকা করে কিংবা গুনাহ ও খারাপ কাজের ভয় করে তাহলে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুরূপ দোআ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) দোআ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি

---

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই সংখ্যা, ১৯৯৩ ; সৌদী আরব।

২. ঐ

৩. ঐ

তোমার কাছে নেক কাজ করা, গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ফকীর মিসকীনকে ভালোবাসার দোআ করি। তুমি যদি লোকদের মধ্যে ফেতনা দেখ তাহলে আমাকে ফেতনাহীন অবস্থায় তোমার কাছে উঠিয়ে নাও।[১]

ওমর বিন খাত্তাব (রা) নিম্নের দোআটি করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার শক্তি কমে গেছে। বয়স বেশি হয়ে গেছে এবং আমার প্রজা বেড়ে গেছে। সুতরাং তুমি আমাকে ভ্রান্ত না করে ক্রটিহীন অবস্থায় উঠিয়ে নাও।[২] ঐ মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ـ

"সেই ব্যক্তি উত্তম, যার হায়াত বেড়েছে এবং আমলও সুন্দর হয়েছে। আর সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট, যার হায়াত বেড়েছে কিন্তু আমল সুন্দর হয়নি।"
–আহমদ, তিরমিযী, হাকেম

এ হাদীস দ্বারা হায়াত ও নেক আমল বৃদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে। হায়াত বৃদ্ধি সত্ত্বেও নেক আমল না বাড়লে তাকে মন্দ ও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে।

❐

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই সংখ্যা, ১৯৯৩ সৌদী আরব।
২. ঐ

মৃত্যুকে ভালোবাসা

মৃতুকে অপসন্দ করা এক জিনিস আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ভিন্ন জিনিস। বুখারী শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে পসন্দ করেন, আল্লাহ্ও তার সাথে সাক্ষাতকে পসন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুর প্রতি অপসন্দতো আছে, আমরা সবাই মৃত্যুকে অপসন্দ করি। তিনি বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়। কিন্তু মু'মিনকে যখন আল্লাহ্র রহমত, সন্তুষ্টি ও বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী হয়। তখন আল্লাহ্ও তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান। পক্ষান্তরে, কাফেরকে আল্লাহ্র আযাব ও অসন্তুষ্টির দুঃসংবাদ দেয়া হলে সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে অপসন্দ করে। তখন আল্লাহ্ও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন।[১]

আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যুর প্রতি অনীহা ও কঠোর মনোভাব পোষণ থেকে কেউ মুক্ত নয়। কিন্তু আমার মতে, দুনিয়ার প্রতি অগ্রাধিকার ও অধিক ঝোঁক প্রবণতা এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি অনীহা খুবই খারাপ জিনিস। এ মর্মে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَانُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ۝ اُوْلٰئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝ - يونس : ٧-٨

"যারা আমাদের সাক্ষাত প্রত্যাশা করে না, বরং তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত এবং যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বেখবর ; এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম সে সবের বিনিময় হিসেবে, যা তারা অর্জন করলো।"–সূরা ইউনুস ঃ ৭-৮

ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, আল্লাহ্র সাক্ষাতের জন্য বান্দার আগ্রহ ও ভালোবাসা বলতে বুঝায়, দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া। ফলে সে দুনিয়ায় অব্যাহত জীবন যাপন করা পসন্দ করবে না। বরং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

ইমাম নববী (র) বলেনঃ রূহ কবযের সময় তাওবা কবুল হয় না। যাদের তাওবা কবুল হয় না, মৃত্যুর প্রতি তাদের অনীহা এবং যাদের তাওবা কবুল হয় মৃত্যুর প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বান্দাহ তখনই বুঝতে পারে তার

---

১. আল আহাদীস আল কুদসিয়া-২য় খণ্ড, ১৩ পৃঃ।

পরিণতি কি হতে যাচ্ছে। উল্লেখিত হাদীসে মৃত্যুকে ভালোবাসা ও অপসন্দ করার তাৎপর্য এটাই।

তামীম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ কোনো বান্দাহ্র উপর সন্তুষ্ট হলে বলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার রূহকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে প্রশান্তি দেব। তার আমল আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাকে পরীক্ষা করেছি এবং আমি যা পসন্দ করি তাকে ঠিকমত সেভাবেই পেয়েছি। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সাথে আরো ৫শ ফেরেশতা নিয়ে নাযিল হন। তাদের কাছে সুঘ্রাণযুক্ত ফুলের শাখা ও মূল জাফরান থাকে। সকলেই একই ধরনের সুখবর দিতে থাকেন। ফেরেশতারা রূহ্ বের করার জন্য দু সারিতে দাঁড়ান। তাদের হাতে থাকে সুঘ্রাণযুক্ত ফুলের শাখা। ইবলিস তাদের প্রতি লক্ষ্য করে মাথার মধ্যে হাত রেখে হা-হুতাশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, শয়তানের চেলা-চামুণ্ডারা জিজ্ঞেস করে, হে সর্দার! আপনার কি হয়েছে? ইবলিস জবাব দেয়, তোমরা কি দেখ না, এ লোকটিকে কি পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে? তোমরা এ ব্যক্তি থেকে কোথায় ছিলে? তারা উত্তরে বলবে, আমরা তার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও সে নিষ্পাপ রয়েছে।-এহ্ইয়া উলুমিদ্দীন-ইমাম গাযালী। মু'মিন ব্যক্তিরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আল্লাহ মু'মিন বান্দাহকে ভালোবাসেন। তিনি তার প্রতি সদয় ও মেহেরবান। তিনি বান্দাহর ক্ষতি চান না। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, যে আমার অলী বা বন্ধুকে অপমান করে সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে হালাল ঘোষণা করে। ফরয ইবাদাতের মাধ্যম ছাড়া বান্দাহ্ অন্য কোনো উপায়ে আমার নৈকট্য বেশি অর্জন করতে পারে না। তবে বান্দাহ্ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। যার ফলে আমি তাকে ভালোবাসি। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দেই এবং দোআ করলে আমি তা কবুল করি। আমি তার রূহ্ হরণ করার ব্যাপারে যতবেশী ইতস্তত করি অন্য কোনো ব্যাপারে এত ইতস্তত করি না। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার ক্ষতিকে অপসন্দ করি।[১]

বুখারী শরীফে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একই হাদীসে কুদসীতে আরো একটু বেশি বর্ণনা আছে। আর তাহল, 'তার জন্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

যেহেতু সবাইকে মরতে হবে, সেজন্য মু'মিন বান্দাহকেও মরতে হবে। সে না মরলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে কিভাবে? মু'মিন মরতে চায়

১. আল আহাদীস আল কুদসিয়া-২য় খণ্ড, ১৩ পৃঃ।

না বলেই আল্লাহ্ তার রূহ হরণের বিষয়ে ইতস্তত করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দেন। মৃত্যু না দিলে তার পুরস্কার দেয়া যাবে না এবং এটা তার জন্য ক্ষতি। আল্লাহ্ তার ক্ষতি চান না।

মৃত্যুকে ভালোবাসার একটি বাস্তব নজীর পেশ করছি। আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক নেক লোক একদিকে কবরস্থান ও অন্যদিকে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের মাঝামাঝি বসা ছিলেন। অন্য আরেক নেক লোক সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বসে থাকা লোকটিকে বললেন, তোমার সামনে পৃথিবীর দুটো ভাণ্ডার বিদ্যমান। একটি হলো মানুষের ভাণ্ডার যা কবর ধারণ করে আছে। অপরটি হল, ধন-সম্পদের ভাণ্ডার যা এ স্থানে আবর্জনার আকারে পড়ে আছে। সম্পদের শেষ পরিণতি হলো আবর্জনা। শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ দুটো ভাণ্ডারই যথেষ্ট।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর–সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াতের তাফসীর ঃ

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ ঃ 'যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।')

–বরাত মাআরেফুল কুরআন

মৃত্যু ও কবরের প্রতি আমাদের পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গী

কোতাইবা বিন আতাবাহ্ থেকে বর্ণিত। আমি সুফিয়ান বিন আতাবার এমন কোনো মজলিশে বসিনি যে মজলিশে তিনি মৃত্যুর কথা স্মরণ করেননি। আমি তাঁর চাইতে কাউকে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করতে দেখিনি। কোতাইবা এবং সুফিয়ান দু'জনই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।[১]

এক নেককার লোক ছিলেন যিনি কোনো গুনাহ্ করলে একটি কাগজের দিকে তাকাতেন। সে কাগজে লিখা ছিল ; 'নেক আমল কর, তোমার মৃত্যু নিকটবর্তী।'[২]

বর্ণিত আছে, ওমর বিন আবদুল আযীয (র) মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর কথা ভুলতেন না।

তিনি প্রতি রাতে ফেকাহবিদদের ডাকতেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করতেন। আর তাদের সামনে কোনো না কোনো জানাযা উপস্থিত থাকতো।[৩]

ইমাম মালেক (র) কবরস্থানে যেতেন এবং বলতেন ঃ আগামীকাল মালেক এরূপ হবে, কবরে কোনো বালিশ থাকবে না।[৪]

সাহাবী আমর (রা) মৃত্যু যন্ত্রণার সময় বলেন ঃ হে বৎস! আমি যেন একটি কাঠের উপর, আসমান যেন যমীনের উপর এসে পড়েছে, আর আমি এর মাঝে অবস্থিত।[৫]

সাহাবী আবুদ দারদা (রা) বলতেন ঃ আমি কি আমার অভাবের দিনের কথা বলবো ? সেটি হচ্ছে আমার কবরে যাত্রার দিন।[৬]

আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা কিভাবে আনন্দ-ফুর্তি করবো ?

وَالْمَوْتُ مِنْ وَّرَاءِنَا وَالْقَبْرُ اَمَامَنَا وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُنَا وَعَلٰى جَهَنَّمَ طَرِيْقُنَا وَبَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ مَوْقِفُنَا -

---

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, ২১ আগস্ট-২০০০। ২. ঐ, ৩. ঐ, ৪. ঐ, ৫. ঐ।
৬. সাপ্তাহিক আদ দাওয়াহ–১১ এপ্রিল, ২০০২, রিয়াদ।

"মৃত্যু আমাদের পেছনে, কবর সামনে, কেয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত সময়সীমা, জাহান্নামের উপর দিয়ে রাস্তা (পুলসিরাত) এবং আল্লাহর সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে।"[১]

প্রখ্যাত মুফাস্সির আতা বিন আবি রেবাহ্ রাতের অন্ধকারে কবরে যেতেন এবং বলতেন : আতা আগামীকাল কবরে।[২]

ওমর বিন আবদুল আযীয (র) কোনো কবর দেখলে তাকিয়ে কাঁদতেন এবং বলতেন : এগুলো আমার পূর্বপুরুষের কবর, মনে হয় যেন তারা এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে অংশগ্রহণ করেননি। আজ তারা চিত হয়ে শুয়ে আছেন, তারা প্রাচীন হয়ে গেছেন এবং বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু তাদের দেহে বিরাজ করছে। কবর এমন একটি মনযিল যেখানে তোমাকে কিছুক্ষণ বা কয়েক বছর পর যেতে হবে।

কোনো মুসলমান তাতে সন্দেহ পোষণ করে না। তাই মৃত্যুর সম্বল সংগ্রহের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।[৩]

ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, তারা কোনো জানাযায় অংশ নেয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজেদের মৃত্যু ও মৃত লাশের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।[৪]

আতা সোলামী নামক জনৈক বুযুর্গ জানাযার দিকে তাকালে সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, এক জানাযায় এক লোক আরেক লোকের সাথে হাসাহাসি করছে, তিনি দুঃখের সাথে বলেন, আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলবো না।[৫]

একদিন মালেক বিন দীনার (র) কবরস্থানে প্রবেশ করে দেখলেন যে, একটি লাশ দাফন করা হচ্ছে। তখন নিজে নিজে বলেন, আগামী দিন তোমারও একই অবস্থা হবে। কবরে কোনো বালিশ থাকবে না—একথা বলতে বলতে তিনি কবরের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন।[৬]

ওমর বিন জার নামক এক বুযুর্গ অন্য এক ব্যক্তির লাশ কবরে দাফন করতে দেখে বলেন : তুমি দুনিয়ার সফর শেষ করেছো, তাই তোমার জন্য সুখবর! এখন তুমি কবরে কল্যাণময় অবস্থায় আশ্রয় নিচ্ছ।[৭]

১. সাপ্তাহিক আদ দাওয়াহ–১১ এপ্রিল, ২০০২, রিয়াদ।
২. ঐ, ৩. ঐ, ৪. ঐ, ৫. ঐ, ৬. ঐ, ৭. ঐ।

বিবেকের প্রতি মৃত্যুর দাবী

হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছেন ঃ

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْهَا قَبْلَ اَنْ تُوْزَنُوْا وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ يَوْمَ لَاتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ-

"তোমাদের কাছ থেকে হিসেব গ্রহণের আগে নিজেই নিজের হিসেব কর। তোমাদের কাছ্ থেকে আমলের পরিমাপ গ্রহণের আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের আমলের পরিমাপ কর এবং সেই বড়দিনের প্রদর্শনীর জন্য নিজেদেরকে সাজাও যেদিন কোনো কিছু তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না।"[১]

হযরত ওমর (রা) সেই মহান হাশরের দিনের হিসেব-নিকেশের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা সকল মানুষের মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে। হিসেবের দিন তো হিসেব সবাই দেখবে, কিন্তু এর আগেই যদি সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে যথার্থ লাভ হতে পারে। এ হিসেব-নিকেশকে আত্ম-সমালোচনা বলা হয়। প্রতি দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর ধরে আত্ম-সমালোচনা করে যদি গোটা জিন্দেগীর একটা হিসেব দাঁড় করানো যায়, তাহলে তা সর্বোত্তম। এর মাধ্যমে বুঝা যাবে, একজন মু'মিন বান্দাহ তার জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কি পরিমাণ বাস্তবায়ন করেছে এবং কি পরিমাণ ছেড়ে দিয়েছে, কি পরিমাণ নেক এবং কি পরিমাণ পাপ করেছে। ফলে সে সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। পরবর্তীতে এর ক্ষতিপূরণের জন্য তাওবা, দান, সদকাহ এবং বেশি বেশি করে ইবাদাত করে পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা সহজ হবে।

মিসরের ইখওয়ান নেতা শহীদ হাসানুল বান্না (র) বলেছেন, 'দায়িত্ব কর্তব্য সময়ের চেয়েও অধিক। তোমার নিজের কাজ থাকলে তা সংক্ষেপে সেরে নাও এবং অন্যকে সময়দান করে উপকৃত কর।"[২]

একটি বিশেষ উপদেশ বর্ণিত আছে। সেটি হচ্ছে, "সময় তলোয়ারের মত ধারাল। তুমি যদি তাকে কাটতে না পার, সে তোমাকে অবশ্যই কাটবে।"[৩]

---

১. সাপ্তাহিক আদ দাওয়াহ, ১-৫-১৪১২ হিঃ মোতাবেক ৭-১১-১৯৯১ খৃঃ সংখ্যা, রিয়াদ, সৌদী আরব। ২. ঐ ৩. ঐ

প্রখ্যাত আরব কবি সম্রাট শওকী বলেছেন ঃ

'সময় হচ্ছে হৃদকম্পের মত
আর ঘণ্টা হচ্ছে, মিনিট ও সেকেন্ড।'

আমরা মৃত্যুর জন্য চিন্তা করার সময় পাই না। কিন্তু যখন চিন্তা করবো, তখন আর সময় থাকবে না। ট্রেন প্লাট ফরমে দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টা বাজলেই ছেড়ে যাবে। তখন আর প্রস্তুতির সময় কোথায় ? প্রস্তুতিতো আগেই নিতে হয়। বৃদ্ধকাল হচ্ছে জীবনের শেষ ঘণ্টা। এটাকে মৃত্যু ঘণ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না। তখন মানুষের মধ্যে মৃত্যু চিন্তা জাগরিত হলে তাতে ফায়দা বেশি পাওয়া যায় না। তার উদাহরণ হচ্ছে, বৃদ্ধ অত্যাচারী বাঘের শিকার না ধরার মতো সাধুতা। যৌবনে কে আল্লাহর কাছে কতটুকু আত্মসমর্পণ করেছে সেটাই দেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হাশরের দিন ৫টি জিনিসের হিসেব দেয়ার আগে কাউকে এক পা নাড়াতে দেয়া হবে না। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) সময়, (২) যৌবন, (৩) জ্ঞান, (৪) সম্পদ কিভাবে আয় করেছে এবং (৫) কিভাবে ব্যয় করেছে।–তিরমিযী

তাই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে।

আল্লাহ কুরআনে আরো বলেছেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى-

"তোমাদেরকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি। পুনরায় মাটিতেই ফিরিয়ে আনবো এবং তা থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থান করবো।"

–সূরা ত্বাহা ঃ ৫৫

মাটির সন্তানকে আবার মাটিতে মিশে যেতে হবে। কোটিপতি ও লাখপতিকেও মাত্র কয়েক টাকার সাদা কাফনের কাপড়ে ঢেকে দাফন করা হবে। তাই অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য যেন কাউকে মৃত্যু থেকে ভুলিয়ে না রাখে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ٥ - الحديد : ٢٠

"দুনিয়ার জীবন হচ্ছে ধোঁকার উপকরণ।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২০

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং সম্পদের প্রাচুর্যে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং মৃত্যু ও কবরের কথা ভুলে যায়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط (محمد : ٣٦)

"দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও তামাশার মতো।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৬

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ - المنفقون : ٩-١١

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না রাখে। যারা ঐ রকম হয়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের মৃত্যু আসার আগেই আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে খরচ কর। যেন এ আফসোস করা না লাগে ; হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে অল্প সময়ের সুযোগ দিয়ে মৃত্যুকে পিছিয়ে দিতে তাহলে আমি সদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। কোনো প্রাণের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কখনও তা পিছিয়ে দেন না। তোমরা যা আমল ও কাজ কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরো ওয়াকিফহাল আছেন।"–সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯-১১

এ আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, সম্পদ ও সন্তান আল্লাহর স্মরণ, ইবাদাত, আনুগত্য ও হুকুম পালন থেকে দূরে রাখে কিংবা উদাসীন করে রাখে। মানুষ এগুলোর পেছনে এত ব্যস্ত থাকে কিংবা এগুলোকে এত ভালবাসে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের সময় পায় না এবং এর প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। তখন হঠাৎ করে মৃত্যু এসে হাযির হয় এবং পুঞ্জিভূত সম্পদ থেকে দান করার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।

মৃত্যুর পয়গাম আসার সাথে সাথে ভুল ভেঙে যায়। তখন আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ বিলির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার মৃত্যু এক মিনিটও বিলম্বিত করা হবে না। নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই মৃত্যু হাযির হয়ে যাবে এবং প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাবে। তখন নেক কাজের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাবে। যদি তাকে অনেক আগে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় তাহলে আর আফসোসের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কোথায় সে বিবেক যে এ পরামর্শ গ্রহণ করবে ?

রাসূলুল্লাহ (স) এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে গরীব ? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বলেন, যার সম্পদ নেই সে-ই গরীব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, না, সে-ই গরীব যার নেক আমল কম।

আজকের ধনী পরকালের গরীব, যদি তার নেক আমল কম হয়। ইসলামে ধনী গরীবের দৃষ্টিভঙ্গিই ভিন্ন। যার নেক আমল বেশি সে-ই ধনী আর যার নেক আমল কম সে গরীব ও অসহায়।

আল্লাহ কবর থেকে শুরু করে দোযখ পর্যন্ত আযাব থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টার সাথে সাথে তাঁর কাছে দোয়ার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ মু'মিনদেরকে এভাবে দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ٥

"হে আল্লাহ ! আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বন্ধু ও অভিভাবক, আমাকে মুসলমান করে মৃত্যু দিন এবং নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০১

এভাবে আল্লাহ বাঁচার সকল পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের উপর নির্ভর করে ; তারা ভালোভাবে মরার চিন্তা ও চেষ্টা করবে কিনা। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে পরিচিত ও অপরিচিত সকল মানুষ চলে যাচ্ছে। তাদের কথা মনে পড়লে নিজেকে অসহায় মনে হয়। কিন্তু এ অসহায়ত্ব দূর করার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুত করে ধরা এবং তার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥ - الحديد : ٢٠

"তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং সন্তান ও সম্পদের প্রাচুর্য ছাড়া আর কিছু

নয়। যেমন বৃষ্টির ফলে সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, তুমি তাকে পীত-হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায় আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।”—সূরা হাদীদ ঃ ২০

এ আয়াতে দুনিয়ার যিন্দেগীর সর্বোচ্চ লক্ষমাত্রা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তা শুধু সন্তান ও সম্পদের আধিক্য, গর্ব-অহংকার ও সাজ-সজ্জার প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলার মতো সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে। এর উত্তম উদাহরণ হলো, কৃষকের সুন্দর ফসল। একদিন তা ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। কাজেই এর পেছনে সময় ব্যয় না করে পরকালের মতো স্থায়ী বাসস্থানের পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা দরকার।

জান্নাত ও জাহান্নাম বান্দার অতি নিকটে। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্‌টার জন্য কাজ করবে। এ মর্মে আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ-

‘জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজ জুতার ফিতা অপেক্ষাও নিকটতর। আর জাহান্নামও অনুরূপ নিকটতর।’—বুখারী

মৃত ব্যক্তির লাশের পাশে কোনো জীবিত লোক শুয়ে তার ও মৃতের মধ্যকার বাস্তব পার্থক্য অনুভব করতে পারে। দুটো দেহের মধ্যে বাহ্যতঃ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। তাহলে পার্থক্যটা কি ? পার্থক্য হলো, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এ মরদেহের আর কোনো মূল্য ও প্রয়োজন নেই। তাহলে, এ দেহের সেবা ও পূজা আর কত ?

❑

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যে দোআ পড়বেন

মৃত্যু উপস্থিত হলে, ব্যক্তির কাছে শয়তান ও ফেরেশতারা আসে। শয়তান চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা ও ফেতনা শুরু করে দেয়। অথচ এটাই হচ্ছে চিরন্তন জীবনের সৌভাগ্যের শুভ মুহূর্ত। তখন নেক মৃত্যু হলে, পরকালে সর্বত্র বেহেশতের শান্তি পাওয়া যাবে। আর তখন খারাপ মৃত্যু হলে পরকালে দোযখের বিপদ আর মুসীবত ছাড়া কিছু নেই। সেজন্য ঐ মুহূর্তের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার দরকার। তাই হাদীসে ঐ ব্যাপারে বহু আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হও, তার সামনে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। তখন বুদ্ধিমান পুরুষ ও নারী পর্যন্ত মৃত্যু দেখে ঘাবড়ে যায়। অথচ শয়তান তখন ঐ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখা তলোয়ারের এক হাজার আঘাতের চেয়েও আরো মারাত্মক। আল্লাহর শপথ, দুনিয়ায় মু'মিনের রূহ বের হওয়ার সময় তার প্রতিটি লোমকূপ ব্যথিত হয়।[১]

ঐ সকল মু'মিনকে শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরী যাতে করে সে দোজাহানের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। সেই কারণে ঐ জাতীয় ব্যক্তির কাছে নেক লোক ও আলেমদেরকে উপস্থিত রাখা উত্তম। তারা তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা দেবেন, তার জন্য দোআ করবেন, ভাল কথা বলবেন, বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং তাদের আমীন ফেরেশতার আমীনের সাথে মিলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ তোমরা রোগী কিংবা মুর্দার কাছে হাযির হলে ভাল কথা বল। তোমরা যা বল, ফেরেশতারা তা শুনে আমীন বলেন।[২]

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আবু সালামা মারা যায় তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসি এবং বলি, আবু সালামা মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে মাফ কর এবং তারপর আমাকে উত্তম জিনিস দান কর। উম্মে সালামা ঐ দোআ

---

১. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।

২. আত তাযকেরা-১৪ পৃঃ।

করেন। ফলে আল্লাহ্ আমাকে তাঁর চেয়েও উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে দান করেছেন।[১] অর্থাৎ পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

বান্দা যখন বলে ঃ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা ঠিক ও সত্য বলেছে।

বান্দা যদি বলে ঃ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ

আল্লাহ উত্তরে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি এক ও একক।

বান্দা যখন বলে ঃ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমার কোনো শরীক নেই।

বান্দা যখন বলে ঃ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমার জন্যই বাদশাহী ও প্রশংসা।

বান্দা যখন বলে ঃ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এ যিকর করার সৌভাগ্য লাভ করবে তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।[২]

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির এ দোআ পড়া ভাল। নিজে পড়তে না পারলে অন্য কেউ তা পড়ে শুনাতে পারে। এছাড়াও আরো দোআ আছে। সেগুলোও পড়া ভাল।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবু হুরাইরা (রা)-কে অসিয়ত করে গেছেন। হে আবু হুরাইরা! আমি কি তোমাকে এমন একটি যথার্থ দোআ বলবো না মৃত্যুর সময় কেউ তা পাঠ করলে সে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে ? যখন তুমি প্রথম দিন অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন ধারণা করবে যে, তুমি সকাল

১. আত তাযকেরা-১৪ পৃ.।

২. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩, সৌদি আরব।

বেলায় ভাববে সন্ধা পর্যন্ত জীবিত থাকবে না এবং সন্ধ্যা হলে ভাববে সকাল বেলা পর্যন্ত বাঁচবে না। জেনে রাখ, তুমি প্রথম অসুস্থতার সময় নিম্নের দোআটি পড়লে আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তুমি বলবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا كِبْرِيَاءُ رَبِّنَا وَجَلَالِهِ وَقُدْرَتُهُ كُلِّ مَكَانٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ اَمْرَضْتَنِىْ لِتَقْبِضَ رُوْحِىْ فِىْ مَرَضِىْ هٰذَا فَاجْعَلْ رُوْحِىْ مَعَ اَرْوَاحِ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنٰى وَاَعِذْنِىْ مِنَ النَّارِ كَمَا اَعَذْتَ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنٰى-

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনিই বাঁচান এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি মৃতুবরণ করেন না। আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি বান্দা ও দেশসমূহের প্রতিপালক। সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য অধিক, ভাল ও মোবারক প্রশংসা। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আমাদের বড়। আমাদের মহান রবের জন্যই সকল গর্ব-অহংকার। সকল জায়গায় তাঁর শক্তি বিদ্যমান। হে আল্লাহ! যদি তুমি এ রোগে আমার রূহ হরণ করতে চাও তাহলে আমার রূহকে ইতিপূর্বে হরণকৃত নেক রূহগুলোর সাথে একত্রে রাখ এবং আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

তুমি যদি ঐ রোগে মৃত্যুবরণ কর তাহলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করবে এবং তুমি যত গুনাহই করে থাক না কেন আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন।[১]

মৃত্যুকালীন সময়ে ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য আরো যা করা দরকার সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের রোগী ব্যক্তিরা ভারী হয়ে যায় তখন তাদেরকে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার জন্য বাধ্য করে বিরক্ত কর না। কিন্তু তাদের সামনে তা উচ্চারণ কর। কেননা কালেমার মাধ্যমে কোনো মুনাফিকের মৃত্যু হবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দোআ শুনাও ঃ

---

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই, ১৯৯৩, সৌদী আরব।

لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি সংযমশীল ও দাতা। সাত আসমান ও মহান আরশের রবের জন্য পবিত্রতা। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, জীবিতদের জন্য ঐ দোআটি কেমন ? তিনি উত্তর দেন, 'বেশ ভাল'।[১]

প্রিয়নবী (স) আরো বলেছেন, তোমরা মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির সামনে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাক। মৃত্যুর সময় যে ব্যক্তির শেষ কথা কালেমা হবে সে যে কোনো এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করবে। যদিও এর আগে সে শাস্তি পেয়ে থাকুক না কেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির সামনে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড় এবং বল, 'টিকে থাক', 'টিকে থাক।' আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই। দোআটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ ، اَلثَّبَاتُ اَلثَّبَاتُ، وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰـهِ-

মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে কালেমা বলার জন্য চাপ দেয়া বা পিড়াপিড়ি করা ঠিক নয়। তখন তাকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ঐ পরীক্ষার মধ্যে যদি কোনো কারণে সে বলে ফেলে, 'না' আমি কালেমা পড়বো না, তাহলে তা হবে বিরাট ভুল। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশিত পন্থাই উত্তম। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি মৃত্যু নিকটবর্তী লোকের কাছে বসে তাহলে তাকে যেন কালেমা পড়ার জন্য চাপ না দেয়। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি জিহ্বা, হাতের ইশারা, চোখ কিংবা অন্তর দিয়ে তা পড়তে পারে।[২]

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক ব্যক্তির কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হলো। ফেরেশতা ঐ ব্যক্তির অন্তরের দিকে তাকিয়ে ঈমানের কিছু না পেয়ে তার মুখ খুলে দেখে, তার জিহ্বা তালুর সাথে লাগা আছে এবং সে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ছে। ইখলাসের কারণে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩]

---

১. মাসিক আল মানহাল, জুলাই সংখ্যা, ১৯৯৩ ; সৌদী আরব।
২. ঐ
৩. ঐ

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ "মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির কাছে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। মু'মিনের রূহ পানির ছিঁটার মত হরণ করা হয়। আর কাফেরের রূহ হরণ করা হয় গাধার মতো।"

কালেমা ব্যক্তির রূহ বের হওয়াকে সহজ করে, বিপদকে দূর করে এবং চেহারায় আনন্দ ও খুশীর ঢেউ বইয়ে দিতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির সামনে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তা বলবে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় তা বলে তাহলে কি হবে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেটা আরো বেশি বেহেশত ওয়াজিবকারী হবে। আমার প্রাণ যার হাতে সেই সত্তার কসম করে বলছি, আসমান ও যমীন সহ এবং তাতে ও তার নীচে যত জিনিস আছে সেগুলোকে এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' রাখলে কালেমার পাল্লা বেশি ভারী হবে।

শয়তান মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে এসে তার ঈমান নষ্ট করতে পারে। তা থেকে বাঁচার জন্য নবী (স) এ দোআটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَدْمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানি ডুবি, আগুনে পোড়া এবং মাটি ধ্বসের মাধ্যমে মৃত্যু থেকে আশ্রয় চাই এবং মৃত্যুর সময় শয়তানের চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।'–নাসাঈ

শয়তান কারো ঈমান নষ্ট করতে পারে এবং তওবার পথে বাধা দিতে পারে।

মৃতের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ

মৃত্যুকালীন সময়ে করণীয়

মৃত্যু সন্নিকট বলে মনে হলে, মৃত প্রায় ব্যক্তির জন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. মৃত্যু উপস্থিত হলে তাড়াতাড়ি অসিয়তের কাজ সারতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা যাবে না। যদি আগে অসিয়ত না করে থাকে এবং বর্তমানে অসিয়ত করতে চায় তাহলে দ্রুত অসিয়ত সেরে ফেলতে হবে।

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَئٌ تُرِيْدُ اَنْ يُّوْصِيْ بِهِ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ۔

“কোনো মুসলমানের যদি অসিয়তের ইচ্ছা থাকে তাহলে অসিয়ত মাথার কাছে রাখা ছাড়া দু'রাতও কাটাতে পারে না।”

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন ঃ 'নবী (স)-এর একথা শুনার পর অসিয়ত প্রস্তুত করে রাখা ছাড়া আমার এক রাতও কাটেনি।'[১]

২. উপস্থিত লোকদের উচিত তার জন্য দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. মৃত প্রায় ব্যক্তির সামনে ভাল ছাড়া কোনো খারাপ কথা বলা উচিত নয়।

৪. হাদীসে রোগীর সামনে সূরা ইয়াসীন কিংবা অন্য কোনো সূরা পড়ার নির্দেশ কিংবা বর্ণনা নেই। কোনো কোনো আলেমের মতে, রোগীর কাছে কুরআন পড়া যেতে পারে।

৫. কোনো কাফের কিংবা অমুসলমানের মৃত্যুর সময়, মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার উদ্দেশ্যে হাযির হওয়া জায়েয আছে। হতে পারে, শেষ মুহূর্তে ঐ কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) আপন চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় হাযির হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

---

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত্যুর পর মুর্দার প্রতি করণীয় হচ্ছে—

১. তার দু' চোখ বন্ধ করে দিতে হবে।

২. তার জন্য দোআ করতে হবে।

৩. একটি কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে দিতে হবে। যদি তিনি পুরুষ কিংবা মুহরিম মহিলা হন। আর যদি তিনি মুহরিম হন, তাহলে মাথা ও মুখ ঢাকার প্রয়োজন নেই। তবে অমুহরিম পুরুষের সামনে মাথা ও মুখ খোলা যাবে না।

৪. মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করতে হবে। যেখানে মারা যায় সেখানে দাফন করাই ভাল। বিদেশ থেকে স্বদেশে লাশ পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই বরং এটা দ্রুত দাফন করার নীতির পরিপন্থী। সকল যমীনের কবরের মালিক এক আল্লাহ্। তাই এক দেশের যমীন থেকে অন্য দেশের বা স্বদেশের যমীনের কোনো পার্থক্য নেই। একমাত্র মক্কা ও মদীনার ফযীলতময় কবরস্থানের কথা আলাদা।

৫. ওয়ারিস কিংবা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে মুর্দার কাছে প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে। যদি এতে সমস্ত সম্পদও শেষ হয়ে যায়, তবুও তা করতে হবে। যদি সমস্ত সম্পদেও না কুলায়, তাহলে রাষ্ট্র তা পরিশোধ করবে। কেউ সাহায্য করলেও চলবে।

উপস্থিত লোকদের জন্য যা জায়েয

১. উপস্থিত লোকেরা মুর্দার মুখ থেকে কাপড় খুলে চুমো খেতে পারবে এবং চিৎকার ছাড়া কাঁদতে পারবে।

২. মৃত্যুর খবর পৌঁছার পর অর্থ সহকারে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়তে হবে। অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তার কাছেই ফেরত যাবো।' এরপর সবর করতে হবে।

৩. স্ত্রীলোক নিজ আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু শোকে তিন দিন এবং স্বামীর মৃত্যু শোকে ৪ মাস ১০ দিন সকল সাজ-সজ্জা ও গয়না অলংকার পরা থেকে বিরত থাকবে। তবে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য অন্যান্য আত্মীয়ের মৃত্যুতে স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ত্যাগ না করা ভাল।

৪. মৃত্যুর খবর শুনার পর জোরে কান্নাকাটি করা, বুকে থাপড় মারা, মাথায় আঘাত করা, কাপড় ছিঁড়া, চুল এলোমেলো করা সহ বিভিন্ন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. ভাল ও সত্যবাদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে কমপক্ষে দু' ব্যক্তি মুর্দার প্রশংসা ও কল্যাণের সাক্ষ্য দেবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ মুর্দাকে বেহেশতে দিতে পারেন।

৬. মুর্দার গোসল ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা এবং লোকদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সর্বাবস্থায় সবাই মুর্দারের জন্য দোআ করবে। যেন আল্লাহ্ তাকে শান্তি ও আরাম দান করেন এবং আযাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।

শোক প্রকাশ

মুর্দার পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করা জায়েয। শোক প্রকাশের মূল লক্ষ্য হবে ধৈর্যের জন্য উৎসাহিত করা, পুরস্কারের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মুর্দার জন্য দোআ করা।

যে জিনিস শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং দুঃখ-দুর্দশাকে দূর করতে পারে, সে জাতীয় বিষয় আলোচনা করা উচিত। তবে শরীআত বিরোধী কোনো কথা বা কাজ করা যাবে না।

শোক প্রকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই। তবে যখন এ জাতীয় শোক প্রকাশের মাধ্যমে ফায়দা হবে বলে মনে হবে, তখনই তা করা যাবে।

শোক প্রকাশ কিংবা দোআর উদ্দেশ্যে আগত লোকদেরকে খাওয়ানোর কোনো ব্যবস্থা না করাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুবহু অনুসরণ। তিনি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম কেউ মৃত লোকের শোক প্রকাশে আগত লোকদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেননি। ৭ দিন কিংবা ৪০ দিন পর কোনো অনুষ্ঠান করার যুক্তি নেই। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করতে হয়।

তবে সুন্নত হলো, আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীরা মুর্দার পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাবে। ইয়াতীম বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলানো ও স্নেহ প্রদর্শন করা উত্তম। বৈধ কাজের মাধ্যমে শোক প্রকাশের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিতে হবে এবং শরীআত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না।

কবর যেয়ারত

কবর যেয়ারত সুন্নত। এর মাধ্যমে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়। তবে কবর যেয়ারতের মাধ্যমে কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করা যাবে না। সেখানে গিয়ে হাউমাউ করা কিংবা মুর্দার কাছে কোনো কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ। কবর যেয়ারতের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেকেও মুর্দার মতো করে

ভাবা। রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজেও কবর যেয়ারত করতেন। তিনি মুর্দারদের উদ্দেশ্যে এ দোআ পড়তেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ ـ اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

"হে কবরবাসী মু'মিন মুসলমানগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। আমরা ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আমি আপনাদের ও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"–মুসলিম

নারীদের কবর যেয়ারতের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। একদল আলেম 'মহিলা যেয়ারত কারিণীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন' মর্মে বর্ণিত হাদীসের কারণে মহিলাদের কবর যেয়ারত নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। অন্য একদল আলেমের মতে, কবর যেয়ারতের জন্য আদেশ সূচক হাদীসগুলো নারীদের জন্যও প্রযোজ্য। তাই মহিলাদের কবর যেয়ারতের বিষয়টি নাজায়েয হওয়া উচিত নয়। যাই হোক, নারীদের কবর যেয়ারতের শর্ত হচ্ছে, পুরুষের সাথে অবাধ মেলা-মেশা, কান্নাকাটা, বেপর্দা ও ইসলাম বিরোধী কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকা। তবে তাদের ঘন ঘন কবর যেয়ারতে যাওয়া উচিত নয়। এর ফলে ইসলাম বিরোধী তৎপরতার আশংকা বেশি।[১]

এমন কি শিক্ষাগ্রহণের জন্য অমুসলমানদের কবর পরিদর্শনেও যাওয়া যেতে পারে। তবে তাদের ওপর সালাম ও দোআ পাঠ করা যাবে না।[২]

কবর যেয়ারতের প্রধান উদ্দেশ্য দুটো। প্রথমটা হচ্ছে—যেয়ারতকারী কবরে গিয়ে মুর্দার শেষ পরিণাম বেহেশত কি দোযখ, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নিজে প্রয়োজনীয় আমল করা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে—মুর্দার জন্য দোআ করা ও সালাম দেয়া। দোআ করার সময় কবরের দিকে মুখ করে নয়, কিবলামুখী হয়ে দোআ করা উচিত।

কবরে আতর কিংবা সুগন্ধি লাগানো জায়েয নেই এবং কবরের ওপর কোনো ঘর তৈরি করাও জায়েয নেই, এ ছাড়াও সেখানে কোনো পশু জবেহ করা, লেখা, বসা, মসজিদ তৈরি করা, বাতি জ্বালানো এবং কবর যেয়ারতের

---

১. আহকামুল জানায়েয-আল্লামা মোহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আল আলবানী।
২. ঐ

উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা জায়েয নেই।[১] এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى - بخارى، مسلم

"তিন মসজিদ ছাড়া আর কোনো স্থানে সওয়াব ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে যেন সফর করা না হয়। সেই তিন মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা।"–বুখারী ও মুসলিম

ঘরে বসেও দূরবর্তী যে কোনো কবরের মুর্দার জন্য দোআ করা যায়। সে জন্য পৃথক সফরের প্রয়োজন নেই। কবর যেয়ারত করতে হলে নিকটবর্তী কবরই যেয়ারত করা উচিত। যেখানে কোনো পৃথক সফরের প্রয়োজন হয় না।

❐

১. আহকামুল জানায়েয-আল্লামা মোহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আল আলবানী।

মৃত্যুর পর যে সকল নেক কাজের সওয়াব কবরে পৌঁছে

কবরের জগত অবরুদ্ধ। দুনিয়ার সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। চিঠি-পত্র, টেলিফোন, ট্রাংকল, টেলিগ্রাম ও অন্য কোনো উপায়ে যোগাযোগ সম্ভব হয় না। মানুষ যদি কবরের অবস্থা জানতে পারতো, তাহলে হেদায়াতের জন্য এত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো না। কবরের চিত্র জীবনের প্রতিটি স্থানে ও স্তরে প্রভাব বিস্তার করতো। মূলত দুনিয়াটাই একটা বৃহত্তর কবর পুরীতে পরিণত হয়ে যেত। মাটির ওপরের মানুষ যদি মাটির নিচের মানুষের অবস্থা জানতে পারতো, তাহলে তার অভাব-অনটন ও প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু হায়! তাতো সম্ভব নয়। অথচ পায়ের নীচে সর্বত্রই বনি আদমের লাশ দাফন করা হচ্ছে। যদিও আমরা তা জানি না।

দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ মানুষকে মৃত্যু ও দীনদারী থেকে ভুলিয়ে রাখে। অথচ অর্থ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সে সম্পদের পেছনে সকল সময় ব্যয় হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِه اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِه ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰه ! مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِ وَارِثِه قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِه مَا اَخَّرَ ـ

"তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যার কাছে ওয়ারিসের সম্পদ নিজ সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয়? তাঁরা উত্তর দেন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে নিজ সম্পদ অপেক্ষা ওয়ারিসের সম্পদ অধিক প্রিয়। বরং নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ অপেক্ষাই বেশি প্রিয়। তখন নবী (স) বলেন ঃ নিজ সম্পদ বলতে বুঝায় যা সে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যে সম্পদ অবশিষ্ট তা তো ওয়ারিসের।"–বুখারী

এ হাদীস সম্পদের ব্যাপারে মানুষের মোহ ও ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে। যে সম্পদ মানুষ খরচ করে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, সে তো ততটুকুরই মালিক। আর যা রেখে গেছে তা তো ওয়ারিসের, তার নয়। মানুষ ওয়ারিসের জন্যই সম্পদ রেখে যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোকে নিজের সম্পদ বলে ভুল করছে। কবি ঠিকই বলেছেন ঃ

"পরের জায়গা পরের যমীন, ঘর বাঁধিয়া আমি রই,
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।"

দুনিয়ার অভাব পূরণের জন্য অগ্রিম নিশ্চয়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য মওজুদ করা, ব্যাংকে টাকা সঞ্চয়, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি ও সার্ভিস বেনিফিট সহ আরো কত ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করা। যাতে করে সুখ-শান্তিতে থাকা যায়।

অনুরূপভাবে পরকালের, বিশেষ করে, কবরের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্যও কিছু নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকা উত্তম। জীবদ্দশায় যদি কিছু ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে মৃতুর পর যাতে সে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা সম্ভব হয়। তখনকার ঘাটতিই আসল ঘাটতি। দুনিয়ার অভাব অনটন পূরণে অন্যরা এগিয়ে আসলেও পরকালের অভাব পূরণে কেউ এগিয়ে আসবে না। সেই ব্যবস্থা জীবদ্দশায় নিজেকেই করে যেতে হবে। কে বুদ্ধিমান এ ক্ষেত্রেই তা বুঝা যাবে। কারণ বুদ্ধিমান লোকেরা সঞ্চয় ও বীমা করে। পরকালের সঞ্চয়ে আগ্রহী লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যবস্থার কথা এরশাদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ - مسلم

"যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র তিনটি আমলের সওয়াব জারী থাকে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) সদকাহ জারিয়াহ, (২) যে এলেম দ্বারা উপকার সাধন করা যায় এবং (৩) নেক সন্তান যে মা-বাপের জন্য দোআ করে।"–মুসলিম

এ হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করলে আমরা যে সকল নেক কাজের সওয়াব কবরে পৌছে তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাবো। আসুন প্রথমে আমরা সদকাহ জারিয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করি।

প্রথমতঃ সদকাহ

সদকাহ অর্থ দান করা। টাকা-পয়সা ও অর্থ-সম্পদ দান করাকে সদকাহ বলে। দান-সদকাহ দু' ধরনের হয়ে থাকে।

১. সাধারণ দান-সদকাহ

যে দান সদকাহর ফলাফল অল্প সময়ের জন্য সীমিত, তাকে সাধারণ দান-সদকা বলে। যেমন অভুক্তকে খাবার দেয়া এবং ফকীরকে ভিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। এ অর্থ-সম্পদ নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের মধ্য দিয়ে ক্ষণস্থায়ী ফল দান করে। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী নয়। তবুও মানুষকে এ দান সদকাহ করতে হবে।

২. সদকাহ জারিয়াহ

যে দান-সদকাহর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, তাকে সদকাহ জারিয়াহ বলে, দীর্ঘস্থায়ী বলতে অল্পদীর্ঘ কিংবা বেশি দীর্ঘও হতে পারে, আবার তা কেয়ামত পর্যন্তও দীর্ঘ হতে পারে। যেমন কোনো মসজিদ- মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ, খাল ও পুকুর খনন, লোকদের জন্য স্থায়ী কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং নেক কাজের জন্য জায়গা ও অর্থ-সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়া ইত্যাদি। যে কোনো ধরনের সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজও সদকাহ জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো সমাজকল্যাণমূলক কাজের সুফল সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জনহিতকর কার্যক্রমও সদকাহ জারিয়ার পর্যায়ভুক্ত। কোনো রোগের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, বাস, ট্রেন ও বিমান আবিষ্কারের মতো বিভিন্ন আবিষ্কারও এর অন্তর্ভুক্ত। ডায়াবেটিক সমিতির মাধ্যমে বহুমূত্র রোগীদের বিরাট সেবা আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। এটাও সদকাহ জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, অর্থ ছাড়া এ জাতীয় কোনো সমাজিক এবং অর্থনৈতিক জনহিতকর প্রকল্প দাঁড় করানো সম্ভব নয়। সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞাও খরচ করতে হবে। সদকাহ জারিয়ার লক্ষ্য হল জনকল্যাণ। সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণ হচ্ছে সদকাহ জারিয়ার প্রকৃতি।

মৃতের আত্মীয়-স্বজনও তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান সদকাহ করতে পারে। এর সওয়াব মুর্দার-এর কবরে পৌঁছবে এবং বিপদ মুক্তির কারণ হবে। হযরত সাদ বিন ওবাদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত মায়ের উদ্দেশ্যে নিজ বাগানটি দান করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ উপকারী ইলম

এখানে ইলমের খেদমত বলতে সেই ইলমকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মানুষের উপকার হয়। দীনি ইলমের উপকার হচ্ছে অন্যতম। দুনিয়াবী জ্ঞানের উপকারও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখা দুনিয়ার জীবনে মানুষের উপকার সাধন করে তাও সওয়াবের বিষয়। সে অনুযায়ী, জ্ঞানী গুণীদের জ্ঞান চর্চা এবং আবিষ্কারের ফসল দ্বারা মানুষ উপকৃত হলে তারা অবশ্যই সওয়াব পাবেন। সে জন্য মুসলিম জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের এমন জ্ঞানচর্চা করা উচিত যার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। হাদীসে বর্ণিত উপকারী জ্ঞান এ দু' ব্যাপক অর্থ বহন করে। অবশ্য উক্ত জ্ঞান ইসলাম বিরোধী হতে পারবে না।

দীনি জ্ঞানের চর্চা নিসন্দেহে সওয়াবের কাজ। কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, ইসলামের ইতিহাস সহ অন্যান্য বিষয়ের খেদমত সওয়াবের কাজ। সে

জন্য মাদ্রাসা ও ইসলামী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামী কিতাব ও বই পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করা যায়। এছাড়াও শিক্ষকতা, বক্তৃতা, পোস্টার, লিফলেট ও ব্যানারের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও প্রসার করা যায়। এগুলো সবই দীনি ইলমের সেবার অন্তর্ভুক্ত। যারা এ সকল মাধ্যমের ফলে দীনি জ্ঞান লাভ করবে তাদের সওয়াব মাধ্যম প্রতিষ্ঠাতার কবরে পৌঁছবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ কাউকে কোনো বিষয়ে জ্ঞান দান করার পর মারা গেলে তার ছাত্ররা অন্যদের মধ্যে ইলমের খেদমত করবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ধারা চালু থাকবে এবং মৃত ব্যক্তিও কবরে কিয়ামত পর্যন্ত সেই সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোর উদাহরণও প্রযোজ্য।

তৃতীয়তঃ নেক সন্তান

নেক সন্তান মা-বাপের জন্য দোআ করলে, মা-বাপ কবরে এর সুফল পাবে। হাদীসে নেক সন্তানের কথা বলা হয়েছে। সন্তান নেক হলে, মা-বাপের জন্য দোআ করবে। সন্তান পাপী হলে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই যখন নেক কাজ করে না, তখন মা-বাপের কল্যাণের প্রশ্নই আসতে পারে না। সে জন্য সন্তানকে ঈমানদার, নেক, চরিত্রবান, উন্নত আমল-আখলাক ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। যে সন্তান কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমল বা কাজ করে সে সন্তান মা-বাপের জন্য আল্লাহর বিরাট রহমত ও নেয়ামত। পক্ষান্তরে, যে সন্তান ইসলামী যিন্দেগীর অনুসরণ করে না, সে মা-বাপের জন্য বিরাট অভিশাপ। কেননা, তাদের গোটা জীবনের কামাই-রোজগার যার হাতে রেখে আসা হলো, সেই সম্পদ ও সন্তান তাদের কোনো কাজে আসলো না। এর চেয়ে বড় আফসোস আর কি হতে পারে?

সকল মানুষের উচিত মৃতদের জন্য দোআ করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَاءُ نَهُمْ

"হযরত আদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিসন্দেহে মৃত ব্যক্তির উদাহরণ হলো পানিতে পড়া সাহায্য প্রার্থী সেই ব্যক্তির মত, যে তার মা-বাপ এবং ভাই-বন্ধুর দোআর অপেক্ষায় থাকে। যখন তার কাছে তাদের দোআ পৌঁছে, তখন তার কাছে তা দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয়তম মনে হয়। আল্লাহ কবরবাসীদেরকে যমীনবাসীদের দোআর কারণে পাহাড় সমান রহমত দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উপহার হচ্ছে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা।"–বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

এ হাদীসে মৃতদের জন্য দোআর ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা এ দোআর মাধ্যমে তারা পানিতে পড়া বিপদগ্রস্ত মানুষের মতো কবরের বিপদ এবং আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারে।

প্রবাদ আছে, অর্থই সব অনর্থের মূল। খারাপ সন্তানের জন্য অধিক সম্পদ রেখে গেলে অর্থের কারণে তারা আরো বেশি খারাপ হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ বর্ধিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে গেলে কবরের বিপদে বিরাট উপকারে আসতে পারতো। সন্তানের জন্য সম্পদ রেখে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমার সন্তানকে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করার চেয়ে ধনী রেখে আসাই উত্তম। এখন এ দু' দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাই সন্তানকে অবশ্যই সুশিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে। এটা করতে পারলেই কবরে কাজে আসবে। নচেত ঐ সন্তানের কোনো মূল্য নেই।

আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবরা যদি মৃতের জন্য দোআ করে তাও যথেষ্ট উপকারে আসবে। এমনকি তারা যদি তার জন্য দান-সদকাহ্ করে তা দ্বারাও সে কবরে উপকৃত হবে।

কেউ কুরআন শরীফ পড়ে তার সওয়াব মুর্দার জন্য পৌঁছাতে চাইলে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের দুটো মত আছে।[১] প্রথমটা হচ্ছে, তা জায়েয নেই। কেননা, ইবাদাত নিজের জন্যই করা হয়, অন্যের নয়। যেমন নামায রোযা ইত্যাদি আরেকজনের জন্য করা যায় না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে, তা জায়েয। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে নিজ মৃত মায়ের জন্য দান করার অনুমতি কামনা করায় তিনি অনুমতি দেন। এতে বুঝা গেল যে, অন্যান্য কিছু ইবাদাতের সওয়াব অন্যের জন্য পেশ করা যায়। এ মতটিই বেশি শক্তিশালী।

---

১. ফতোয়া শেখ মোহাম্মদ বিন সালেহ আল ওয়াইমিন, দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, ৩-১০-১৯৯১

মৃতের জন্য যে সকল কাজ করা বেদআত

ইসলামের মধ্যে ঐ সকল জিনিসকে বেদআত বলা হয় যেগুলোর পক্ষে শরীআতের কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে সকল কাজের নির্দেশ দেননি। ফলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈ এমনকি মাযহাবের ইমামগণও তা করেননি। কিংবা করার জন্য কিছু বলে যাননি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স) যে সকল জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি সে সকল জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা বা যোগ করার নামই বেদআত।

বাহ্যিকভাবে বেদআতকে সওয়াবের বা উত্তম কাজ মনে হয়, মনে হয় এর মধ্যে গুনাহর কিছু নেই। কিন্তু আসলে তা সওয়াব নয় বরং গুনাহর কাজ। যার পরিণতি হচ্ছে দোযখ। বেদআতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ -

"তোমরা দীনের মধ্যে নতুন জিনিস থেকে দূরে থাক। কেননা, প্রত্যেক নতুন বেদআত, প্রত্যেক বেদআত গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর শেষ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।"–নাসাঈ ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -

"যে ব্যক্তি এ দীনের মধ্যে নেই এমন নতুন জিনিস যোগ করে তা গ্রহণযোগ্য নয়।"–বুখারী ও মুসলিম

বেদআতের এ বর্ণনার আলোকে এখন আমরা মৃতের জন্য যে সকল কাজ করা বেদআত তা আলোচনা করবো।

১. কুলখানি করা ঃ মৃত্যুর ৪০তম দিবসে মুর্দার জন্য দোআর নামে খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান করা।

২. যেয়াফত খাওয়ানো ঃ ওয়ারিসরা মৃতের জন্য ধনী-গরীব লোকসহ আত্মীয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত দিয়ে যেয়াফত খাওয়ায়।

এ দুটি কাজ সহ এ জাতীয় অন্যান্য কাজ বাহ্যিকভাবে ভাল দেখা যায় এবং তাতে গুনাহ্ আছে বলে মনে হয় না। অথচ এগুলো বেদআতের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা এগুলো করার পক্ষে শরীআতের কোনো দলীল নেই এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর এ জাতীয় কাজ করা হয়নি। এমনকি পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তা করেননি এবং কোনো মাযহাবের ইমামও এগুলো করার পক্ষে কিছু বলে যাননি। অথচ এগুলো জায়েয হলে এবং তাতে সওয়াব পাওয়া গেলে তাঁরা তা অবশ্যই করতেন এবং করার জন্য বলে যেতেন। কেননা, তাঁদের চেয়ে সওয়াব অন্য কেউ বেশি বুঝার কথা নয় এবং সওয়াবের ব্যাপারে অন্য কেউ তাঁদের চেয়ে বেশি আগ্রহীও নয়।

তাই তাঁদের চেয়ে অধিক নেককার হওয়ার কসরত করার নামে এ সকল বেদআতে জড়ানো ঠিক হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে বেদআত থেকে রক্ষা করুন।

❐

মৃত্যুর প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন ?

'ঘর আছে দরজা নেই, মানুষ আছে শব্দ নেই।' এটা কি ? এর জন্য আমাদের কি প্রস্তুতি ? আমরা কি সবাই এর অধিবাসী নই ?

আসুন, এ অমোঘ সত্য কবরের আগের অবস্থাটা একটু পর্যালোচনা করে দেখি। কবরের আগের অবস্থাকে বাসর ঘরের সাথে তুলনা করা যায়।

বিয়ের কিছু আগে বর সুন্দর করে সাবান মেখে স্বেচ্ছায় গোসল করে। তারপর সুন্দর পোশাকে সাজে ও শরীরে সুগন্ধি মাখায়। এরপর বাসর ঘরের পালা। সুন্দর বিছানা, খাট পালং ও অন্যান্য ডেকোরেশন। সেই রাতের অনুভূতি হচ্ছে, হে রাত! দীর্ঘ হও, হে নিদ্রা! দূর হও, হে ভোর! উদয় হয়ো না!

পক্ষান্তরে চিরনিদ্রার ঘর কবরে যাওয়ার আগেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল প্রয়োজন। কিন্তু সে গোসল স্বেচ্ছায় নয় অন্যকে দিতে হচ্ছে। এ সময় তাকে উলঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে পারছে না। জীবিত অবস্থায় কেউ তা করতে পারতো না। হায়, কত অসহায়! গোসলের পর সুন্দর পোশাকের বাহাদুরী নেই। সাদা কাফন পরতে হচ্ছে। সুগন্ধি মাখানো হচ্ছে, কিন্তু ঘ্রাণ নেয়ার অনুভূতি নেই এবং অন্যরা তা উপভোগ করছে। মূল্যবান সুন্দর খাট পালং নয় বরং সাদামাটা কাঠের খাটিয়ায় শুতে হচ্ছে, প্রিয়তমার কাছে ইচ্ছাকৃত যাওয়ার উল্লাস নেই। অন্যরা কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বালিশ, তোষক ও বিছানা-চাদরের বাহাদুরী ? কাদা মাটির বিছানায় চিরনিদ্রার জন্য শুইয়ে দেয়া হচ্ছে। রং বেরং-এর আলো তো দূরের কথা, বরং মাটি দিয়ে সেই আলো বন্ধ করে দিয়ে চির অন্ধকারের পর্দা টেনে দেয়া হচ্ছে। বের হওয়ার কোনো দরজা নেই, চিরদিনের জন্য সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'ঘর আছে সত্য, দরজা নেই ; মানুষ আছে সত্য, শব্দ নেই।'

এ অন্ধকার পুরীতে, আর কোনো সাথী নেই। একমাত্র আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও মুক্তিই সত্যিকার সাথী। আর তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নেক আমল। যার নেক আমল বেশি তার কোনো চিন্তা নেই। একথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ع - يونس : ٦٢

"যারা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, তাদের কোনো ভয়-ভীতি ও পেরেশানী নেই।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬২

আসুন, আমরা সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেই এবং সবাই সবাইকে মৃত্যুর থা স্মরণ করিয়ে দেই।

জাবের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ-

'প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।'–মুসলিম

মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের অনুসরণ রতে হবে। এগুলোর জন্য দীনি জ্ঞানের চর্চা শুরু করুন। সর্বোত্তম দীনি জ্ঞান ার মাধ্যম হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআনের বাংলা তাফসীর পড়ুন, দি আরবী না জানেন। এভাবে একবার পুরো কুরআন বুঝে শেষ করুন। নুরূপভাবে কমপক্ষে একটি হাদীসের কিতাব বুঝে শেষ করুন। তাহলে নের সকল অন্ধকার ও ধাঁধা দূর হয়ে যাবে। কেননা, হেদায়াতের সর্বোৎকৃষ্ট ধ্যম হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। তারপর নিজের জীবনে কুরআন হাদীসের দেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করুন। নিজের ঘরে তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী ই এর একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করুন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও কই সিলেবাস অনুসরণ করতে বলুন। নেক সন্তান তৈরিতে এটা সহায়ক দ্ধতি। ইসলামী পরিবেশে থাকুন এবং অনৈসলামী পরিবেশ থেকে দূরে কুন। ফাসেক-ফাজের ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। াল্লাহর দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করুন এবং ইকামতে দীন বা দীন তিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অংশ নিন। সমাজে ইসলাম কায়েম না থাকলে কারোর পক্ষে ত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই নিজের ঈমান ও বরের স্বার্থে বড় ফরয আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টায় অংশ নিন এবং হাদের পতাকা তুলে ধরুন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও ষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র দীন কায়েম করে তার সুশীতল ছায়ায় জীবন যাপনের ষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

স্মরণ রাখবেন যে, সবাইকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। আমাদের চিত পরকালের যিন্দেগীর জন্য আমরা কতটুকু পুঁজি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছি । বিবেচনা করা। খালি হাতে কবরে গিয়ে দুঃখ ছাড়া সুখের আশা করে ভ নেই। আমাদের ভোলা মনকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - الحشر : ١٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তোমাদের প্রত্যেক আত্মার ভেবে দেখা দরকার যে, আগামী কালকের (পরকালের) জন্য তোমরা অগ্রিম কি সম্বল সংগ্রহ করেছ। আল্লাহকে ভয় করে তার বিধি-নিষেধ মেনে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ ও আমল সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল।"

–সূরা আল হাশর ঃ ১৮

এখানে পরকালের অগ্রিম সম্বল সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আগে পিছে, দু'বার তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ তাকওয়া আর্জিত হলে সম্বল পরিপক্ক ও যথার্থ হবে। তাই আসুন আমরা তাকওয়ার মূল অর্থ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে সম্বল সঞ্চয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ "শেষ নামাযের মত বিদায়ী নামায পড়।'[১] এ হাদীসের মর্মানুযায়ী মু'মিন ব্যক্তি পরবর্তী নামাযের সুযোগ নাও পেতে পারে এবং এর আগেই তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই যে কোনো নামাযকে জীবনের শেষ নামায হিসেবে গভীর মনোযোগ ও এখলাস সহকারে আদায় করা দরকার।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এস্তেনজা করার পর (নিকটে পানি থাকা সত্ত্বেও) আগে তায়াম্মুম করতেন, পরে ওযু করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পানি আপনার কাছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি জানি না, আমি পানি পর্যন্ত পৌছতে পারব কিনা।[২]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই। যে কোনো সময় মৃত্যু আসতে পারে। তাই পেশাব-পায়খানা করার পর অদূরে পানি পর্যন্ত পৌছার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

হযরত ওসমান (রা) কোনো কবরের সামনে দাঁড়ালে চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, বেহেশত ও দোযখের উল্লেখ হলে আপনি এত কাঁদেন না, অথচ এ কবর দেখে আপনি কাঁদেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম মনযিল। কবরবাসী এখানে মুক্তি পেলে এর পরবর্তী সকল মনযিল হবে তার জন্য আসান। আর যদি

---

১. ইবনু মাযাহ

২. আল ইসতে'দাদ লিল মাওত-যাইনুদ্দিন আলী আল মোআব্বারী মাকতাবা আততোরাস আল ইসলামী কায়রো, মিসর।

এখানে মুক্তি না পায় তাহলে, এর পরবর্তী সকল মনযিল তার জন্য হবে আরও অধিক কঠিন।[১]

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ -

"কবর হয় বেহেশতের একটি বাগান কিংবা দোযখের একট গর্ত হবে।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কবর সুখের হলে এরপর চিরসুখ আর কবর দুঃখের হলে এরপর দুঃখ শুরু হবে।

মোহাম্মদ বিন নাফে' বলেন, কবি আবু নাওয়াস আমার বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, বালিশের নীচে রাখা কয়েক লাইন কবিতার উসিলায় আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি তার ঘরে গিয়ে বালিশের নীচে ৪ লাইন কবিতার একটি কাগজ পাই। তাহলো ঃ

١. يَارَبِّ اِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبِيْ كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ

٢. اِنْ كَانَ لَا يَرْجُوْكَ اِلَّا مُحْسِنٌ فَمَنِ الَّذِيْ يَدْعُوْ وَيَرْجُوْا الْمُجْرِمُ

٣. اَدْعُوْكَ رَبِّ كَمَا اَمَرْتَ تَضَرُّعًا فَاِذَا رَدَدْتَ يَدِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

٤. مَالِيْ اِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ اِلَّا الرَّجَا وَجَمِيْلُ عَفْوِكَ ثُمَّ اَنِّيْ مُسْلِمُ -

১. 'হে প্রভু! যদি আধিক্যের কারণে আমার গুনাহ্ বিরাট হয়ে থাকে, তবুও আমি জানি, আপনার ক্ষমা আরো বিরাট ও মহান।

২. যদি নেককার ছাড়া আপনার কাছে কারো আশার স্থান না থাকে, তাহলে, অপরাধী-গুনাহগার কাকে ডাকবে ও কার আশা করবে?

৩. হে প্রভু! আপনার হুকুম মতো আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে ডাকছি, আপনি আমার দু' হাত খালি ফেরত দিলে কে আছে, যে রহম করবে?

৪. আপনার কাছে আশা ও সুন্দর ক্ষমা ছাড়া আমার আর কোনো উসিলা নেই, এবং এরপরে আমি একজন মুসলিম।'

❐

১. আল ইসতে'দাদ লিল মাওত-যাইনুদ্দিন আলী আল মোআব্বারী মাকতাবা আত্তোরাস আল ইসলামী কায়রো, মিসর।

পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার জরুরী

সময় খুবই কম। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ মর্মে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمِثْلِ رَاكِبٍ قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

"আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ হলো সেই মুসাফিরের ন্যায় যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, তারপর সেখান থেকে চলে যায়।"-আহমাদ, তিরমিযী

হযরত ঈসা (আ) নিজ সাথীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ 'তোমরা দুনিয়া অতিক্রম করে চলে যাও, তা আবাদ করো না।'[১]

তিনি আরো বলেছেন ঃ 'কে সাগরে ঢেউয়ের উপর ঘর বাঁধবে ? এ হচ্ছে দুনিয়া এবং তাকে স্থায়ী আবাস বানিও না।'[২]

খলীফা ওমর (রা)-এর উপদেশ হলো ঃ কেউ যেন সন্ধা বেলায় উপনীত হওয়ার পর সকাল বেলার এবং সকাল বেলায় উপনীত হওয়ার পর সন্ধা বেলার অপেক্ষা না করে। সুস্থতাকে অসুস্থতা এবং হায়াতকে মৃত্যুর আগে কাজে লাগাও।'-বুখারী

হাবিব আবু মুহাম্মাদ প্রত্যেক দিন মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির মতো গোসল ও কাফন-দাফন সম্পর্কে অসিয়ত করতেন। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধা হলে তিনি কাঁদতেন। তাঁর কান্না সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন ঃ 'আল্লাহর কসম, তাঁর ভয় হচ্ছে, সন্ধায় তিনি মনে করেন যে, আর সকালের মুখ দেখবেন না এবং সকাল বেলায় মনে করেন, আর সন্ধার মুখ দেখবেন না।[৩]

সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দান

হাসান বসরী (র) বলেছেন, আপনি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি। একদিন অতীত হলে আপনার কিছু অংশ অতীত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, হে বনী আদম! আপনি অবতরণকারী দুটো সওয়ারীর উপর আসীন। দিন আপনাকে রাতের কাছে এবং রাত আপনাকে দিনের কাছে অবতরণ করায়। ঐ দু

১. কিতাব আয্-যুহদ- ৯৩ পৃঃ ইমাম আহমদ
২. ঐ
৩. আল হিস্সু আলা ইগতিনামল আওকাত-ইবনু রজব হাম্বলী।

সওয়ারী শেষ পর্যন্ত আপনাকে আখেরাতে অবতরণ করাবে। হে আদম সন্তান! কোন্‌টি আপনার কাছে বেশি বিপজ্জনক ? তিনি আরো বলেন ঃ মৃত্যু আপনাদের কপালে গিঁট দিচ্ছে এবং দুনিয়াকে আপনাদের পেছনে গুটানো হচ্ছে।

হযরত ওয়াইস কারনীকে সময়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলতেন ঃ সে ব্যক্তির জন্য সময় আর কি হতে পারে যে সন্ধা হলে মনে করে যে সকাল বেলার মুখ দেখবে না এবং সকাল হলে মনে করে যে, সন্ধা বেলার মুখ দেখবে না ? অতপর তাকে বেহেশত কিংবা দোজখের সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ দেয়া হয়।

আওন বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, সে ব্যক্তি মৃত্যুর সঠিক মর্যাদা দেয় না যে ব্যক্তি আগামীকালের হিসেব করে। এমন বহু ভবিষ্যত কাল আছে যা মাত্র ১ দিনের পূর্ণতাও লাভ করে না। আগামীকালের বহু আশাবাদী আগামী কালের সাক্ষাত পায় না। তোমরা যদি হায়াত ও তার মিছিল দেখ তাহলে আশার ধোঁকাকে অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবে। তিনি আরো বলতেনঃ মু'মিনের জন্য দুনিয়ার সে দিনটি সর্বাধিক উপকারী যে দিন সে মনে করবে যে পরের দিনটি আর পাবে না।

মারুফ কারখী নামাযের একামত দিয়ে এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ আপনি নামায পড়ান। লোকটি বললো ঃ আমি যদি এখন নামায পড়াই তাহলে আর কখনো নামায পড়াবো না। তখন মারুফ বলেন, তুমি মনে মনে ভাবছো যে অন্য নামাযও পড়াবে ? আমি আল্লাহর কাছে দীর্ঘ আশা থেকে পানাহ চাই। তা মানুষকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখে।

এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের বাসায় দরজায় আওয়াজ দিলে ভেতর থেকে জানতে চাওয়া হলো, সে কে ? তারপর তাকে বলা হলো, গৃহকর্তা ঘরে নেই। সে জিজ্ঞেস করলো, কখন ফিরে আসবে ? ঘরের একটি বালিকা উত্তর দিল, যার প্রাণ অন্যের হাতে, সে কখন ফিরে আসবে তা জানার উপায় কি ?

দাউদ তাঈ বলেছেন ঃ দিন ও রাত কয়েকটি পর্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এক এক পর্যায় অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সফরের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌছে। আপনি যদি প্রত্যেক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তাই করুন। সহসাই সফরের ইতি হবে। অথচ বিষয়টি আরো বেশি দ্রুততর। আপনি সফরের সম্বল প্রস্তুত করুন এবং যা যা করণীয় তা আঞ্জাম দিন। কোনো এক বিজ্ঞ লোক বলেছেন ঃ সে ব্যক্তির জন্য দুনিয়া কিভাবে আনন্দদায়ক হবে যার দিনগুলো মাসকে, মাসগুলো বছরকে এবং বছরগুলো

তার জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে ? সে ব্যক্তি কিভাবে আনন্দিত হতে পারে যার বয়স তার জীবনকে এবং যার জীবন তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিচ্ছে ?

ফোযাইল বিন আয়ায এক ব্যক্তিকে বলেন, আপনার বয়স কত ? তিনি উত্তরে বলেন, ৬০ বছর। তখন তিনি বলেন, আপনি দীর্ঘ ৬০ বছর ব্যাপী আল্লাহর দিকে চলছেন। শীঘ্রই আপনি তাঁর কাছে পৌঁছে যাবেন। তখন লোকটি বললো ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

ফোযাইল বলেন ঃ অপনি কি আয়াতটির ব্যাখ্যা জানেন ? এর ব্যাখ্যা হল ঃ 'আমরা আল্লাহরই বান্দা এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' যে ব্যক্তি জানে বান্দা আল্লাহর দাস, জেনে রাখুন, সে ব্যক্তি আটক। যে ব্যক্তি জানে যে, সে আটক, জেনে রাখুন তাকে জবাবদিহী করতে হবে। যে ব্যক্তি জানে তাকে জবাবদিহী করতে হবে, সে যেন সে জন্য প্রশ্নোত্তরের প্রস্তুতি নেয়।

লোকটি বলল ঃ তাহলে বাঁচার উপায় কি ? তিনি বলেন, তা খুবই সহজ। আপনি অবশিষ্ট দিনগুলোতে ভাল কাজ করুন, তাহলে ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।'

আর যদি আপনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে খারাপ কাজ করেন, তাহলে অতীত ও ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে।

হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ দিন ও রাত দ্রুত বয়স কমানোর কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং মৃত্যুর সময়কে নিকটতর করে দিচ্ছে। আফসোস! দিন-রাত কাওমে নূহ, আদ ও সামুদ জাতির কাছেও এসেছিল। আরো অনেক জাতির কাছেও উপস্থিত হয়েছিল। তারা তাদের রবের কাছে হাযির হয়েছে এবং নিজেদের আমলনামা পেশ করেছে। রাত ও দিন প্রত্যেক দিন নতুন রূপ নেয়। যাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তাদের কারণে এ দুটো কখনও পুরাতন হয় না।

এক কবি বলেছেন ঃ

وَاَعْجَبُ شَىْءٍ لَوْ تَاَمَّلْتَ اَنَّهَا
مَنَازِلُ تُطْوَى وَالْمُسَافِرُ قَاعِدٌ

"ভেবে দেখ সর্বাধিক আশ্চর্য হল মনযিলকে গুটানো হচ্ছে, কিন্তু মুসাফির বসে আছে!"

আরেক কবি বলেছেন ঃ

نَسِيْرُ اِلَى الْاَجَالِ فِى كُلِّ لَحْظَةٍ
وَاَيَّامُنَا تُطْوَى وَهُنَّ مَرَاحِلُ۔

“আমরা প্রতিমূহূর্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমাদের দিনগুলোকে গুটানো হচ্ছে আর সেগুলো হচ্ছে, বিভিন্ন মনযিল।”

আমরা সময়ের সদ্ব্যবহারই করি কম। আর অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার তো আরো কম করি।

নবী করীম (স) বলেন ঃ

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“বহু লোক দুটো নেয়ামতের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে আছে। সেগুলো হলো স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।”–বুখারী

আল্লাহ বান্দাহকে যৌবনের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর পথে ফিরে আসার অবকাশ দিতে থাকেন। এ মর্মে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ

اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَى امْرِئٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً۔

‘আল্লাহ যে ব্যক্তিকে মৃত্যু না দিয়ে দীর্ঘ ৬০ বছর পর্যন্ত জীবিত রাখেন, সে পর্যন্ত তার ওজর কবুল করতে থাকেন।’–বুখারী, —অর্থাৎ এরপর আর কোনো ওজর কবুল করেন না।

❒

মৃত্যু ও কবরের বাস্তব চিত্র

এক কবি আরবীতে মৃত্যু ও কবরের নিম্নোক্ত চিত্র এঁকেছেন ঃ

আমি সুস্থ অবস্থায় মারা যেতে পারি, কিংবা অসুস্থাবস্থায় ; আমার জন্য ডাক্তার আনা হবে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

তারপর আমার চোখ দুটো বন্ধ করে দেয়া হবে।

আমার বিছানাপত্র গুটিয়ে ফেলা হবে।

আপনজন ও আত্মীয়-স্বজন কান্নাকাটি করবে।

গোসলদানকারী এসে আমাকে ন্যাংটা করবে ও গোসল দেবে।

সাদা কাফন পরাবে, সুগন্ধি মাখাবে।

সাদামাটা খাটিয়ায় উঠাবে। কয়েকজন কাঁধে করে আমাকে নিয়ে মসজিদের মেহরাবের পেছনে রাখবে।

জামাত শেষে ইমাম জানাযা পড়াবে—কিন্তু তাতে রুকূ' সাজদা থাকবে না।

তারপর আমাকে দুনিয়া থেকে শেষবারের মতো বিদায় দিয়ে কবরে শোয়াবে।

পা ও মুখ কাফনের কাপড় দিয়ে বেঁধে দেবে।

আমার উপর বহু মাটি ও ইট-পাথর চাপা দিবে।

তারপর সবাই চলে আসবে।

আমার পরকালীন প্রবাস জীবনের যাত্রা শুরু হবে।

সেখানে আমার মা-বাপ, স্ত্রী, ছেলে-সন্তান কেউ থাকবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না।

কোনো সম্পদ থাকবে না এবং থাকলেও কোনো কাজ হবে না।

কবর হবে বহুমুখী অন্ধকারপুরী। আমি ইচ্ছা করলেও আর এ পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে পারবো না।

আমার পিঠে মাটি, ডানে মাটি, বাঁয়ে মাটি ও উপরে মাটি। মাটি আমাকে আরো ভারী করে তুলবে।

কবর হল আমলের বাক্স।

এ বাক্সে শত শত জাতি-গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে, যারা দুনিয়ায় খুবই সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস বংশমর্যাদা ও সামাজিক মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল।

যুগের আবর্তনে তারা আজ বিস্মৃত, কেউ তাদেরকে স্মরণ করে না। কেবলমাত্র ফেরেশতারাই তাদের হেফাযতে নিয়োজিত।

আমি তো কওমের মনযিল পরিদর্শনে আসলাম। কিন্তু অন্য কেউ তো আমার পরিদর্শনে আসে না।

আমার আত্মীয়রা আমার কবরের পাশ দিয়ে চলে যায় যেন তারা আমাকে চিনেও না।

ওয়ারিসরা আমার অর্থ-সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারা আমার কথা ভুলে গেছে।

এ কবরে কত রাজা-বাদশাহ্ শুয়ে আছে যাদের বালাখানা কবরকে ঢেকে রেখেছে।

সে বালাখানাটা থেকে সরাসরি মাটির এ গর্তে আসতে হয়েছে।

পোকা-মাকড় তাদেরকে খাচ্ছে যারা দুনিয়ায় ছিল বিত্তশালী ও দাপটের অধিকারী।

আমার কাছে মনকির-নাকীর ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করবে—কিন্তু কোনো সাহায্যকারী নেই।

তারা জিজ্ঞেস করবে, আমি নেক কাজ করেছি না গুনাহ্র কাজ করেছি ? গুনাহ্র জন্য আমাকে শাস্তি দেবে।

আমার সন্তান দুনিয়ায় অন্যদের সেবা করবে ।

আমার সম্পদ অন্যের উপকার করবে।

কোনো রাজা-বাদশাহ্ কি কাফনের চাইতে বেশি কিছু নিতে পেরেছে ?

তাহলে আমার অবস্থা কি হবে ?

এ হচ্ছে, অসহায় কবর পুরীর চিত্র।

তাই মহানবী (স) বলেছেন ঃ

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ ـ

"আমি কবরের তুলনায় আর কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখিনি।"

–তিরমিযী, বায়হাকী, হাকেম

মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত। তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে সকাল-সন্ধ্যায় তার চূড়ান্ত বাসস্থান দেখানো হয়। বেহেশতী হলে বেহেশত আর দোযখী হলে দোযখ দেখানো হবে। তারপর বলা হবে ঃ

هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"এটাই তোমার ঠিকানা, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাকে পুনরুত্থান করেন।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ الاَّ نَدِمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ ازْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ اسْتَعْتَبَ ـ

"এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মৃত্যুর পর লজ্জাবোধ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন ঃ মৃতের সে লজ্জা কি ? তিনি উত্তরে বলেন, নেককার হলে অপমান বোধ করবে, কেন সে আরো বেশি নেক কাজ করেনি। আর পাপী হলে অপমান বোধ করবে, কেন সে অনুতাপ করেনি।"–তিরমিযী

বকর মুযানী বলেছেন ঃ আল্লাহ দুনিয়ায় এমন কোনো দিন সৃষ্টি করেননি যে একথা বলেনি ঃ হে আদম সন্তান! আমাকে কাজে লাগাও, সম্ভবত আজকের পর তুমি আর কোনো দিনের সাক্ষাত পাবে না এবং এমন কোনো রাতও তৈরি করেনি যে একথা বলে আহ্বান জানায়নি ঃ 'হে আদম সন্তান! আমার সদ্ব্যবহার কর। সম্ভবতঃ এরপর তুমি আর কোনো রাত পাবে না।[১]

মৃত্যু বা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সবসময় ভয়ের বিষয় নয়। কোনো কোনো সময় তা আনন্দেরও বিষয়।

এখন আমরা কবরের দুটো আনন্দদায়ক ঘটনা উল্লেখ করবো।

ইবনু আবিদ দুনিয়া ২৮১ হিঃ বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর اَلْمَوْتِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ اَلنُّطْقُ বইতে এবং ইমাম ইবনুল জাওযীয়াহ তাঁর اَلْمَفْهُوْم مِنَ الصَّمْتِ الْمَعْلُوْم বইতে একই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো, রোবআ' বিন হাররাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পরিবারে বহুদিন অনুপস্থিত ছিলাম। আমি বাড়ী ফিরে আসলে তারা বললো ঃ তোমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভাইকে দেখে আস। তিনি ছিলেন তাবেঈ'। আমি তাঁর কাছে যাই কিন্তু তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁর মুখের কাপড় সরালে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম।' আমি প্রশ্ন করলাম, কি ভাই, মৃত্যুর পর কি আবার জীবিত হয়েছো ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি আমার রবকে অত্যন্ত রাযী-খুশী অবস্থায় পেয়েছি, তিনি আমার উপর মোটেই অসন্তুষ্ট নন। তোমরা যেরূপ চিন্তা কর, আমি তা অপেক্ষা বিষয়টিকে বহু সহজ দেখতে পেয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর

---

১. اَلْحثُّ عَلَى اغْتِنَامِ الاَوْقَاتِ وَالاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ قَبْلَ النَّدَمِ عَلَيْهَا
হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী, ইবনে খোযায়মা প্রকাশনী, রিয়াদ ১৪১৬ হিঃ

সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি শপথ করে বলেছেন, আমি আসা পর্যন্ত তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তোমরা তাড়াতাড়ি আমার দাফন-কাফন সেরে ফেল।' এ কথাগুলো বলে তিনি আবার স্তিমিত হয়ে গেলেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে তাঁর এ খবর পৌছার পর তিনি মন্তব্য করেন ঃ বনি আবাসা গোত্রের তোমাদের মৃত ভাইটি সত্য বলেছে। আমি নবী করিম (স)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে একজন উত্তম তাবেঈ মৃত্যুর পরে কথা বলবে।'[১]

কি সৌভাগ্যের মৃত্যু!

ইমাম ইবনুল জাওযিয়াহ্ তাঁর উপরোল্লিখিত কিতাবে অনুরূপ আরেকটি আনন্দদায়ক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন ঃ হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বলে ঃ আমি সফর থেকে ফিরে আসলে আমার ছোট মেয়েটি আস্তে আস্তে আমার কাছে আসে। আমি তাকে হাত ধরে অমুক উপত্যকায় জীবন্ত দাফন করি। নবী করীম (স) বলেন ঃ চল, আমাকে সে উপত্যকাটি দেখাও। নবী করীম (স) মেয়েটির নাম ধরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ

হে অমুক মেয়ে! আল্লাহর হুকুমে সাড়া দাও। মেয়েটি মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সকাশে হাযির। নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার মাতা-পিতা এখন মুসলমান হয়েছে। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি তোমাকে আল্লাহর হুকুমে তাদের কাছে ফেরত দিতে পারি। মেয়েটি বলল, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর কাছে তাদের দু'জন অপেক্ষা আরো উত্তম জিনিস পেয়েছি।'

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর নেয়ামতের বৈশিষ্ট্যই এমন, তা পেলে বা দেখলে, মানুষ সেটা আর ছাড়তে চায় না। পরকালের নেয়ামত বিরাট। সে নেয়ামত আমরা দেখলে দুনিয়ায় থাকার ইচ্ছাই করতাম না। দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়ারই চিন্তা করতাম।

আল্লাহ্ আমাদেরকে পরকালে অনুরূপ নেয়ামত দিন, আমীন।

সমাপ্ত

---

১. প্রকাশক-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ-বৈরুত, ১৪০৭ হিঃ